ভয়াবহ শিকার-কাহিনী
ময়ূখ চৌধুরী
http://priyobanglaboi.blogspot.com/

মনগড়া গল্প নয়, বাস্তব সত্য !
বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন শিকারী ও অভিযাত্রীর
রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার ভয়াবহ বিবরণ।
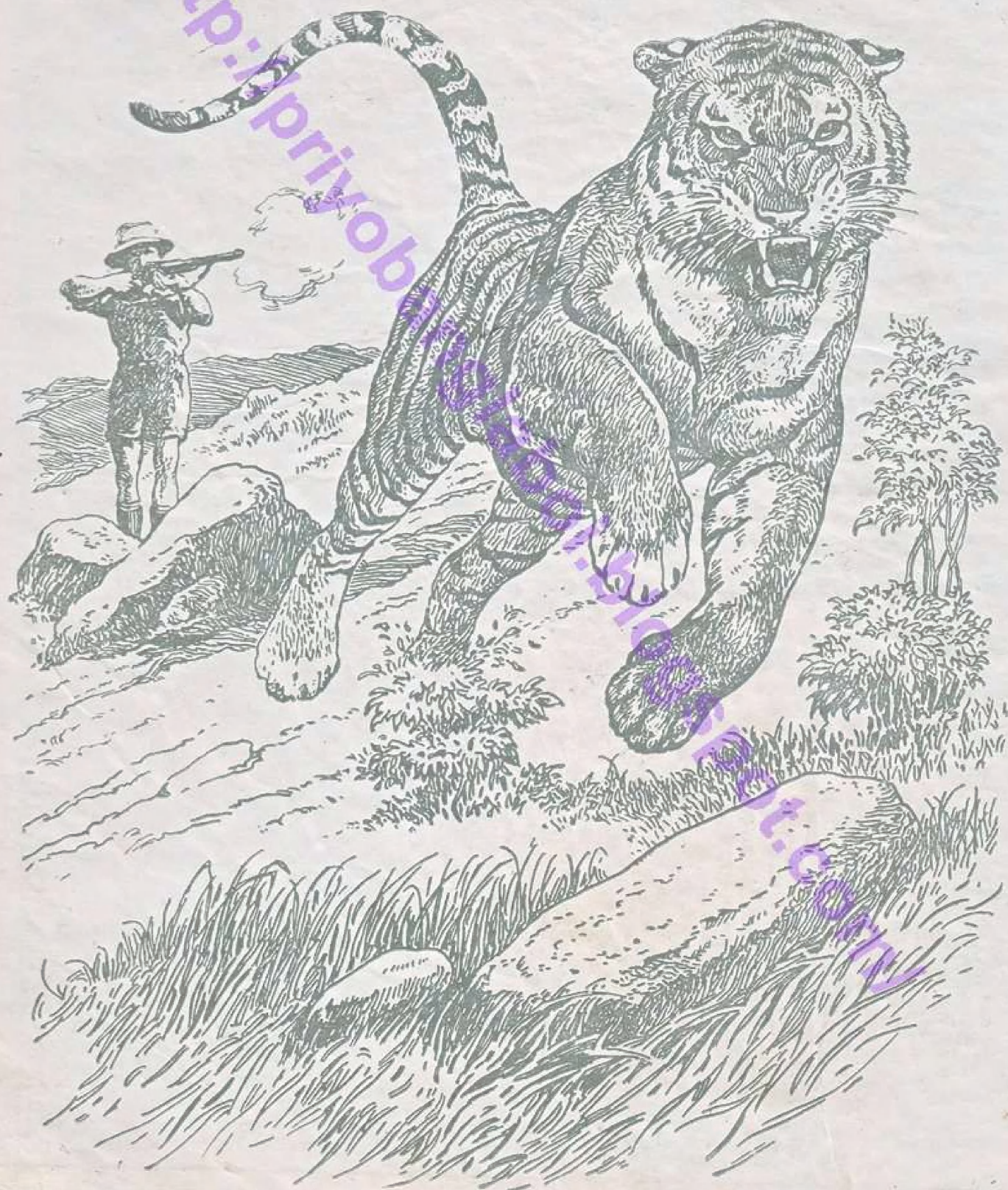
ভয়াবহ শিকার-কাহিনী

ময়ূখ চৌধুরী
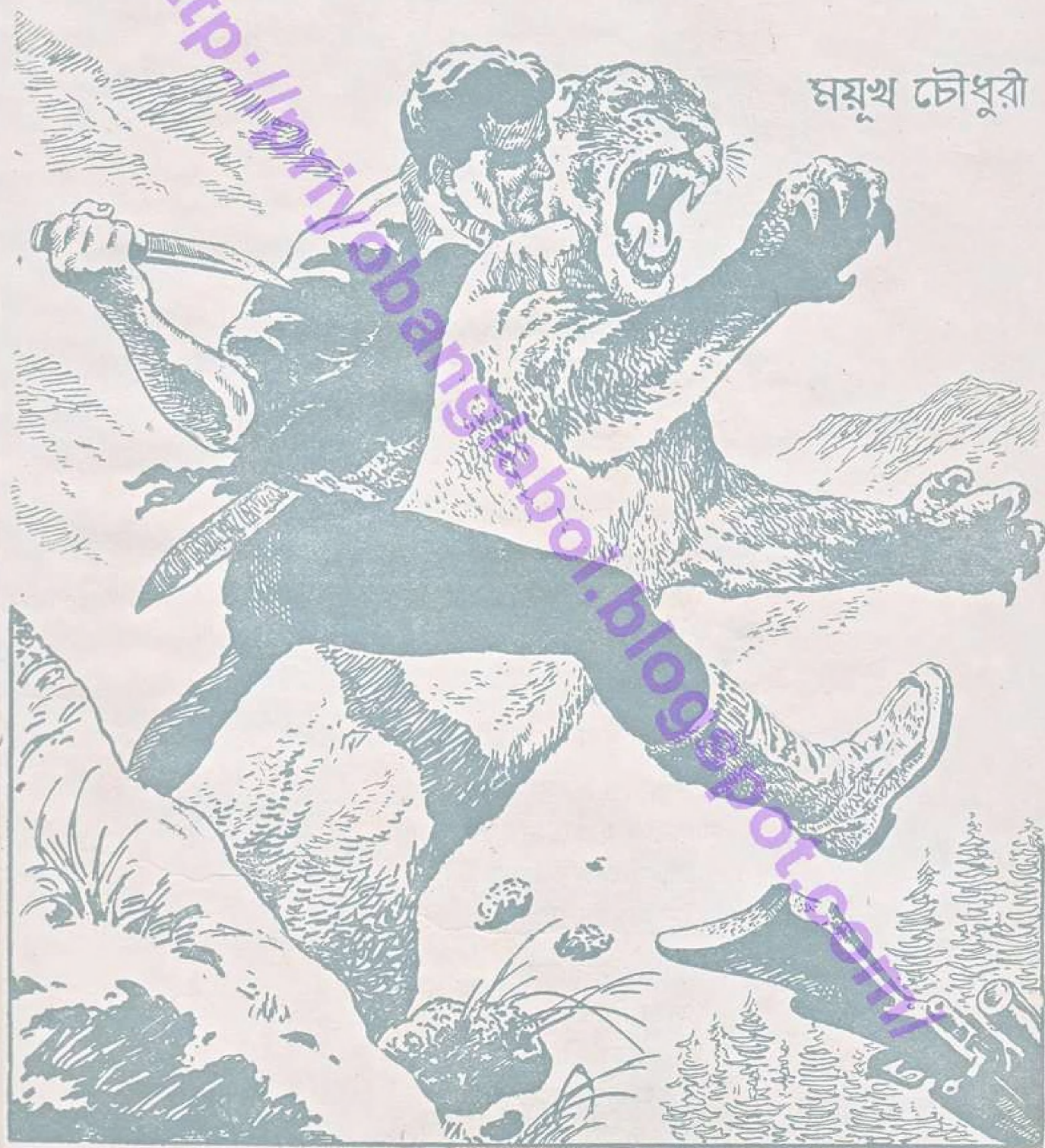
নির্মল বুক এজেন্সী

প্রকাশক
নির্মলকুমার সাহা
নির্মল বুক এজেন্সী
৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০০০৭

প্রচ্ছদ-শিল্পী ঃ বিমল দাস
ভেতরের ছবি ঃ প্রসাদ রায়

ব্লক ও প্রচ্ছদ-মুদ্রণ
ন্যাশনাল হাফটোন কোম্পানী
৬৭, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রাকর
সত্য প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৪৪, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৯

ছয় টাকা

সুকল্যাণ রায়

কর্নেল সেলনের অভিজ্ঞতা

বৃটিশশাসিত ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বিগত মহাযুদ্ধের সময়ে সংঘটিত এই ঘটনায় 'হিরো' বা নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন একজন বৃটিশ কর্নেল—এফ. সি. সেলন। 'ভিলেন' বা খলনায়ক হচ্ছে একটি চতুষ্পদ জীব, তার কথা ক্রমশঃ প্রকাশ্য…

কর্নেলের অধীন গুর্খাবাহিনীর আস্তানা পড়েছিল একটি ছোট পাহাড়ের উপর। পাহাড়ের নীচে পাঠানদের গ্রাম। গ্রামবাসীদের সঙ্গে গুর্খাদের বিশেষ সদ্ভাব না থাকলেও উল্লেখযোগ্য কোনও অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয় নি। কর্নেল এবং তাঁর সৈন্যদের দিন কাটছিল শান্তিপূর্ণভাবে।

সৈনিক-জীবনে যদি উত্তেজনার স্পর্শ না থাকে, তবে সেই নিরুদ্বেগ জীবনের শান্তি সৈনিকের কাছে নিতান্তই বিরক্তিকর। সবাই যখন একঘেয়ে জীবনের ক্লান্তিতে মুষড়ে পড়েছে, তখন ঐ অঞ্চলে হ'ল এক শ্বাপদের আবির্ভাব।

কর্নেল সাহেব সেদিন মধ্যাহ্নভোজনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, হঠাৎ তাঁর সামনে ছুটে এল খাস আর্দালি থাপা। উত্তেজিত থাপার মুখ থেকে মেজর শুনলেন নীচের গ্রাম থেকে একজন পাঠান বিশেষ সংবাদ বহন করে এনেছে।

সংবাদটি অতিশয় রোমাঞ্চকর—

গ্রামবাসীদের এলাকায় পদার্পণ করেছে একটি চিতাবাঘ!

যে-লোকটি এই সংবাদ নিয়ে এসেছে, সে কর্নেলের সঙ্গে দেখা করতে চায়। মনিবের অনুমতি পেলে থাপা তাকে কর্নেলের সামনে নিয়ে আসতে পারে।

কর্নেল সেলন অনুমতি দিলেন। থাপা সংবাদদাতাকে মনিবের সামনে উপস্থিত করল।

লোকটি স্থানীয় পাঠান; নাম ইব্রাহিম বুদ্দস। সে জানাল কর্নেল সাহেব যদি তার সঙ্গে যেতে রাজী থাকেন, তবে যেখানে চিতাবাঘটাকে দেখা গেছে সেই জায়গাটা সে সাহেবকে দেখিয়ে দিতে পারে।

কর্নেলের খাওয়া হ'ল না। খানা ফেলে তিনি ছুটলেন ইব্রাহিমের সঙ্গে। গ্রামের সীমানার বাইরে এক জায়গায় এসে ইব্রাহিম সত্যিই কয়েকটা পায়ের চিহ্ন দেখিয়ে দিল। কর্নেল সেলন কখনও বাঘ বা ঐ ধরনের কোনো জানোয়ার দেখেন নি এবং শিকারের বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল না

কিছুমাত্র। পায়ের ছাপ দেখে তিনি বুঝলেন ওগুলো চতুষ্পদ জীবের পদচিহ্ন বটে—কিন্তু পদচিহ্নের মালিক চিতাবাঘ কি অন্য কোনও জানোয়ার সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

কর্নেল তাঁর পাঠান সঙ্গীকে জন্তুটার বর্ণনা দিতে বললেন। পাঠান জানাল জন্তুটা একটা মস্ত 'চিতাবাঘ' এবং তার কমলা-হলুদ চামড়ার উপর কালো কালো ডোরার দাগ স্পষ্টই তার চোখে পড়েছে।

কর্নেলের ভ্রূ কুঞ্চিত হ'ল। ডোরাকাটা জন্তুটা তাহলে চিতাবাঘ নয়, বাঘ!

পশুজগৎ সম্পর্কে আমাদের কর্নেলের ধারণা নিতান্তই অস্পষ্ট, তবে তিনি শুনেছিলেন ফোঁটা-কাটা চিতার চাইতে ডোরাদার বাঘ অনেক বেশী ভয়ানক জানোয়ার।

যাই হোক, ইব্রাহিমকে তিনি জানিয়ে দিলেন যে, সেনাবাহিনীর কয়েকজন গুর্খা সৈন্যকে নিয়ে তিনি এখনই জন্তুটাকে অনুসরণ করে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করবেন।

কর্নেলের কথা শুনে ইব্রাহিম খুশী হয়ে গাঁয়ের দিকে ফিরে গেল। কর্নেল সাহেবও সেনানিবাস লক্ষ্য করে পদচালনা করলেন। তিনি খুব উৎফুল্ল হতে পারেন নি। উৎফুল্ল না হওয়ার কারণ ছিল—শিকার সম্বন্ধে তিনি ছিলেন নিতান্ত অনভিজ্ঞ, তাছাড়া তাঁর নিশানাও ছিল খুব খারাপ। এত খারাপ ছিল তাঁর হাতের টিপ যে, সহযোগী ইংরেজ অফিসাররা প্রায়ই তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতেন। কর্নেল কখনও বাঘ দেখেন নি, তবে লোকমুখে ঐ জীবটির আকৃতি-প্রকৃতি সম্পর্কে যা শুনেছিলেন তাতে তিনি বুঝেছিলেন জন্তুটার স্বভাব অতিশয় হিংস্র এবং তার দৈহিক শক্তি ও ক্ষিপ্রতার কোনও তুলনা নেই।

কর্নেল সাহেব বিলক্ষণ অস্বস্তি বোধ করছিলেন। কিন্তু পিছিয়ে যাওয়ার উপায় ছিল না। তাহলে গ্রামবাসীরা হাসবে। এগিয়ে গেলে অপঘাত মৃত্যুর সম্ভাবনা, পিছিয়ে গেলে অসম্মান। পাঠান মুলুকের বাঘ বৃটিশ কর্নেলকে মহা মুশকিলে ফেলে দিয়েছে।

কর্নেল সেলন পাঠানদের উপহাসের পাত্র হতে রাজী হলেন না। 'যাক প্রাণ, থাক মান'—কর্নেল স্থির করলেন যেমন করেই হোক, বাঘটাকে হত্যা করার চেষ্টা করতে হবে, তাতে যদি প্রাণ বিপন্ন হয় তাও স্বীকার। পাঠান মুলুকের এক হতভাগা বাঘ বৃটিশ-সিংহের ইজ্জত ঢিলে করে দেবে ইংরেজ হয়ে কিছুতেই তা তিনি সহ্য করবেন না···

সার্জেণ্ট ধর্মপাল এবং আরও দু'জন গুর্খা সৈন্যকে নিয়ে কর্নেল সাহেব পদচিহ্নগুলির কাছে এসে দাঁড়ালেন—শুরু হ'ল অনুসরণ-পর্ব। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই শক্ত পাথুরে মাটির উপর হারিয়ে গেল জানোয়ারের পায়ের ছাপ। কর্নেল এবং তাঁর সঙ্গীরা সকলেই সৈনিক—শিকারের বিষয়ে সকলেই সমান আনাড়ী, সমান অনভিজ্ঞ—পায়ের ছাপ ধরে জানোয়ারের সন্ধান করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। অগত্যা কর্নেল সাহেব গ্রামে এসে ইব্রাহিমের শরণাপন্ন হলেন।

ইব্রাহিম কুদ্দুস পাকা লোক; খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সে বাঘের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে ফেলল। একটা দীর্ঘ ও গভীর নালার ধারে এসে দাঁড়াল ইব্রাহিম। কর্নেল দেখলেন নালাটার পাশেই ঢালু জমির উপর দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা পরিত্যক্ত কুটির ও একটি নির্জন গোয়ালঘর। কুটিরগুলোর নীচে

প্রায় বিশ গজ ফাঁকা জায়গার পর থেকে খাদের ধারে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে ঘন ঘাসঝোপ আর পত্রহীন শুষ্ক বৃক্ষের সারি।

ঝোপগুলির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে পাঠান বলল, "জানোয়ার ঐখানে আছে।"

আক্রান্ত হলে বাঘ আক্রমণ করতে পারে সেকথা অনুমান করেছিলেন কর্নেল। স্থানীয় অধিবাসীর জীবনের দায়িত্ব নিতে রাজী হলেন না সেলন, তিনি দৃঢ়স্বরে পাঠানকে স্থান ত্যাগ করার আদেশ দিলেন। আদেশ পালিত হ'ল, অকুস্থল ত্যাগ করে অদৃশ্য হয়ে গেল পাঠান।

এইবার কর্নেল সেলন বাঘ শিকারের আয়োজন করতে লাগলেন। সার্জেণ্ট এবং কর্নেলের হাতে ছিল রাইফেল, অপর দু'জন সৈনিকের কোমরে ছিল ধারাল ভোজালি।

কর্নেলের নির্দেশ অনুসারে ভোজালীধারী দুই সৈনিক গোয়ালঘর ও কুটিরগুলোর বাঁদিক দিয়ে ঘুরে গেল। ডানদিকের পথ ধরে অগ্রসর হলেন কর্নেল স্বয়ং এবং সার্জেণ্ট ধর্মপাল। কর্নেলের পরিকল্পনা হ'ল পূর্ববর্তী সৈন্য দু'জন ঢালু জমির উপর অবস্থিত ঝোপগুলির ভিতর বাঁদিক থেকে পাথর ছুড়তে ছুঁড়তে চিৎকার করবে আর ডানদিক দিয়ে ঘুরে গিয়ে অপেক্ষা করবেন কর্নেল ও সার্জেণ্ট।

মনুষ্যকণ্ঠের চিৎকার এবং পাথরবৃষ্টিতে বিরক্ত হয়ে বাঘ বাঁদিকের রাস্তা ছেড়ে ডানদিকের পথ ধরে পলায়নের চেষ্টা করলেই কর্নেল ও সার্জেণ্টের সামনে এসে পড়বে সে—তৎক্ষণাৎ তাকে সগর্জনে অভ্যর্থনা জানাবে দু'দুটো রাইফেল! কর্নেলের পরিকল্পনাটি মন্দ নয়।

সার্জেণ্ট ও কর্নেল রাইফেল বাগিয়ে যথাস্থানে দণ্ডায়মান হলেন। আজ্ঞাবাহী দুই সৈনিক এগিয়ে গেল নির্দিষ্ট দিকে…

পাঠান মুলুকের বাঘের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে পারেন নি বৃটিশ কর্নেল। সৈন্য দুটির দ্বৈতকণ্ঠের কোলাহল শুরু হওয়ার আগেই জাগল শ্বাপদকণ্ঠের বজ্রনাদ!

সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আর্ত চিৎকার!

সামরিক শিক্ষা না পেলেও বাঘের রণবিদ্যায় বেশ দক্ষতা আছে—আক্রান্ত হওয়ার আগেই সে আক্রমণ চালিয়েছে!

কর্নেল তৎক্ষণাৎ শব্দ লক্ষ্য করে ছুটলেন। তাঁর পিছনে ছুটল সার্জেণ্ট ধর্মপাল…

কিছুক্ষণ পরেই অমর সিং নামে সৈন্যটিকে কর্নেল দেখতে পেলেন। অপর জনের পাত্তা নেই।

কিন্তু যে-লোকটির পাত্তা পাওয়া গেল, তার অবস্থা দেখে কর্নেল সাহেবের চক্ষুস্থির! অমর সিংএর মাথার পিছন থেকে ফালি ফালি মাংস ছিঁড়ে ঘাড়ের উপর ঝুলছে, পিঠ এবং ঘাড় বেয়ে ছুটছে রক্তের স্রোত!

কর্নেল ঘাবড়ে গেলেও সার্জেণ্ট ধর্মপাল উপস্থিত-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে নি। আহত অমর সিংএর ক্ষতস্থানে সে চটপট 'ব্যাণ্ডেজ' বেঁধে ফেলল।

অমর সিংএর সঙ্গী জং বাহাদুরকে উদ্দেশ করে কর্নেল উচ্চৈঃস্বরে হাঁক দিলেন। সাড়া পাওয়া গেল না।

কর্নেলের আদেশে আহত অমর সিংকে নিয়ে সার্জেণ্ট ধর্মপাল যাত্রা করল সেনানিবাসের দিকে। অমর সিং জখম হয়েছে ভীষণভাবে, কিন্তু এর মধ্যেই সে নিজেকে সামলে নিয়েছে…

কর্নেল আবার সম্মুখে অগ্রসর হলেন—বাঘকে খুঁজে বার করতে হবে, ঐ সঙ্গে জং বাহাদুর নামে নিখোঁজ সৈনিকটিরও অনুসন্ধান করা দরকার। কর্নেল সাহেব আগে বাঘ শিকারের গুরুত্ব দেন নি, এখন আহত অমর সিংকে দেখে বুঝেছেন ব্যাপারটা অতিশয় সাংঘাতিক, ছেলেখেলার বিষয় নয়…

আনাড়ী শিকারী কর্নেল সেলন কতক্ষণে বাঘের দেখা পেতেন, অথবা আদৌ তিনি বাঘকে খুজে পেতেন কি না বলা মুশকিল—কিন্তু বাঘ নিজেই কর্নেলের সঙ্গে দেখা করতে এল। ঝোপের ভিতর থেকে বাঘ ফাঁকা জায়গার উপর আত্মপ্রকাশ করল এবং সগর্জনে তেড়ে এল কর্নেলের দিকে!

একটা মস্ত পাথরের পিছনে সরে গেলেন কর্নেল। পাকা শিকারী হলে সেইখানেই গুলি চালিয়ে বাঘকে শুইয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু আগেই বলেছি মিলিটারির লোক হলেও কর্নেলের হাতের টিপ ছিল খুবই খারাপ। তবে রাইফেলের হাত কাঁচা হলেও সাহেবের পা দুটি পাকা কাজ করল—এত তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে তিনি সরে গেলেন যে, বাঘ লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল—সাহেবের মুখের সামনে দিয়ে অতিশয় বিপজ্জনকভাবে বোঁ করে ঘুরে গেল নখ-বসানো একটা প্রকাণ্ড থাবা!

বাঘ খুব তাড়াতাড়ি আক্রমণ করেছিল বটে, কিন্তু কর্নেল যে তার চেয়েও তাড়াতাড়ি সরে যাবেন একথা বাঘ ভাবতে পারে নি—তার আক্রমণ হ'ল ব্যর্থ।

বাঘ আবার পিছন ফিরে আক্রমণ করার চেষ্টা করল না, চটপট ঝোপের ভিতর ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কর্নেল সাহেব পলাতক বাঘকে অনুসরণ করার উদ্যোগ করেছেন, এমন সময় নেপথ্য থেকে ভেসে এল পরিচিত কণ্ঠস্বর—জং বাহাদুর!

গোয়ালঘরের পিছন থেকে অক্ষতদেহ জং বাহাদুর সাহেবের সামনে আত্মপ্রকাশ করল। কর্নেল তার মুখ থেকে সমস্ত ঘটনা শুনলেন।

ঘটনা হচ্ছে এই—

বাঘ যখন অমর সিংকে আক্রমণ করে তখন জং বাহাদুর একটু আড়ালে সরে যায়। আড়াল থেকে সে বাঘকে লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়তে থাকে। খুব সম্ভব সেইজন্যেই বাঘ অমর সিংএর দিকে বিশেষ নজর দিতে পারে নি। জং বাহাদুর যদি পাথর ছুঁড়ে বাঘকে বিব্রত না করত তাহলে হয়তো ব্যাঘ্রকবলিত অমর সিংকে জীবিত অবস্থায় ফিরে পাওয়া যেত না। সার্জেন্ট ও কর্নেল যখন অকুস্থলে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন সে তাঁদের দেখতে পেয়েছিল। সাহেবের ডাক শুনেও সে সাড়া দেয় নি—কারণ, বাঘ কাছেই ছিল, হয়তো তার কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়ে জন্তুটা তাকেই আক্রমণ করত।

কর্নেল বুঝলেন জং বাহাদুর বুদ্ধিমানের মতোই কাজ করেছে। অমর সিংএর দুর্দশা দেখে তিনি বুঝেছিলেন কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বাঘ একটি জোয়ান মানুষকে মারাত্মকভাবে জখম করতে পারে।

জং বাহাদুরের মুখে তার নিরুদ্দেশ হওয়ার কাহিনী শুনলেন কর্নেল, তারপর তাকে সেনানিবাসে ফিরে গিয়ে আহত সঙ্গীর পরিচর্যায় মন দিতে বললেন।

জং বাহাদুর প্রস্থান করতেই কর্নেল আবার বাঘের সন্ধানে যাত্রা করলেন। ঢালু জমি বেয়ে অতি সন্তর্পণে নীচে নামতে লাগলেন। যে ঝোপের ভিতর বাঘ একটু আগেই আত্মগোপন করেছিল, সেই ঝোপটার কাছে এসে দাঁড়ালেন কর্নেল সেলন···

হঠাৎ ঘাসঝোপ ভেদ করে বাঘ বেরিয়ে এল এবং নিকটবর্তী গোয়ালঘর লক্ষ্য করে ছুটল তীরবেগে। কর্নেল গুলি ছুঁড়লেন—পর পর দু'বার। গুলি বাঘের দেহে বিদ্ধ হ'ল বটে কিন্তু জন্তুটার গতি রুদ্ধ হ'ল না। মুহূর্তের মধ্যে মোড় ঘুরে গোয়ালঘরের পিছনে বাঘ অন্তর্ধান করল।

কর্নেল ভাবতে লাগলেন এখন কি করা যায়। বাঘ এখন গোয়ালঘর কিংবা নিকটবর্তী কুটিরগুলোর মধ্যে কোনো একটি স্থানে আত্মগোপন করেছে।

কর্নেল ঠিক করলেন গোয়ালঘর আর কুটিরগুলোর ভিতর পাথর ছুঁড়ে মারলে নিশ্চয়ই বাঘের আশ্রয়স্থল নির্ণয় করা যাবে। গায়ের উপর পাথর এসে পড়লে বাঘ কখনও চুপ করে থাকবে না, গর্জন করে তার উপস্থিতি জানিয়ে দেবে। বাঘ ঠিক কোথায় আছে জানতে পারলে পরবর্তী কর্তব্য স্থির করতে অসুবিধা হবে না।

কুটিরগুলো বহুদিনের পরিত্যক্ত, কোনোটার গায়েই দরজার অস্তিত্ব ছিল না। গোয়ালঘরের অবস্থাও তথৈবচ।

প্রথমেই কুটিরগুলোকে আক্রমণ করলেন কর্নেল। মুক্ত দ্বারপথে নিক্ষিপ্ত পাথরগুলো বৃষ্টির মতো ভিতরে আছড়ে পড়ল। এক এক করে সব কয়টি কুটিরের ভিতরই প্রস্তরবৃষ্টি করলেন কর্নেল—বাঘের সাড়াশব্দ নেই। কর্নেল তখন গোয়ালঘরের দিকে মনোনিবেশ করলেন। বড় বড় পাথরের টুকরো পড়তে লাগল গোয়ালঘরের মধ্যে, তবু বাঘের সাড়া নেই।
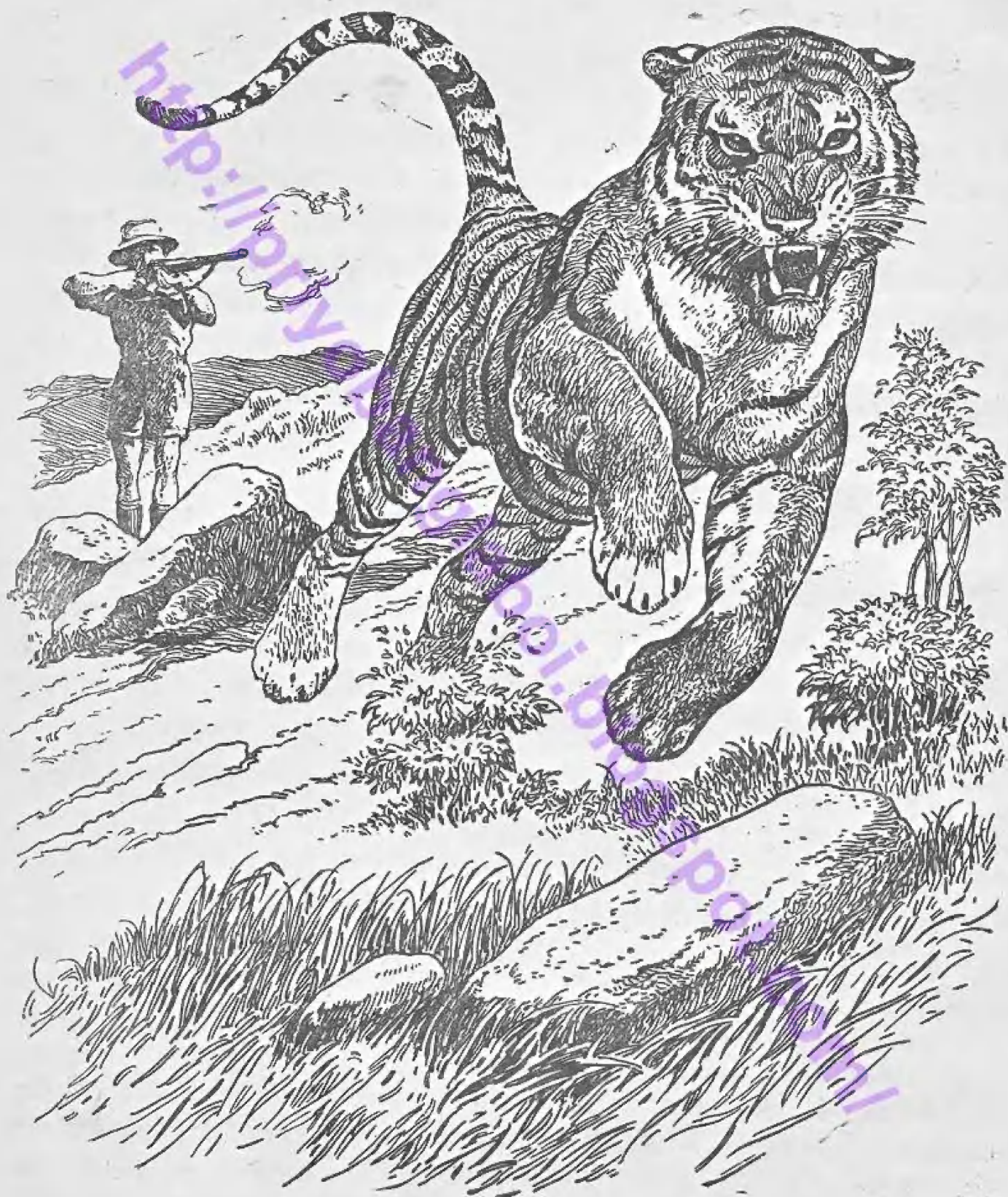
বাঘের আওয়াজ না পেলেও কর্নেল বুঝেছিলেন জন্তুটা ঐ গোয়ালঘর অথবা কুঁড়েগুলোর কোথাও আশ্রয় নিয়েছে। কর্নেল স্থির করলেন যতক্ষণ পর্যন্ত বাঘের সাড়া না পাওয়া যায়, ততক্ষণ তিনি পাথর ছুঁড়ে যাবেন। নীচু হয়ে তিনি কয়েকটা পাথর কুড়িয়ে নেওয়ার উপক্রম করলেন।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে সাহেবের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাঁকে সাবধান করে দিল, কর্নেলের সর্বাঙ্গ বেয়ে ছুটে গেল বিদ্যুৎপ্রবাহ—কী যেন ঘটছে!

সচমকে মুখ তুলে কর্নেল দেখলেন গোয়ালঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে বাঘ তাঁকে লক্ষ্য করে লাফ দিয়েছে। মুহূর্তের জন্য তাঁর চোখে পড়ল মাটির উপর দিয়ে শূন্যকে বিদীর্ণ করে তাঁর দিকে ছুটে আসছে একটা ডোরাকাটা চতুষ্পদ দানব!

নিশানা স্থির করার সময় ছিল না, পাথর ফেলে দিয়ে তিনি রাইফেল তুলে ট্রিগার টিপে দিলেন।

পরক্ষণেই বাঘের প্রকাণ্ড দেহ তাঁর শরীরে ধাক্কা মেরে ছিটকে পড়ল; নখরযুক্ত থাবার এক আঘাতে কর্নেলের কাঁধ থেকে জামার হাতাটা ছিঁড়ে গেল এক পলকের মধ্যে, বরাতগুণে বাঘের সাংঘাতিক নখগুলো কর্নেলের শরীর স্পর্শ করতে পারে নি—

বাঘের লাফ ফসকে গেছে!

কিন্তু তার ধাবমান দেহের ধাক্কা লেগে কর্নেল সেলন ঠিকরে ভূমিশয্যায় লম্বমান হয়ে পড়লেন।

তাড়াতাড়ি মাটি ছেড়ে উঠে কর্নেল বাঘের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। জন্তুটার সমস্ত শরীর একবার কেঁপে উঠল, জ্বলন্ত দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে সে কর্নেলের দিকে চাইল।

কর্নেল দেরি করলেন না, বাঘের মাথা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লেন। হলুদ আর কালোর নকশা আঁকা মস্ত বড় মাথাটা ধীরে ধীরে নেমে এল প্রসারিত দুই থাবার উপর—

আনাড়ী শিকারীর গুলি এইবার লক্ষ্যভেদ করেছে!

কর্নেল সেলন এগিয়ে এসে সামনে থেকে বাঘের মৃতদেহ পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। জন্তুটার পেট ভিতরদিকে ঢুকে গেছে। স্পষ্ট বোঝা যায় বেশ কিছুদিন তার খাদ্য জোটে নি। কর্নেল বুঝলেন প্রচণ্ড ক্ষুধার তাড়নায় জন্তুটা বন ছেড়ে লোকালয়ের দিকে এসেছিল খাদ্য সংগ্রহের জন্য···

অকস্মাৎ গ্রামের দিক থেকে ভেসে এল তীব্র কোলাহল। রাইফেলের শব্দ শুনে ছুটে আসছে গ্রামবাসী পাঠানের দল। এর মধ্যেই অগ্রবর্তী কয়েকজনের দৃষ্টিপথে ধরা দিয়েছে গুলিবিদ্ধ ব্যাঘ্রের রক্তাক্ত মৃতদেহ।

আর কি আশ্চর্য—

ঠিক সেই মুহূর্তে কর্নেল সাহেবের মনে পড়ল মধ্যাহ্নভোজনটা তাঁর সমাপ্ত হয় নি।

ব্যাঘ্রের আগমন-সংবাদ পেয়ে মুখের খাবার ফেলে রেখেই তাঁকে ছুটে আসতে হয়েছিল। কর্নেল তাড়াতাড়ি সেনানিবাসের দিকে পদচালনা করলেন—

তাঁর দারুণ খিদে পেয়েছে।

মৃত্যুর রং সোনার মতো

"ভগবানের দোহাই, জন," হার্মান আর্তনাদ করে উঠল, "ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও!"

হার্মানের কাঁধের উপর দিয়ে একবার দানবটার দিকে দৃষ্টিপাত করল জন, তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠল, "আর একটু ধৈর্য ধরো।"

জন তার বন্ধুকে নরখাদকের গ্রাস থেকে ছিনিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর, দুই হাতের শক্ত মুঠিতে হার্মানের দুই কবজি চেপে ধরে সে টানছে আর টানছে—তার কপাল, নাক আর চিবুক বেয়ে ঝরছে ঘর্মস্রোত, নিঃশ্বাস হয়ে উঠেছে দ্রুত, দুই পায়ের গোড়ালি চেপে বসে গেছে নদীর তীরে নরম কাদা-মাটির মধ্যে এবং বলিষ্ঠ হাত আর পিঠের উপর ফুলে উঠেছে কঠিন মাংসপেশী।

"আমি আর পারছি না, ছেড়ে দাও," হার্মান আবার আর্তনাদ করে উঠল। অসহ্য যন্ত্রণায় হার্মানের মনে হচ্ছিল তার শরীরটা এখনই যেন ছিঁড়ে দু'টুকরো হয়ে যাবে। কিন্তু জন যে তার বন্ধুর প্রাণ বাঁচাতে চেষ্টা করছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। শক্ত মুঠিতে হার্মানের কবজি চেপে ধরে সে চেঁচিয়ে উঠল, দানবটা কাবু হয়েছে, ও ধীরে ধীরে আমার টানে উপরের দিকে উঠে আসছে। ধৈর্য ধরো হেন।"

'হেন'নামটা হচ্ছে হার্মান বেয়ারের ডাকনাম। জন ভালভাবেই জানে ঐ নামে ডাকলে হার্মান অসন্তুষ্ট হয়। কিন্তু প্রবল উত্তেজনায় জন তখন সেকথা ভুলে গেছে। হার্মানের এখন নাম নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই, তার পা ধরে টানছে সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত!

উঃ! হার্মানের মনে হচ্ছে তার ডান পা বুঝি সন্ধিস্থল থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে। কেম্যানের প্রকাণ্ড দুই দাঁতালো চোয়াল কঠিন দংশনে চেপে বসেছে হার্মানের ডান পায়ের গোড়ালির উপর। জন্তটা কামড় ছাড়তে রাজী নয়—নদীর কর্দমাক্ত জলের তলায় অকুস্থলের খুব কাছেই যেখানে তার গোপন আস্তানা, সেই গর্তটার ভিতর সে নিয়ে যেতে চায় হার্মানকে—কারণ, এই নরদেহ তার লোভনীয় খাদ্যে পরিণত হবে।

"আমি যদি···যদি তোমাকে কোনোরকমে নদী থেকে দূরে নিয়ে যেতে পারি," জন হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "তাহলে রাইফেলটায় হাত দেওয়ার সময় পাব।"

হার্মানের অবস্থা তখন ভয়াবহ। তার দুই হাতের কবজি ধরে একদিকে টানছে জন আর অন্যদিকে তার ডান পা কামড়ে ধরে টানছে কেম্যান। বন্ধুকে নদীর ধারে জঙ্গলের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে জন এবং কেম্যান টানছে শিকারকে নদীর দিকে। কোনো পক্ষই পরাজয় স্বীকার করতে রাজী নয়, কিন্তু এই 'টাগ-অব-ওয়ার' বা টানাটানির ফলে হার্মান বেয়ারের প্রাণ ওষ্ঠাগত।

হঠাৎ দারুণ আতঙ্কে হার্মানের বুক কেঁপে উঠল। সে চিৎকার করে বলতে চেষ্টা করল, "জন! সাবধান!" হার্মানের চেষ্টাই সার, তার শুকনো গলা দিয়ে বেরিয়ে এল একটা অস্পষ্ট শব্দ। সেই শব্দের অর্থ বুঝতে পারল না জন। মুহূর্ত পরেই ঘটল বিভ্রাট। জনের ঠিক পিছনেই যে পাথরটা দেখতে পেয়ে হার্মান বন্ধুকে সতর্ক করে দেওয়ার চেষ্টা করছিল, সেই পাথরটার উপরেই সজোরে এসে পড়ল জনের পা। পা হড়কে গেল, ভারসাম্য হারিয়ে জনের দেহ ধরাশায়ী হওয়ার উপক্রম করল—তাড়াতাড়ি পতন থেকে নিজেকে বাঁচাতে বন্ধুর কবজি ছেড়ে মাটির উপর দুই হাত মেলে দিল জন। তৎক্ষণাৎ সজোরে আকর্ষণ করল কেম্যান। পিচ্ছিল কর্দমাক্ত ভূমিতে ঘষে গেল হার্মানের নাক আর চিবুক—টানাটানিতে জিতেছে নরখাদক দানব—এইবার সে টেনে নিয়ে যাচ্ছে হার্মানকে নদীগর্ভের মৃত্যুশয্যায়···

যে ঘটনার ফলে হার্মান আজ প্রাণ হারাতে বসেছে, সেই ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল আমেরিকার একটি শহরে বছর দুই আগে। নিউইয়র্কের কোনো ক্লাব-ঘরে সভ্যদের একটি সমাবেশে দক্ষিণ আমেরিকায় মাছ ধরার দৃশ্য নিয়ে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী হচ্ছিল। দুই রীলের রঙ্গীন ফিল্ম্। পর্দার বুকে সোনালী রংএর ডোরাডো মাছ দেখে দুই বন্ধু তো মুগ্ধ। তারা ঠিক করল যেমন করেই হোক, ঐ মাছ ছিপ দিয়ে ধরতে হবে। অতএব প্রথমে আকাশপথে এবং পরে জলপথে পাড়ি দিয়ে তারা উপস্থিত হ'ল বৃটিশ গায়নায় অবস্থিত হাউড পার্ক নামক স্থানে। ঐ এলাকার ভিতর দিকে বিভিন্ন নদীতে ঘুরে বেড়ায় ঝাঁকে ঝাঁকে সোনা-রং ডোরাডো মাছ।

হেমন্তের এক সন্ধ্যায় আমেরিকা শহরের কোনো এক ক্লাবে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে ফাঁদ পেতে অদৃশ্য মৃত্যু ডাক দিল দুই বন্ধুকে···

এসকুইবো নদীর বুকে মোটর-বোট ভাসিয়ে দুই বন্ধু চলল রক্‌স্টোন নামক স্থানে, তারপর সেখান থেকে যাত্রা করল আরও ভিতরের দিকে। ঝঞ্ঝাট শুরু হ'ল প্রথম থেকেই। অকুস্থলে যেদিন তারা উপস্থিত হ'ল, সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা নদীগর্ভে অদৃশ্য কোনো কঠিন বস্তুর গায়ে ধাক্কা মারল মোটর-বোটের প্রপেলার, সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে গেল একটি শেয়ারপিন।

"ব্যাপারটা কি?" জন ক্রুদ্ধকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, "কোনো পাথর-টাথর তো চোখে পড়ছে না! শেয়ারপিনটা ভাঙ্গল কি করে?"

নদীতীর থেকে মোটর-বোট তখন প্রায় পঞ্চাশ ফুট দূরে অবস্থান করছে। জল যদিও খুব স্বচ্ছ নয়, তবু কয়েক ফুট তলায় কোনো নিরেট বস্তু থাকলে সেটা বোটের আরোহীদের নজর এড়িয়ে

যেতে পারে না। দুই বন্ধু তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে পর্যবেক্ষণ করল, কিন্তু জলের মধ্যে কোনো পাথরের টুকরো তাদের চোখে পড়ল না।

শেয়ারপিন কেন ভাঙ্গল সেই রহস্যের সমাধান হ'ল না। প্রপেলারে নূতন শেয়ারপিন লাগিয়ে আবার তারা যাত্রা শুরু করল। সেইদিনই তারা পৌঁছে গেল রেড্-ইণ্ডিয়ানদের একটি গ্রামের কাছে। নদীর দুই ধারে এখন অরণ্যের রাজত্ব। বন হয়ে উঠেছে ক্রমশঃ দুর্গম ও গভীর।

অজানা জায়গায় গভীর জঙ্গলের মধ্যে তাঁবু খাঁটিয়ে রাত্রি যাপন করার ইচ্ছা তাদের ছিল না। লোকালয়ের কাছে স্থানীয় অধিবাসীদের হাতে-গড়া একটা ছোট কুঁড়েঘরে তারা এক রাতের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করল। অবশ্য নিশ্চিন্তমনে নিদ্রাসুখ ভোগ করা সম্ভব ছিল না; কারণ, নিকটবর্তী অরণ্য হচ্ছে অসংখ্য গিরগিটি, বৃশ্চিক, সর্প ও বিষাক্ত মাকড়সার বাসভূমি। তাদের মধ্যে কেউ যদি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে চায়, তবে দেয়ালগুলো অনধিকার প্রবেশকারীকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। অতএব জন ও হার্মান হাতের কাছে রেখে দিল গুলিভরা খোলা রিভলভার। সন্দেহজনক শব্দ পেলেই তারা ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে দেখছিল ঘরের মধ্যে কোনো অনাহূত অতিথির আবির্ভাব ঘটেছে কি না···

হঠাৎ জন নীরবতা ভঙ্গ করল, "প্রপেলারের পিন ভাঙ্গল কি করে বলতে পারো?"

হার্মান তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দিল, "জলের ভিতর দিয়ে হয়তো গাছের গুঁড়ি ভেসে যাচ্ছিল, তাতে ধাক্কা লেগেই প্রপেলার ভেঙ্গেছে। ওসব বাজে কথা ভুলে এবার একটু ঘুমানোর চেষ্টা করো।"

কিন্তু ঘুম আসে না কিছুতেই। দুই বন্ধু আবার গল্প করতে লাগল। তাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে সোনালী ডোরাডো মাছ।

জন বলল, "আমরা যে-জায়গাটায় এসে পড়েছি এই জায়গাটা থেকে দশ মাইলের মধ্যেই ডোরাডো মাছের আড্ডা। অন্ততঃ হাউড পার্কের মৎস্য-বিশেষজ্ঞরা তাই বলছে।"

হার্মান বলল, "আমার কাছে একটা ডোরাডো মাছের ফটো আছে। আমি এখানে গ্রামবাসী এক রেড্-ইণ্ডিয়ানকে ফটোটা দেখিয়েছি। লোকটি নদীর দূরবর্তী অংশের দিকে আঙ্গুল দেখাল। মনে হয় এখান থেকেই আমরা দু'একটা ডোরাডো মাছ দেখতে পাব। লোকটি যেদিকে আঙ্গুল দেখাল, সেইদিকের নদীর জলে নিশ্চয়ই ডোরাডোর ঝাঁক আছে।"

হঠাৎ ঘরের একটা কোণ থেকে ভেসে এল অস্পষ্ট শব্দ। চকিতে রিভলভার টেনে নিয়ে শব্দ লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল জন। হার্মান ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে দেখল জনের লক্ষ্য ব্যর্থ হয় নি—মৃত্যু-যাতনায় ছটফট করছে একটা মস্ত বড় বুনো ইঁদুর!···

দুই বন্ধু পালা করে রাত জেগে আর ঘুমিয়ে রাত কাটিয়ে দিল।

পরের দিন সকালে আবার তারা নদীর বুকে মোটর-বোট ভাসাল। তারা শুনেছিল একটু দূরে খরস্রোতা নদীর বাঁকে ডোরাডো মাছের আড্ডা আছে। নির্দিষ্ট স্থান লক্ষ্য করে ছুটল মোটর-বোট।

কিন্তু নিশ্চিন্তে নৌবিহার তাদের ভাগ্যে ছিল না। আবার বিঘ্ন ঘটল। কয়েক মাইল যেতে-না-যেতেই আবার সশব্দে ভেঙ্গে গেল প্রপেলারের শেয়ারপিন।

মোটর-বোট চালাচ্ছিল হার্মান আর মাছ শিকারের সরঞ্জাম সাজিয়ে রাখছিল জন। দুর্ঘটনার জন্য বন্ধুকে দায়ী করে জন ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠল, "তুমি কি চোখ বুজে বোট চালাও? আবার কিসের সঙ্গে ধাক্কা লাগল? শেয়ারপিন আর ক'টা আছে শুনি?"

হার্মান উত্তর দিল না। মোটর-বোটের গলুইএর উপর উবু হয়ে শুয়ে সে জলের ভিতরটা শ্যেনদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল···প্রথমে কয়েকটা বুদ্‌বুদ্ ভেসে উঠল, তারপর বুদ্‌বুদ্‌গুলো ফেটে গিয়ে নদীর জলে জাগল গাঢ় লাল রংএর আভাস—রক্ত?···

জলের উপরিভাগে আত্মপ্রকাশ করল একটা ধূসর গাছের গুঁড়ি। হ্যাঁ, গাছের গুঁড়ি বটে কিন্তু নিশ্চল নয়—দস্তুরমতো সচল!

সেই জীবন্ত ও চলন্ত বৃক্ষকাণ্ড প্রচণ্ডবেগে আলোড়ন তুলেছে নদীর বুকে—তপ্ত রক্তধারায় লাল হয়ে উঠেছে নদীর জল।

কেম্যান!

বৃটিশ গায়নায় জলরাজ্যের বিভীষিকা এই কেম্যান হচ্ছে কুম্ভীর-বংশের সবচেয়ে হিংস্র, সবচেয়ে ভয়ংকর জীব!

জীববিজ্ঞানীরা কুম্ভীর-বংশকে চার ভাগে ভাগ করেছেন—ঘড়িয়াল, ক্রোকোডাইল, অ্যালিগেটর এবং কেম্যান। ঘড়িয়াল মাছ খায়, পারতপক্ষে মানুষ বা বড় জানোয়ারকে আক্রমণ করে না। ক্রোকোডাইল ও অ্যালিগেটর মানুষখেকো জীব, বড় বড় জন্তুকেও আক্রমণ করতে ভয় পায় না। এশিয়া, আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন নদনদীতে স্থানীয় মানুষ ক্রোকোডাইল ও অ্যালিগেটরের উৎপাতে বিপন্ন হয়—কিন্তু কেম্যান নামক কুমিরের বাসস্থান দক্ষিণ আমেরিকার নদী আর জলাভূমিতেই সীমাবদ্ধ। জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই বলেন, শেষোক্ত কেম্যান হচ্ছে নক্রকুলে সবচেয়ে ভয়ংকর জীব।

আচ্ছা, কুমিরের বংশ-পরিচয়ের প্রসঙ্গ শেষ করে আবার আমরা কাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করছি। দুই বন্ধু স্তম্ভিত বিস্ময়ে কেম্যান-কুম্ভীরের মৃত্যু-যাতনা দেখতে লাগল। প্রপেলারের ঘূর্ণিত শেয়ারপিন কুমিরের মাথার পিছনে ঘাড়ের উপর আঘাত করেছে—কাঁটা বসানো বর্মের মতো কঠিন কাঁধের চামড়া ভেদ করে গলা পর্যন্ত কেটে বসেছে প্রপেলার, তারপরই প্রবল সংঘাতে ভেঙ্গে গেছে যন্ত্র।

দুই বন্ধুই বুঝল কুমিরটা বেশীক্ষণ বাঁচবে না। শেষ দৃশ্যের জন্য তারা অপেক্ষা করল না, কোনো রকমে প্রপেলারে নতুন শেয়ারপিন লাগিয়ে তারা অকুস্থল ত্যাগ করে সবেগে মোটর-বোট চালিয়ে দিল···

মোটর-বোট চলছে, চলছে আর চলছে। কেউ কথা কইছে না। অনেকক্ষণ পরে নীরবতা ভঙ্গ করল হার্মান, "ওহে জন, কেম্যান নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। আমরা যদি ওদের বিরক্ত

না করি তবে ওরাও আমাদের আক্রমণ করবে না। আমরা এসেছি ডোরাডো মাছের সন্ধানে। উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হ'লে আমরা ফিরব না।"

বন্ধুর কথার উত্তর না দিয়ে একটা হাত তুলে নিকটবর্তী নদীতটের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল জন। তার মুখের উপর ভেসে উঠল বিস্ময় ও আতঙ্কের চিহ্ন।

নির্দিষ্ট দিকে দৃষ্টিপাত করতেই চমকে উঠল হার্মান—নদীর ধারে যতদূর দেখা যায় কর্দমাক্ত ভূমির উপর পড়ে আছে অসংখ্য কেম্যান!

মোটর-বোট থামিয়ে হার্মান সরীসৃপগুলিকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল—

নদীতীরে জলের খুব কাছাকাছি যে কেম্যানগুলো শুয়ে আছে, সেগুলোর আয়তন অতি বৃহৎ। তাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট কুমিরগুলো পনরো ফুটের কম হবে না। ঐ দলটার থেকে একটু দূরেই পড়ে আছে আর-একটা দল। পরবর্তী দলের কুমিরগুলো আকারে কিছু ছোট—প্রায় দশ ফুট।

স্পষ্টই বোঝা গেল দেহের আয়তন অনুসারে দলটা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। খুব সম্ভব ছোটরা 'গুরুজনদের' সান্নিধ্য নিরাপদ মনে করে না।

জন ব্যস্ত হয়ে বলল, "বোট থামালে কেন? তাড়াতাড়ি চলো। যত শীঘ্র এখান থেকে সরে পড়া যায় ততই ভালো।"

হার্মানকে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করার দরকার ছিল না। সে মোটর-বোট চালিয়ে দিল। যন্ত্রের শব্দে আকৃষ্ট হ'ল কুমিরগুলো—দুই বন্ধু দেখল তীরবর্তী নক্রকুলের চোখে চোখে জ্বলে উঠেছে হিংস্র ক্ষুধার্ত দৃষ্টি!

একটা মস্তবড় কেম্যান হঠাৎ চার পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল, ভূমিপৃষ্ঠ থেকে তার দেহটা উঁচু হয়ে উঠল—তারপরই অবিশ্বাস্য দ্রুতবেগে সে ছুটে এল জলের দিকে এবং পরক্ষণেই তার বিপুল দেহ সশব্দে আছড়ে পড়ল নদীর বুকে। দুই বন্ধু সভয়ে দেখল তীরবেগে জল কেটে ছুটে আসছে কেম্যান —তার লক্ষ্যস্থল মোটর-বোট!

খুব সম্ভব তার উদ্দেশ্য খারাপ ছিল না, হয়তো কৌতূহল নিবৃত্ত করতেই সে এগিয়ে আসছিল মোটর-বোটের দিকে—কিন্তু দুই বন্ধু কুমিরের সদিচ্ছায় বিশ্বাস করতে পারল না, এত জোরে তারা মোটর-বোট ছুটিয়ে দিল যে, প্রাণপণে সাঁতার কেটেও কেম্যান তাদের নাগাল পেল না…

জন সিগারেট বার করল। তার হাত কাঁপছিল। সিগারেট মুখে তোলার আগেই সেটা হাত থেকে পড়ে গেল জলসিক্ত পাটাতনের উপর। অস্ফুটকণ্ঠে একটা শপথ-বাক্য উচ্চারণ করে সে আর একটা সিগারেট নিয়ে অগ্নি-সংযোগ করল। তারপর হার্মানের দিকে ফিরে জানতে চাইলো, "কোথায় আছে রাইফেল?"

হার্মান ক্যানভাসের আবরণ সরিয়ে রাইফেলের বাক্সটা দেখিয়ে দিল। বাক্স খুলে রাইফেল টেনে নিয়ে বুলেট ভরতে ভরতে জন কঠিনস্বরে বলল, "এইবার আসুক হতভাগ্য কেম্যান।"

বোট ছুটে চলল। আরও দু'বার দুর্ঘটনার কবল থেকে একটুর জন্য বেঁচে গেল দুই বন্ধু। জলের মধ্যে অর্ধ-নিমজ্জিত অবস্থায় শুয়ে ছিল কেম্যান। জন চিৎকার করে হার্মানকে সাবধান না করে দিলে মোটর-বোট নির্ঘাত সরীসৃপের দেহে ধাক্কা মারত। দ্বিতীয়বারও ঐ ঘটনার পুনরাবৃত্তি—সে-বারও জনের শ্যেনদৃষ্টি জলে-ডোবা কুমিরটাকে আবিষ্কার করে মোটর-বোটকে রক্ষা করল দুর্ঘটনার কবল থেকে···

শেষ পর্যন্ত বাঁকের মুখে এক জায়গায় নোঙর ফেলা হ'ল। বঁড়শিতে টোপ লাগিয়ে দুই বন্ধু নদীর জলে ছিপ ফেলল, দেখা যাক ডোরাডো মাছ টোপ খেতে রাজী হয় কি না···

পর পর দু'বার হার্মান খালি বঁড়শি টেনে তুলল। তৃতীয়বার ছিপ ফেলতেই হাতের সুতোয় টান পড়ল—একটা সোনালী রেখা বিদ্যুচ্চমকের মতো জল থেকে শূন্যে লাফিয়ে উঠে আবার নদীগর্ভে অন্তর্ধান করল—

গোল্ডেন ডোরাডো!

মাছটা তিন-তিনবার লাফিয়ে উঠল। পর পর তিনবারই তার দেহের সোনালী রং সূর্যালোকে বিদ্যুৎবৃষ্টি করল, উত্তেজিত জন বন্ধুর পাশে দাঁড়িয়ে উপদেশ আর উৎসাহ দিতে লাগল উচ্চৈঃস্বরে—

এতক্ষণে চেষ্টা সফল হয়েছে, সোনা-রং মাখা ডোরাডো মাছ এখনই এসে পড়বে তাদের মুঠোর মধ্যে!···

হঠাৎ হার্মান অনুভব করল ছিপের সুতো শিথিল হয়ে গেছে, মাছ বুঝি সুতো কেটে তাদের ফাঁকি দিল! তাড়াতাড়ি ছিপ ধরে টান মারল হার্মান। সঙ্গে সঙ্গে বঁড়শির দিকে তাকিয়ে দুই বন্ধুর চক্ষুস্থির!

মাছের দেহহীন মুণ্ডটা ঝুলছে বঁড়শির মুখে, গলার তলা থেকে শরীরের বাকি অংশটা কে যেন ধারাল অস্ত্রের সাহায্যে কেটে নিয়েছে!

বন্ধুর দিকে ফিরে শুষ্কস্বরে হার্মান প্রশ্ন করল, "আমি যা ভাবছি, তুমিও কি তাই ভাবছ?"

অবসন্নকণ্ঠে উত্তর এল, "দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি তোমার অনুমান সম্পূর্ণ নির্ভুল।"

জন বঁড়শি থেকে মাছের মুণ্ডটা খুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। নদীর জলে ডোরাডোর কাটা মাথাটা সশব্দে আছড়ে পড়ল। তৎক্ষণাৎ জল তোলপাড় করে আত্মপ্রকাশ করল একজোড়া দন্তসজ্জিত বীভৎস চোয়াল!

চোয়াল দু'টি মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হ'ল জলের নীচে; হার্মানের প্রথম শিকার সোনালী ডোরাডোর দেহহীন মুণ্ডটা জলে পড়তে-না-পড়তেই চোয়াল দু'টির ফাঁকে অন্তর্ধান করল—

বীভৎস দৃশ্য!

মাছ ধরার উৎসাহ আর রইল না, হার্মান নোঙর তুলে বোট চালিয়ে দিল···

আচম্বিতে এক প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে বোট লাফিয়ে উঠল। মোটর-বোটের সামনের দিকটা সবেগে উঠে গেল শূন্যে। বোটের ঘূর্ণিত প্রপেলার জল ছেড়ে শূন্যে উঠেও কর্তব্য করতে ভুলল না—প্রপেলারের পাখা বাতাস কেটে ঘুরতে লাগল কর্কশ শব্দে। মোটর-বোটের দুই আরোহী আছড়ে পড়ল পাটাতনের উপর।
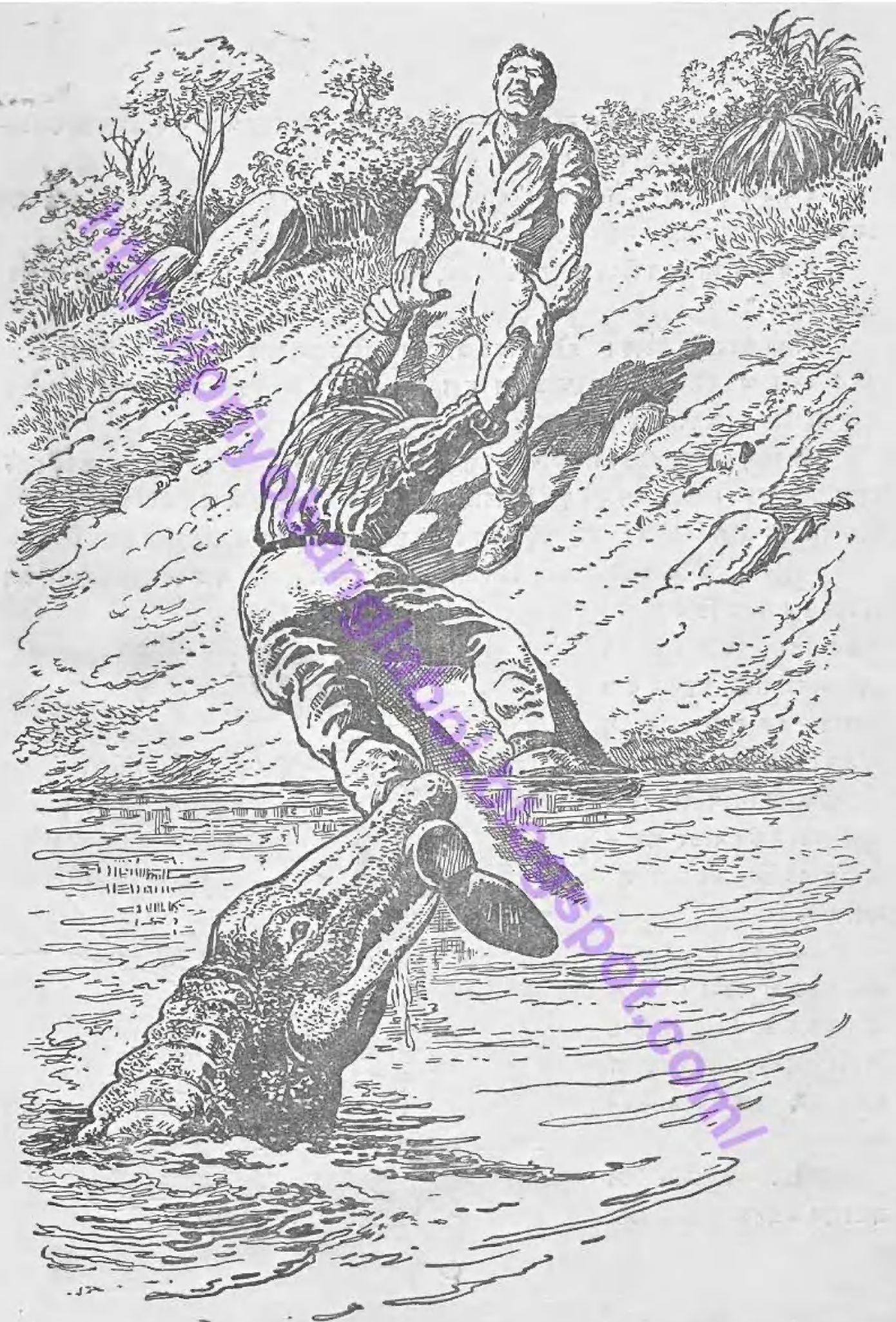
ব্যাপারটা বুঝতে দেরি হ'ল না তাদের—কোনো একটি কেম্যানের গায়ে ধাক্কা মেরেছে মোটর-বোট এবং তার ফলেই এই বিপর্যয়।

হার্মান তাড়াতাড়ি বোটের 'মোটর' থামিয়ে দিল। প্রপেলারের আর্তনাদ বন্ধ হ'ল, শান্তভাবে মোটর-বোট ভাসতে লাগল নদীর জলে।

সঙ্গে সঙ্গে আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠল জন, "আরে, আরে, করছ কি! ভগবানের দোহাই, বোট চালাও।"

বোটে তখন জল উঠছে। এই ভয়ংকর জায়গায় বোট ডুবলে আর রক্ষা নেই। সাঁতার কেটে তীরে ওঠার আগেই কেম্যানের আক্রমণে মৃত্যু অবধারিত। নিকটবর্তী নদীতট লক্ষ্য করে বোট চালাল হার্মান। অসখ্য ছিদ্রপথে তখন হু হু করে জল উঠছে বোটের মধ্যে···

তীরের খুব কাছে এসে হঠাৎ কাদার মধ্যে আটকে গেল মোটর-বোট। দুই বন্ধু তাড়াতাড়ি বোট ছেড়ে নেমে পড়ল। প্রায় দশ ফুট দূরেই রয়েছে কঠিন মৃত্তিকার নিশ্চিন্ত আশ্রয়, এইটুকু ব্যবধান পার হতে পারলেই তারা নিরাপদ। হাঁটু পর্যন্ত জল ভেঙ্গে দুই বন্ধু অগ্রসর হ'ল তীরভূমির দিকে।

আচম্বিতে হার্মানের পিছনে জেগে উঠল প্রচণ্ড আলোড়ন-ধ্বনি, সঙ্গে সঙ্গে ফোয়ারার মতো জল ছিটকে তার সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে দিল। হার্মান পিছন ফিরে চাইল না, সে তখন ব্যাপারটা অনুমান করে নিয়েছে—এক লাফ মেরে সে এগিয়ে গেল সামনে।

পরক্ষণেই পিছন থেকে ভেসে এল একটা কর্কশ ধাতব শব্দ—প্রকাণ্ড এক সিন্দুকের ডালা যেন সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল।

হার্মান বুঝল পিছন থেকে এক হতভাগা কেম্যান তাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিল কিন্তু শিকার ধরতে না পেরে দন্তভয়াল দুই চোয়াল পরস্পরকে আলিঙ্গন করছে সশব্দে।

অগভীর জল ঠেলে সে দ্রুতবেগে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা

করল। হাঁটু পর্যন্ত জল ঠেলে পিছল কাদামাখা মাটির উপর তাড়াতাড়ি পা ফেলে চলতে গেলেই পা পিছলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে—অতএব, অনিবার্য ঘটনাই ঘটল, কর্দমাক্ত পিচ্ছিল ভূমিতে পা ফসকে আছড়ে পড়ল হার্মান।

পিছনে এগিয়ে আসছে ক্ষুধার্ত কেম্যান নিশ্চিত মৃত্যুর মতো—উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টায় সময় নষ্ট করল না হার্মান, অগভীর জলে হামাগুড়ি দিয়ে সে দ্রুতবেগে এগিয়ে গেল এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই উঠে পড়ল ডাঙ্গার উপর। এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে পিছন ফিরে চাইল—আর সেইটাই হ'ল তার মারাত্মক ভুল।

পিছন ফিরে তাকাতে গিয়ে এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়েছিল হার্মান, শুধু একটি মুহূর্তের জন্য রুদ্ধ হয়েছিল তার গতি, সেই মূল্যবান মুহূর্তটির সদ্ব্যবহার করল সরীসৃপ—

জলের উপর প্রচণ্ডবেগে আছড়ে পড়ল কেম্যানের কণ্টকসজ্জিত লাঙ্গুল, বলিষ্ঠ ল্যাজের উপর ভর দিয়ে সে এক প্রচণ্ড লম্ফ ত্যাগ করল এবং রূপকথার ড্রাগনের মতো সেই অতিকায় সরীসৃপের বিপুল দেহ শূন্যকে বিদীর্ণ করে ছুটে এল শিকারের দিকে—পরক্ষণেই একজোড়া দাঁতালো চোয়ালের ভয়াবহ আলিঙ্গনে বন্দী হ'ল হার্মানের একটি পা। দারুণ আতঙ্কে আর যন্ত্রণায় হার্মানের কণ্ঠ ভেদ করে বেরিয়ে এল কাতর আর্তনাদ।

জন আগেই ডাঙ্গার উপর উঠে পড়েছিল। সঙ্গীর মৃত্যুকাতর আর্তস্বর কানে আসতেই সে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল কেম্যান তার বন্ধুর ডান পা কামড়ে ধরে গভীর জলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। এক লাফে এগিয়ে এসে হার্মানের দুই হাতের কবজি চেপে ধরল জন—শুরু হ'ল যমে-মানুষে টানাটানি।···

হার্মান প্রথমে বিশেষ যন্ত্রণা অনুভব করেনি, দারুণ আতঙ্কে তার দেহের অনুভূতি সাময়িকভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একটু পরেই সে ভীষণ যাতনা বোধ করতে লাগল। পায়ের উপর কেম্যানের কামড়টা কষ্টকর হলেও অসহ্য নয়, কিন্তু জনের বজ্রমুষ্টির বন্ধনে তার দুই হাত যেন দেহের সংযোগ ছেড়ে ছিঁড়ে পড়তে চাইছে—

অসহ্য যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল হার্মান, "জন! জন! ছেড়ে দাও! আমি আর সহ্য করতে পারছি না।"

হঠাৎ একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে মাটিতে ছিটকে পড়ল জন। সঙ্গীর হাতের উপর থেকে খুলে গেল তার আঙ্গুলের বাঁধন। হার্মান বুঝল আর রক্ষা নেই—নক্রদানব এইবার তার দেহটাকে টেনে নিয়ে যাবে নদীগর্ভে।

সেই সঙ্গীন মুহূর্তে তার কানে ভেসে এল মনুষ্যকণ্ঠের তীব্রস্বর। কথাগুলোর অর্থ সে বুঝতে পারল না, কারণ কণ্ঠস্বরের মালিক যে-ভাষায় কথা কইছে সেই ভাষা তার পরিচিত নয়। কেম্যান এতক্ষণ জলসিক্ত কর্দমাক্ত মাটির উপর দিয়ে শিকারকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ হার্মান অনুভব করল তার গতি রুদ্ধ হয়েছে—

কেম্যান আর তাকে আকর্ষণ করছে না, পায়ের উপর শিথিল হয়ে এসেছে নরখাদকের বজ্রকঠিন দংশন।

দানবের ভাবান্তরের কারণ অনুসন্ধান করার জন্য মুখ তুলতেই হার্মানের চোখের উপর ভেসে উঠল এক বিস্ময়কর দৃশ্য—কেম্যানের পিঠের উপর বসে আছে একটি মানুষ। মানুষটির গায়ের রং গাঢ় তামাটে, প্রায় কালো বললেই চলে।

পরক্ষণেই কুমির হার্মানের দেহটাকে সজোরে শূন্যে নিক্ষেপ করল।

শক্ত মাটির উপর আছড়ে পড়ল হার্মান, কঠিন মৃত্তিকার সংঘাতে এক মুহূর্তের জন্য সে অনুভব করল তার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে তীব্র যন্ত্রণার ঢেউ— তারপরই লুপ্ত হয়ে গেল তার চৈতন্য…

চোখ মেলে হার্মান দেখল একটা নৌকার পাটাতনে সে শুয়ে আছে এবং দাঁড় বেয়ে নৌকাটিকে চালনা করছে দু'জন রেড-ইণ্ডিয়ান। জন কাছেই ছিল, বন্ধুর জ্ঞান হয়েছে দেখে সে সামনে এগিয়ে এল। জনের মুখ থেকে সমস্ত ঘটনা শুনল হার্মান :

এই অঞ্চলের রেড-ইণ্ডিয়ানরা কুমিরের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই করতে অভ্যস্ত। এটা তাদের কাছে এক ধরনের খেলা। কেম্যান যখন হার্মানকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময়েই অকুস্থলে আবির্ভূত হয় দু'জন রেড-ইণ্ডিয়ান শিকারী। হার্মানের অবস্থা দেখে তারা চিৎকার করে ওঠে (অজ্ঞান হওয়ার আগে তাদেরই কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিল হার্মান); তারপর মিলিতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে কেম্যানের উপর। আক্রান্ত কেম্যান মুখের শিকার ছুড়ে ফেলে নবাগত শত্রুদের আক্রমণ করার চেষ্টা করে। প্রায় পনেরো ফুট দূরে ছিটকে পড়ে হার্মান জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। এর মধ্যে বর্শার খোঁচা খেয়ে মৃত্যুবরণ করেছিল কেম্যান।

এই অঞ্চলের রেড-ইণ্ডিয়ানরা জলবাসী ঐ দানবকে ভয় পায় না—জলের মধ্যে কেবল বর্শা ও ছোরার সাহায্যে তারা কুমির শিকার করে। এমন আশ্চর্য কৌশলের সঙ্গে তারা কেম্যানের পিঠের উপর উঠে বসে যে, নরখাদকের দাঁতালো চোয়াল এবং লোহার চাবুকের মতো কাঁটা-বসানো মারাত্মক লাঙ্গুল তাদের শরীর স্পর্শ করতে পারে না—কিন্তু পৃষ্ঠদেশে উপবিষ্ট শিকারীর তীক্ষ্ণ অস্ত্র বারংবার বিদ্ধ হয় কুমিরের দেহে, অবশেষে রক্তপাতের ফলে অবসন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করে কেম্যান-কুম্ভীর।

অদ্ভুত সাহস! আশ্চর্য বীরত্ব!…না, ওরকম সাহস বা বীরত্বের পরিচয় দিতে পারবে না হার্মান আর জন। বৃটিশ গায়নার নদীতে আর কখনও তারা মাছ ধরতে যায় নি। জলে নেমে জলের রাজা কুমিরের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করার শখ তাদের নেই।

জ্বলন্ত সিগারেট মুখ থেকে নামিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বাড কটার বলল, "জায়গাটা তোমার কেমন লাগছে, অ্যাণ্ডি ?"

"খুব খারাপ। শুকনো মাটি কোথাও নেই, চারদিকে খালি জল আর কাদা।"—সজোরে নিজের গালে এক চড় বসিয়ে অ্যাণ্ডি কুপার বলল, "কিন্তু সবচেয়ে যাচ্ছেতাই হচ্ছে এই মশার অত্যাচার। উঃ! কী মশা! পাগল করে দিচ্ছে!"

কথাটা সত্যি। ঝাঁকে ঝাঁকে মশা উড়ছে বোঁ বোঁ শব্দে রণসঙ্গীত গাইতে গাইতে। তারা আগন্তুকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। শার্টের হাতা কবজি পর্যন্ত ঢাকা, তলায় প্যান্ট আর হাঁটু পর্যন্ত বুট জুতোর কল্যাণে মশার দল মুখ ছাড়া অন্যত্র হুল ফোটাতে পারছে না। তাদের মিলিত আক্রমণে অ্যাণ্ডির কপাল আর মুখের অবস্থা শোচনীয়। বাডের মুখও অক্ষত নয়। কিন্তু সে নির্বিকার।

তিক্তস্বরে অ্যাণ্ডি বলল, "মশার অত্যাচার যে অসহ্য হয়ে উঠেছে।"

গম্ভীরভাবে বাড বন্ধুকে উপদেশ দিল, "আমাদের ট্রাকের ভিতর মশার প্রতিষেধক তেল আছে। লাগিয়ে নাও। মশার কবল থেকে নিষ্কৃতি পাবে।"

—"তুমি লাগিয়েছ ?"

—"না। এসব ব্যাপার আমার সয়ে গেছে। আমরা তো এখানে বনভোজন করতে আসি নি। একটু-আধটু কষ্ট সহ্য করতেই হবে। যে-কাজে এসেছি তাতে"—

ঠাস্‌স্! ঝপ্! ঝপাস্! ঠাস্!

আচম্বিতে নিকটবর্তী জলাভূমির বুকে জাগল প্রচণ্ড আলোড়নের শব্দ, থেমে গেল বাডের বাক্যস্রোত।

অ্যাণ্ডি সচমকে প্রশ্ন করল, "ওটা কিসের শব্দ হে বাড ?"

"কেম্যান," বাড হেসে বলল, "জলার বুকে কেম্যান-কুমির ল্যাজ আছড়াচ্ছে।"

"চমৎকার," অ্যাণ্ডি মুখ কুঁচকে বলল, "এই কাদামাখা জলের মধ্যে আবার কুমিরও আছে!"

"কুমিরগুলো মানুষ খেতে ভারি ভালবাসে," বাড হেসে বলল, "তাছাড়া শুধু কুমির নয়, এখানকার জলজ ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য বিষাক্ত মোকাসিন সাপ। একবার যদি ছোবল মারে তাহলে স্বয়ং যিশুখৃষ্টও তোমাকে বাঁচাতে পারবেন না।"

"বাঃ! ভারি সুন্দর জায়গা তো!" অ্যাণ্ডির কণ্ঠস্বরে তিক্ততার আভাস, "একেবারে যমের দক্ষিণ দুয়ার।"

"তা বটে," বাড বলল, "এই সিনেগা গ্র্যাণ্ডির জলাভূমিকে অনায়াসেই যমের দক্ষিণ দুয়ার আখ্যা দেওয়া যায়। তবে সাপ আর কুমিরের চাইতেও ভয়ানক জীব বাস করে এই জলাভূমিতে আর তার সন্ধানেই আমরা এখানে এসেছি। কথাটা মনে রেখো।"

—"সাপ আর কুমিরের চাইতেও ভয়ানক জীব ?···আমরা তো এখানে এসেছি জাগুয়ার শিকার করতে। বাড, তুমি বলতে চাও জাগুয়ার নামে জীবটি বিষাক্ত সাপ আর মানুষখেকো কেম্যানের চাইতেও ভয়ানক ?"

—"নিশ্চয়ই। মোকাসিন সাপ হাঁটুর উপরে নাগাল পায় না। তুমি যে বুট জুতো পরেছ, তাতে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা আছে। বুটের শক্ত চামড়া ভেদ করে শরীরের চামড়ায় কামড় বসানো সাপের পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব বুট পরলেই তুমি সাপের আক্রমণ থেকে নিরাপদ। কুমিরগুলো সাংঘাতিক বটে,
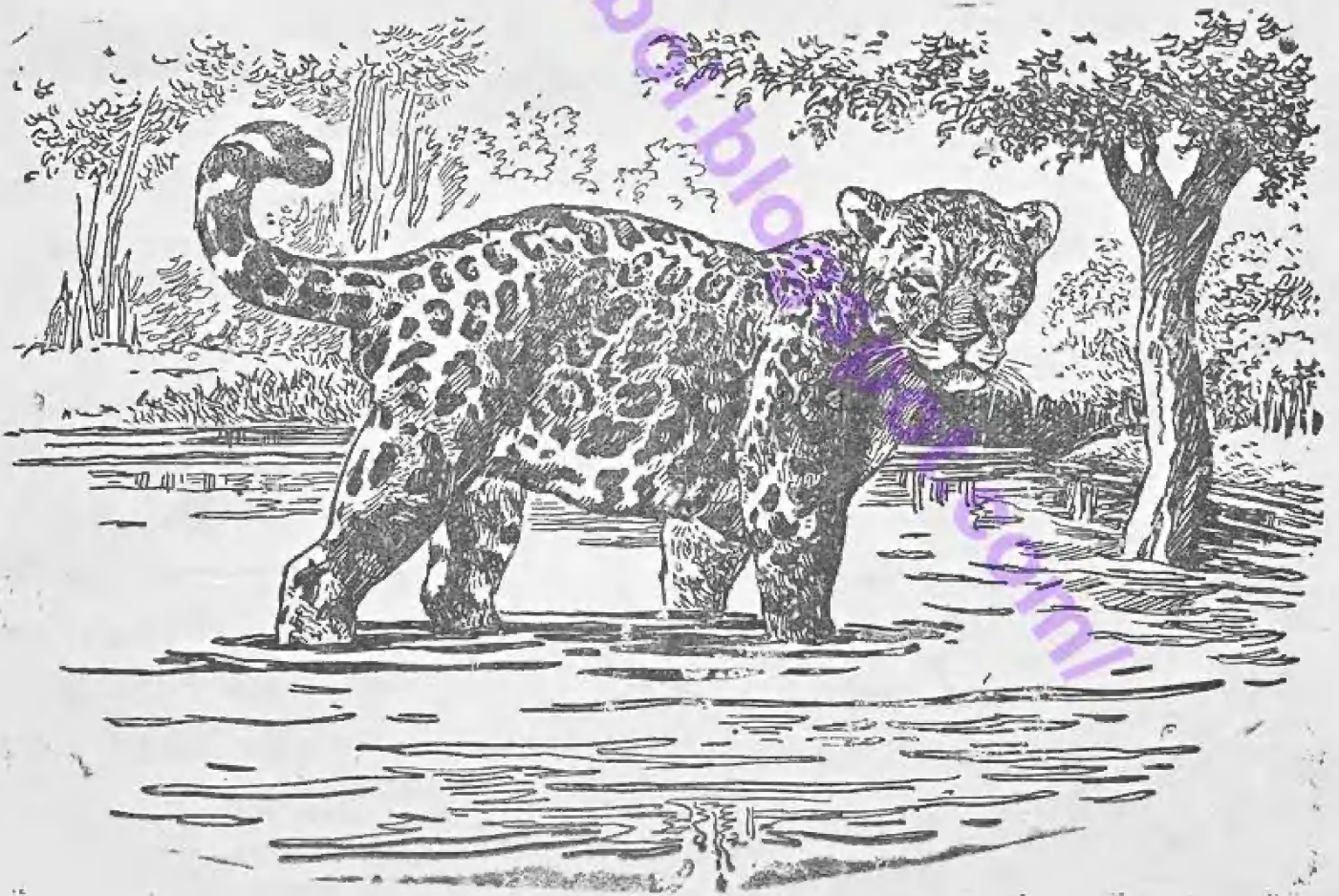
কিন্তু হাতে গুলিভরা রাইফেল থাকলে আর চারদিকে নজর রেখে চললে কুমিরকে ভয় করার কারণ নেই। কিন্তু জাগুয়ার ভয়ানক জানোয়ার। এত দ্রুতবেগে সে আক্রমণ করে যে, তাক্ করে ঠিক জায়গায় গুলি লাগানো শিকারীর পক্ষে দস্তুরমতো কঠিন। আর তেড়ে-আসা জাগুয়ারকে যদি মোক্ষম জায়গায় গুলি মেরে শুইয়ে না নিতে পারো, তাহলে তোমার মৃত্যু অনিবার্য।"

এইখানে গল্প থামিয়ে জাগুয়ার নামক জন্তুটির একটু পরিচয় দিচ্ছি। মেক্সিকোর অধিবাসীরা এই জানোয়ারটিকে বলে EL TIGRE. কথাটার বাংলা অর্থ হচ্ছে 'বাঘ'।

গাঢ় কমলা-হলুদ চামড়ার উপর গোল-গোল কালো বুটি আঁকা এই জানোয়ারটির সঙ্গে বাঘের চাইতে লেপার্ড বা প্যান্থারের সাদৃশ্যই বেশী। বাঘ এবং লেপার্ডের মতোই জাগুয়ারও বিড়াল-বংশের জীব।

বিড়াল-জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে কয়েকটি জানোয়ার জল পছন্দ করে না। তবে জাগুয়ার সম্পর্কে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। ঐ প্রকাণ্ড মার্জার ঠিক অলিম্পিকের সাঁতারুর মতোই সাঁতারে দক্ষ। গাছে উঠতেও সে সমান পটু। ডাঙ্গার উপর সে চলাফেরা করতে পারে বিদ্যুৎবেগে।

ছোট-বড় গাছে ঢাকা কর্দমাক্ত জলাভূমির বুকে এমন জানোয়ারকে অনুসরণ করা খুবই কঠিন। তাই শিকারীরা জাগুয়ার শিকারের জন্য শিক্ষিত কুকুরের সাহায্য নিয়ে থাকে। কুকুরগুলো গন্ধ শুঁকে পলাতক জাগুয়ারকে খুঁজে বার করে। সেই সময় জাগুয়ার জমির উপর থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তারপর সকলের অগোচরে জল থেকে এক জায়গায় ডাঙ্গায় উঠে আবার ছুটে পালায়। জলের মধ্যে জাগুয়ারের গায়ের গন্ধ হারিয়ে যায়, তাই অধিকাংশ সময়েই কুকুরের দল বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তবে সব সময় এই কায়দা কাজে লাগে না। অভিজ্ঞ কুকুর জলে সাঁতরে অপর পারে গিয়ে ডাঙ্গার উপর পলাতক শিকারের গন্ধ খুঁজে বার করে, তারপর আবার নূতন করে শুরু হয় অনুসন্ধানের পালা।

পালানোর পথ না থাকলে অথবা ক্লান্ত হয়ে পড়লে অনেক সময় জাগুয়ার গাছের উপর আশ্রয় গ্রহণ করে। বৃক্ষশাখা অবলম্বন করলে জাগুয়ারের বাঁচার আশা থাকে না—গাছের তলায় দণ্ডায়মান কুকুরদের চিৎকার শুনে যথাস্থানে উপস্থিত হয় বন্দুকধারী শিকারী এবং খুব সহজেই তলা থেকে গুলি চালিয়ে হত্যা করে জাগুয়ারকে।

কিন্তু সব সময়ে এমন সহজভাবে ব্যাপারটা চুকে যায় না। তাড়া-খাওয়া জাগুয়ার ঘুরে দাঁড়িয়ে অনুসরণকারী কুকুরদের উপর দাঁত আর নখের ধার পরীক্ষা করতে থাকে। শিকারী অকুস্থলে উপস্থিত হওয়ার আগেই একাধিক শত্রুকে হতাহত করে সে চম্পট দেয়। যথাস্থানে এসে শিকারী দেখতে পায় রক্তাক্ত দেহ নিয়ে শূন্য রঙ্গমঞ্চে পড়ে আছে হত ও আহত অভিনেতার দল—নাটকের নায়ক অদৃশ্য।

শুধু কুকুর নয়—মাঝে মাঝে কুকুর-বাহিনীর মালিকের প্রাণ নিয়েও টানাটানি পড়ে যায়। ক্ষিপ্ত জাগুয়ার কুকুরদের ব্যূহ ভেদ করে শিকারীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং শিকারীর গুলি খেয়েও দন্ত ও নখের ভীষণ আলিঙ্গনে শত্রুকে জড়িয়ে ধরে মরণ-কামড় বসায়—একই সঙ্গে মাটির উপর লুটিয়ে পড়ে শিকার ও শিকারীর মৃতদেহ।
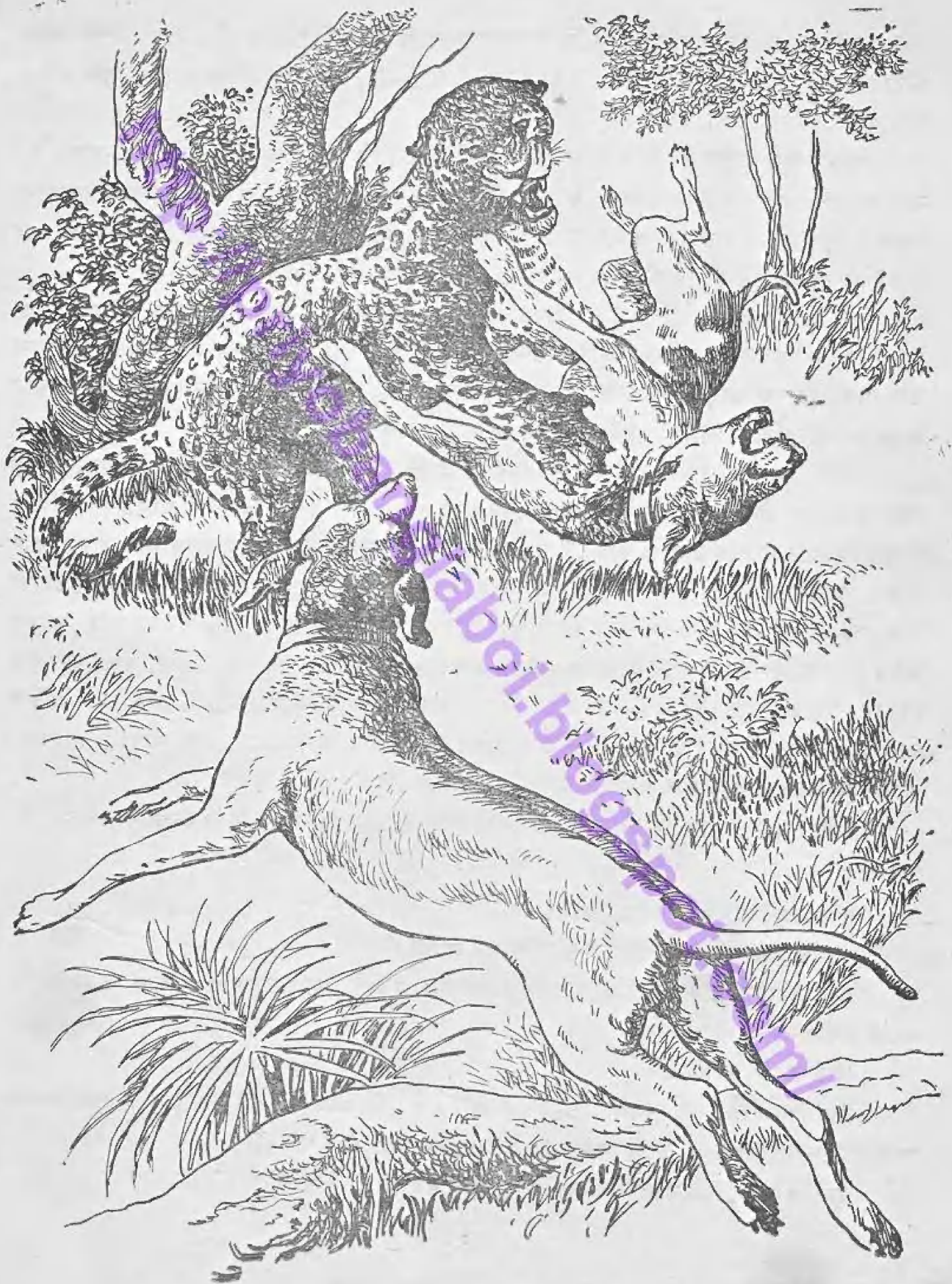
এইসব রক্ত-জল-করা তথ্য অ্যাণ্ডি কুপারের জানা ছিল না, কিন্তু বাড কটার এসব কথা ভাল-ভাবেই জানত। সে জাতে শিকারী। মৃগয়াকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছিল বাডের পূর্বপুরুষ—বাড কটার তাদের যোগ্য উত্তরাধিকারী।

বাড জানত পশ্চিম মেক্সিকোর জলাভূমি সিনেগা গ্র্যাণ্ডি হচ্ছে জাগুয়ারের প্রিয় বাসভূমি। মার্জার বংশের এই পশুটি যে অতিশয় ভয়ংকর জীব সেকথা তার অজানা ছিল না। সুদূর আরিজোনা থেকে গাড়ি হাঁকিয়ে বাড ছুটে এল সিনেগা গ্র্যাণ্ডি নামক কুখ্যাত জলাভূমির বুকে, তার সঙ্গে এল তার প্রিয় বন্ধু অ্যাণ্ডি কুপার আর একদল হাউণ্ড জাতীয় বিশালকায় শিক্ষিত কুকুর।

অ্যাণ্ডি কুপার শখের শিকারী। বন্দুক-রিভলবার ছুঁড়তেও সে দক্ষ। কিন্তু বাড কটারের মতো পাকা শিকারী সে নয়। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে হিংস্র শ্বাপদের মোকাবিলা করার অভিজ্ঞতা তার ছিল না। জাগুয়ার সম্পর্কে তার ধারণা খুব স্পষ্ট নয়, কিন্তু বিষাক্ত মোকাসিন সাপ আর মানুষ-খেকো কুমিরের বাসস্থান এই জলাভূমি শুনে সে চমকে গেল।

তাকে আশ্বাস দিয়ে বাড বলল, "মোটা 'হান্টিং স্যুট' আর বুট জুতোর কল্যাণে সাপের ভয় তোমার নেই। ঐ স্যুট আর বুটের আবরণ ভেদ করে সাপের দাঁত তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। আমাদের হাতে থাকবে দু-দুটো গুলিভরা রাইফেল, অতএব ডাঙ্গার উপর কুমিরকেও ভয় করার দরকার নেই। আমরা গভীর জলে নামব না, তেমন দরকার হলে হাঁটুজলে নামতে পারি। সেই সময় হয়তো বিপদ ঘটতে পারে। কিন্তু বিপদকে ভয় করলে শিকারে আসা চলে না। একটা কথা তুমি আমার কাছে শুনে রাখো—সাপ আর কুমিরের চাইতে জাগুয়ার অনেক বেশী ভয়ানক জীব। ভেনেজুয়েলায় শিকার করতে গিয়ে কয়েকজন জাগুয়ার-শিকারীর দুর্দশা আমি নিজের চোখেই দেখেছি। অভিজ্ঞ শিকারীদের কাছে শুনেছি এই সিনেগা গ্র্যাণ্ডির জাগুয়ার নাকি সবচেয়ে হিংস্র, সবচেয়ে ভয়ংকর। এদের তুলনায় ভেনেজুয়েলার জাগুয়ার নাকি নিতান্তই নিরীহ।"

বাডের কথাতে সায় দিয়েই বুঝি দূর জলার বুকে জাগল এক ভয়ানক গর্জনধ্বনি—অন্‌ন্‌ হা! অন্‌ হা! অন্‌ হা!

বাড অস্ফুটস্বরে বলে উঠল, "জাগুয়ার!"

অ্যাণ্ডি কথা বলল না, শুধু চুপ করে শুনতে লাগল।

সেই ভয়ংকর ধ্বনি স্তব্ধ হওয়ার আগেই জলার অন্য দিক থেকে ভেসে এল আর এক ভৈরব-কণ্ঠের হুঙ্কার-সঙ্গীত।

আর একটা জাগুয়ার!

উল্লসিত কণ্ঠে বাড বলল, "শুনছ তো অ্যাণ্ডি? কি বুঝছ? এই জলার কাছে অনেকগুলো জাগুয়ার ডেরা বেঁধেছে। ইচ্ছে হচ্ছে এখনই রাইফেল নিয়ে ছুটে যাই।"

অ্যাণ্ডি বলল, "ঐ কাজটি ক'রো না। কাল সকালে যা খুশি ক'রো।"

হো হো শব্দে হেসে উঠে বাড বলল, "তা তো বটেই। আমি কি সত্যিই এই অন্ধকার জলার মধ্যে পা বাড়াব? আমি শিকার করতে চাই, আত্মহত্যা করতে চাই না। এখন তাঁবুর মধ্যে চলো। রাতের খাওয়া চটপট শেষ করে শুয়ে পড়া যাক। কাল সকালে জাগুয়ারের সন্ধান করতে হবে।"

...জলাভূমির বুকে অন্ধকারের বিভীষিকাকে দূর করে দিয়ে উঁকি দিল উষার আলোকধারা, গাছে গাছে কলরব তুলে পাখির দল বন্দনা জানাল প্রভাতসূর্যকে।

দিনের আলোতে জলাভূমিকে আদৌ ভয়ানক মনে হ'ল না। জলের উপর সাপ বা কুমিরের দেখা নেই; এমন কি, সরীসৃপের লাঙ্গুল আস্ফালনের আওয়াজও কানে আসছে না। বল্লমের ফলার মতো পাতা ছড়িয়ে যে-সব অদ্ভুত ধরনের গাছ জলার বুকে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের উপর থেকে শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডানা মেলে দিচ্ছে বিভিন্ন জাতের বিচিত্র বর্ণের পক্ষী। সমগ্র পরিবেশ অতিশয় শান্ত, মধুর।

সূর্যের তেজ প্রখর হওয়ার আগেই শিকারীদের কুকুরগুলো একটা জাগুয়ারকে ঘিরে ফেলল। গর্জে উঠল ছুটো রাইফেল। মাটির উপর লুটিয়ে পড়ল জাগুয়ারের মৃতদেহ।

অ্যাণ্ডি কুপার বন্ধুকে বিদ্রূপ করে বলল, "এই নাকি তোমার সাংঘাতিক জানোয়ার? এ তো দেখছি হরিণ-শিকারের চাইতেও সহজ।"

বাড গম্ভীর হয়ে বলল, "এই তো সবে খেলার শুরু। শেষ পর্যন্ত যদি তোমার মুখের হাসি বজায় থাকে তবেই বুঝব তুমি বাহাদুর শিকারী। প্রত্যেক বারই যে ব্যাপারটা এমন সহজে মিটে যাবে এমন আশা ক'রো না। এই জন্তুটা স্ত্রী-জাতীয় জীব—পুরুষ জাগুয়ার এত সহজে হার মানে না।"

অ্যাণ্ডি বন্ধুর কথার প্রতিবাদ করল না, কিন্তু তার মুখ দেখে স্পষ্টই বোঝা গেল বন্ধুর কথায় সে বিশ্বাস করতে রাজী নয়।

সারা ছপুর ধরে ছুটোছুটি করে কুকুরগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তবু আর কোনও জাগুয়ারের সন্ধান পাওয়া গেল না।

বাড এবার কুকুরদের সাহায্য না নিয়ে এক নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করল। একটা ফাঁপা গরুর শিং মুখে লাগিয়ে সে মাটির উপর ঝুঁকে পড়ল। পরক্ষণেই তার মুখ থেকে জাগুয়ারের গর্জনের মতো আওয়াজ বেরিয়ে এল।

তাঁবুর পিছনে একটা হ্রদের ধার থেকে এবং দূর পাহাড়ের তলদেশে অবস্থিত একটা জলাশয়ের বুক থেকে ভেসে এল একাধিক শ্বাপদকণ্ঠের হুঙ্কার-ধ্বনি!

নকল জাগুয়ারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে গর্জে উঠেছে তিন-তিনটি আসল জাগুয়ার!

শিকারীরা বুঝতে পারল শব্দ অনুসরণ করে সন্ধান করলেই সকাল বেলায় জাগুয়ারের পায়ের ছাপ চোখে পড়বে। দিনের আলো এখন আর নেই বললেই চলে, আবছা আলো-আঁধারির মধ্যে জাগুয়ারের পিছনে তাড়া করা আদৌ নিরাপদ নয়—অতএব শিকারীরা স্থির করল পরের দিন সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ...

পরের দিন সকালে অভিযানের জন্য সারমেয়-বাহিনীর ভিতর থেকে কয়েকটা বিশেষ ধরনের কুকুর বেছে নিল শিকারীরা। ঐ কুকুরগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী হাউণ্ড-জাতীয় জীব এবং শিকার সম্পর্কে দস্তুরমতো অভিজ্ঞ।

বাছাই-করা কুকুরগুলোকে নিয়ে অ্যাণ্ডি আর বাড একটা পাহাড়ী নদীর বাঁক ধরে যাত্রা করল। অন্য কুকুরগুলো তাঁবুর মধ্যে বাঁধা অবস্থায় চিৎকার করে প্রতিবাদ জানাতে লাগল। বলাই বাহুল্য, তাদের অভিযোগে শিকারীরা কর্ণপাত করল না।

যে কুকুরগুলো শিকার-অভিযানে যোগ দিয়েছিল তারা একটা অগভীর খাঁড়ির জলে নামল। খাঁড়িতে হাঁটু পর্যন্ত জল। জল বেশী গভীর না হলেও খাঁড়িটা বিলক্ষণ চওড়া।

সারমেয়-বাহিনীর পিছন পিছন শিকারীরাও খাঁড়ি পার হয়ে অপর পারে পদার্পণ করল।

খাঁড়ির উল্টোদিকে গিয়েই কুকুরগুলো হঠাৎ ভীষণ উত্তেজনা প্রকাশ করতে লাগল। কুকুর-বাহিনীর নেতৃত্ব করছিল 'হলুদ চোখ' নামে একটা প্রকাণ্ড হাউণ্ড। 'হলুদ চোখ' হঠাৎ খাঁড়িটাকে পিছনে ফেলে ডানদিকে ঘুরল। একটু এগিয়ে যেতেই সকলের চোখে পড়ল জাগুয়ারের পদচিহ্ন।

পায়ের ছাপ পরীক্ষা করে অভিজ্ঞ শিকারী বাড বুঝতে পারল পদচিহ্নের মালিক হচ্ছে একটি পুরুষ জাগুয়ার। কুকুরগুলো এখন ভীষণ উত্তেজিত—বার বার লাফ মেরে তারা শিকারীদের হাত থেকে শিকল ছিনিয়ে নিতে চাইছে।

বাড এইবার কুকুরদের গলা থেকে শিকল খুলে নিল। সঙ্গে সঙ্গে জন্তুগুলো খাঁড়ির বাঁক ধরে ছুটল। সবার আগে ছুটল 'হলুদ চোখ'।

সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বাড বলল, "তৈরী থাকো। কিছুক্ষণের মধ্যেই কুকুরগুলো জাগুয়ারকে ধরে ফেলবে। একটু আগেই জাগুয়ার এই জায়গাটা ছেড়ে পালিয়েছে, এখনও সে বেশীদূর যেতে পারে নি।"

অ্যাণ্ডি প্রশ্ন করল, "কি করে বুঝলে?"

…"জানোয়ারের গায়ের গন্ধ মাটিতে অনেকক্ষণ থাকলেও বাতাসে বেশীক্ষণ থাকে না। কুকুরগুলো দেখলাম মাটিতে মাথা নিচু করে শত্রুর ঘ্রাণ নেওয়ার চেষ্টা করছে না—ওরা ছুটছে শূন্যে মাথা তুলে। তার মানে, এখনও বাতাসে জাগুয়ারের গায়ের গন্ধ লেগে আছে। অর্থাৎ, জন্তুটা একটু আগেই এখান দিয়ে গেছে। অ্যাণ্ডি! আর বেশীক্ষণ নয়; বড় জোর পনরো মিনিটের মধ্যেই ঐ হোঁৎকা বিড়ালটাকে আমরা ধরে ফেলব।"

…দূর থেকে ভেসে এল কুকুরের চিৎকার। শিক্ষিত কুকুর চিৎকার করে শিকারের উপস্থিতি শিকারীকে জানিয়ে দেয়। অতএব কুকুরের দল যে জাগুয়ারকে আবিষ্কার করেছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। দুই বন্ধু শব্দ লক্ষ্য করে দ্রুত পা চালিয়ে দিল।

হঠাৎ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে বেজে উঠল সারমেয়-বাহিনীর কণ্ঠস্বর। সে কী বীভৎস চিৎকার! ভীষণ আক্রোশে আস্ফালন করছে কুকুরের দল। ভাষার সাহায্যে সেই হিংস্র কণ্ঠস্বরের বর্ণনা দেওয়া যায় না।

বাড উত্তেজিত স্বরে বলল, "ওরা জাগুয়ারকে ঘিরে ধরেছে। হাঁ করে তাকিয়ে কি শুনছ অ্যাণ্ডি? তাড়াতাড়ি চলো।"

কিন্তু তাড়াতাড়ি চলো বললেই কি তাড়াতাড়ি যাওয়া সম্ভব? অসংখ্য উদ্ভিদের ব্যূহ ভেদ করে এগিয়ে যাওয়া সহজ নয়। বিশেষ করে ম্যানগ্রোভ গাছের ঝোপগুলি ভারি বিশ্রী। ঐ ঝোপগুলি বুক পর্যন্ত উঁচু—উপর দিয়ে ডিঙ্গিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, তলা দিয়ে নিচু হয়ে যাওয়ারও উপায় নেই। তাছাড়া ঝোপের গায়ে রাইফেল আটকে গিয়ে বাধার সৃষ্টি করে বার বার।

বাড ক্ষেপে গেল। ক্রুদ্ধ জাগুয়ার কুকুরের দলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লে কুকুরগুলোর কী দুরবস্থা হতে পারে সেকথা বাড ভালভাবেই জানে—মাথার উপর রাইফেল তুলে ধরে সে ঘন উদ্ভিদের বেড়াজাল ছিঁড়ে শব্দ লক্ষ্য করে ছুটল পাগলের মতো···

অ্যাণ্ডির সামনে থেকে ঘন উদ্ভিদের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল বাড কটার। অ্যাণ্ডি প্রাণপণে ঝোপঝাড় ঠেলে বন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে সচেষ্ট হ'ল। সারমেয়-কণ্ঠের হিংস্র গর্জন শুনে সে বুঝতে পারছিল লড়াইটা ভীষণভাবেই চলছে। জাগুয়ার সম্পূর্ণ নীরব—শুধু মাঝে মাঝে দু-একটা কুকুরের কাতর আর্তনাদ শুনে বোঝা যায় প্রতিপক্ষ নীরব হলেও আদৌ নিশ্চেষ্ট নয়।

ছপ্-ছপাস্! জলের মধ্যে আলোড়ন-ধ্বনি! জাগুয়ার বুঝি এইবার ডাঙ্গা ছেড়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল!

কয়েক মিনিট বাদে কুকুরদের কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে ছুটতে ছুটতে বাড আর অ্যাণ্ডি এসে পৌছাল একটা জলাশয়ের ধারে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল বিধ্বস্ত রণাঙ্গনের দৃশ্য—

কুকুরগুলো হ্রদের তীরবর্তী অগভীর জলে দাঁড়িয়ে তারস্বরে চিৎকার করছে এবং একটু দূরে গভীর জলে ভাসছে 'ডাইডো' নামক কুকুরটার দেহ। ডাইডো এখনও বেঁচে আছে বটে, কিন্তু তার অবস্থা দেখলেই বোঝা যায় তার মৃত্যু হতে আর দেরি নেই। ডাইডোর কাঁধ থেকে বুকের পাঁজর অবধি বিদীর্ণ করে নেমে এসেছে সুগভীর ক্ষতচিহ্ন—হ্রদের ঘোলাটে জলের উপর বৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়ছে লাল রক্তধারা।

"ডাইডো ঐ ফোঁটা-কাটা বিড়ালটাকে থামাতে চেষ্টা করেছিল," বাড কঠিন স্বরে বলল, "তাই ওর এমন দুর্দশা।"

হ্রদের অপর দিকে কুকুরদের দৃষ্টি অনুসরণ করে অঙ্গুলি-নির্দেশ করল বাড, "জাগুয়ার ঐদিকেই পালিয়ে গেছে।"

অন্য কুকুরগুলো তখনও তারস্বরে চিৎকার করছে। বোধ হয় পলাতক জাগুয়ারকে উদ্দেশ করে সারমেয়-ভাষায় গালাগালি দিচ্ছে।

হ্রদটা যেমন চওড়া, তেমনি গভীর। জাগুয়ারের পিছনে তাড়া করতে হলে খাঁড়ি এবং অন্যান্য জলাশয়ের পাশ কাটিয়ে অন্ততঃ ঘণ্টাখানেক হাঁটতে হবে। অবসন্ন দেহ-মন নিয়ে জাগুয়ারকে অনুসরণ করার উৎসাহ দুই বন্ধুর ছিল না। প্রিয় হাউণ্ডের মৃত্যুতে দুই বন্ধুই মুষড়ে পড়েছিল।

ডাইডো ছিল বাডের নিজস্ব কুকুর। তাই তার দুঃখই বেশী। শিকার-খেলার পাকা খেলোয়াড় ডাইডোর দক্ষতার পিছনে রয়েছে বাডের বহু বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রম আর ধৈর্যের ইতিহাস। এই ধরনের শিক্ষিত হাউণ্ডের দাম ১০০০ ডলারের কম নয়; কিন্তু টাকাটা বড় কথা নয়, শতাধিক শিকার অভিযানে ডাইডো ছিল বাড কটারের প্রিয় সঙ্গী।

বাড প্রতিজ্ঞা করল, যেভাবেই হোক, ডাইডোর হত্যাকারী জন্তুটাকে সে মারবেই মারবে।

পরের দিন সকাল হতেই কুড়িটা শক্তিশালী হাউণ্ড নিয়ে দুই বন্ধু ডাইডোর আততায়ীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। এতগুলো কুকুরের কবল থেকে কোনও জাগুয়ারই আত্মরক্ষা করতে পারবে না। উপরন্তু, দু'জন স্থানীয় শিকারীও এই অভিযানে যোগ দিল—অর্থাৎ আয়োজনের কোনও ত্রুটি রইল না।

জল, জঙ্গল আর কাদা ভেঙ্গে শুরু হ'ল অনুসরণ-পর্ব। হ্রদটাকে সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ করার আগেই মাঝপথে এক জায়গায় জাগুয়ারের পায়ের ছাপ দেখা গেল। বাড ঝানু শিকারী—এক নজর দেখেই সে বুঝতে পারল এই পদচিহ্নের মালিক হচ্ছে ডাইডোর হত্যাকারী পলাতক জাগুয়ার।

পদচিহ্নের কাছে আসতেই সমবেত কণ্ঠে চিৎকার করে কুকুরের দল জানিয়ে দিল, তারা শিকারের গায়ের গন্ধ পেয়েছে। শিকল খুলে দিতেই সমস্ত দলটা বাড়ের মতো ছুটতে ছুটতে অদৃশ্য হয়ে গেল। 'হলুদ চোখ' নামে যে কুকুরটা আগের দিনে দলের নেতৃত্ব করেছিল, এবারের অভিযানেও সে হ'ল সারমেয়-বাহিনীর নেতা।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই কুকুরদের চিৎকার শোনা গেল। চিৎকারের ধরন শুনেই শিকারীরা বুঝল, জাগুয়ার কোণঠাসা হয়েছে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে শিকারীরা দেখল, একটা গাছের ডালে উঠে জাগুয়ার কুকুর-বাহিনীর আক্রমণ থেকে প্রাণ বাঁচিয়েছে। কুকুরগুলো গাছের নীচে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে, অতএব জাগুয়ারের নীচে নেমে চম্পট দেওয়ার উপায় নেই।

কিন্তু জন্তুটাকে দেখে সকলেই হতাশ হ'ল। এটা ডাইডোর হত্যাকারী নয়। বাড তিক্তস্বরে বলল, "এটা তো দেখছি মাদী জাগুয়ার। আমি এর উপর গুলি চালাব না। আমি চাই সেই খুনীটাকে—যে আমার ডাইডোকে খুন করেছে।"

অ্যাণ্ডির ইঙ্গিতে একজন স্থানীয় শিকারী গুলি চালিয়ে জাগুয়ারটাকে মেরে ফেলল। সেদিন আর কোনো ঘটনা ঘটল না। শিকারীরা আবার ফিরে এল তাদের নিজস্ব আস্তানায়।

তিনদিন পরে জলাভূমির শেষপ্রান্তে পাহাড়ের তলায় আর একটা জাগুয়ার কুকুর-বাহিনীর কবলে ধরা পড়ে প্রাণ হারাল। এই জন্তুটা পুরুষ জাতীয় জীব, তবে পলাতক হত্যাকারীর তুলনায় নিতান্তই বাচ্চা।

পর-পর দুটো জাগুয়ার মারা পড়ল বটে, কিন্তু শিকারীরা ডাইডোর হত্যাকারীকে খুঁজে বার করতে পারল না। বাড ক্ষেপে গেল। স্থানীয় রেড-ইণ্ডিয়ানদের তোয়াজ করে সে একটা ভাঙ্গাচোরা 'ক্যানো' যোগাড় করে ফেলল।

'ক্যানো' এক ধরনের নৌকা। জলাভূমির বুকে ক্যানো নিয়ে চলাফেরা করতে খুব সুবিধা। এই নৌকাগুলিতে লগি থাকে না—শুধু একখানা দাঁড় বেয়ে নৌকা চালাতে হয়।

বাড যে ক্যানোটা যোগাড় করেছিল সেটার অবস্থা যে বিশেষ ভাল নয় সেকথা আগেই বলেছি। ক্যানোটার আগা-পাশ-তলা নিরীক্ষণ করে অ্যাণ্ডি জানাল এই নৌকাটা মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়, তাছাড়া শিক্ষিত কুকুরের পাল যেখানে ব্যর্থ হয়েছে সেখানে এই ভাঙ্গাচোরা ক্যানো নিয়ে জাগুয়ারকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা নিতান্তই বাতুলের কাজ। উত্তরে বাড দৃঢ়স্বরে জানাল, এই ভাঙ্গাচোরা নৌকা নিয়েই সে বাজীমাৎ করবে। অ্যাণ্ডি বন্ধুর সঙ্গে তর্ক করল না—একখানা মাত্র বৈঠা নিয়ে দুই বন্ধু জাগুয়ারের সন্ধানে জলের বুকে নৌকা ভাসিয়ে দিল।

…সূর্য ডুবে গেছে অনেকক্ষণ। কিন্তু কালো রাতের কালিমা আজ মানুষের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে দিতে পারছে না। কারণ, আকাশের বুকে আজ চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙ্গেছে, হ্রদের জলে ছড়িয়ে পড়েছে জ্যোৎস্নার আলোকধারা।

কিন্তু প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করার মতো মনের অবস্থা বাডের ছিল না। শিষ দিয়ে একটা গানের সুর ভাঁজছিল অ্যাণ্ডি—এক ধমকে তাকে থামিয়ে দিয়ে বাড গরুর শিঙের তৈরী শিঙাটা বাগিয়ে ধরল।

অ্যাণ্ডি জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি শিঙা বাজিয়ে জাগুয়ারকে ডাকতে চাও?"

বাড বলল, "নিশ্চয়। জাগুয়ার কাছে থাকলে শিঙার ডাকে সাড়া দিয়ে জলের ধারে উপস্থিত হতে পারে। একবার রাইফেলের নাগালের মধ্যে পেলে শয়তানটাকে একেবারে ঠাণ্ডা করে দেব। আজ চমৎকার চাঁদের আলো আছে। গুলি ফস্‌কানোর সম্ভাবনা নেই।"

বাড শিঙায় মুখ দিয়ে আওয়াজ করল। অবিকল জাগুয়ারের কণ্ঠস্বর। সেই নকল গর্জনের প্রতিধ্বনি শূন্যে মিলিয়ে যাওয়ার আগেই হ্রদের বিপরীত দিক থেকে প্রচণ্ড হুঙ্কার তুলে আসল জাগুয়ার তার অস্তিত্ব ঘোষণা করল।

বাড ফিস ফিস করে বলল, "ঐটাই আমাদের আসামী। ওর গলার আওয়াজ আমি চিনে ফেলেছি।"

বাডের ভুল হয়নি। ঐ ভাঙ্গা-ভাঙ্গা কর্কশ কণ্ঠের গর্জনধ্বনি অ্যাণ্ডির কাছেও এখন সুপরিচিত। বিগত কয়েকদিনের মধ্যে বেশ কয়েকবার তারা জানোয়ারটার গলার আওয়াজ পেয়েছে।

শিঙায় মুখ লাগিয়ে আবার গর্জন করল বাড। এবার উত্তর এল খুব কাছ থেকে।

জাগুয়ারের গর্জন এগিয়ে আসছে। আওয়াজটা খুব চাপা আর অস্পষ্ট।

অ্যাণ্ডি বিস্মিত স্বরে বলল, "আমার মনে হচ্ছে জন্তুটা জলে নেমে সাঁতার কাটতে কাটতে এগিয়ে আসছে।"

বাড বলল, "আমারও তাই মনে হয়। জলের মধ্যে জন্তুটার গলার আওয়াজ অস্পষ্ট হয়ে ভেসে আসছে।"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে দুই শিকারী জলের উপর নজর রাখতে লাগল···হঠাৎ নৌকার খুব কাছেই একটা গোলাকার সচল বস্তু শিকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল—জাগুয়ার ?···

হ্যাঁ, জাগুয়ার বটে। গোলাকার সচল বস্তুটি হচ্ছে জাগুয়ারের ভাসমান মুণ্ড। সে জলার বুকে সাঁতার দিয়ে নৌকার দিকেই এগিয়ে আসছে। চাঁদের আলোতে তার মাথাটা দেখাচ্ছে মস্ত একটা হাঁড়ির মতো। জাগুয়ার আরও কাছে এগিয়ে এল—কাছে, কাছে, আরও কাছে···

জাগুয়ার এখন একেবারে সামনে! তার ভাসমান মুণ্ড ও পৃষ্ঠদেশের উপর কালো গোল ছাপগুলি এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। জাগুয়ার গর্জন করে উঠল—অন্ধকার মুখগহ্বরের ভিতর থেকে চাঁদের আলোতে আত্মপ্রকাশ করল ধারালো দাঁতের সারি! আর ঠিক সেই মুহূর্তে বাড গুলি চালাতে গিয়ে আবিষ্কার করল রাইফেলে টোটা ভরতে সে ভুলে গেছে। নিজের ভুলটা সঙ্গীর কাছে জানিয়ে দিয়ে বাড মৃদুস্বরে প্রশ্ন করল, "তোমার রাইফেল কোথায় ?"

অ্যাণ্ডি ভয়ার্তস্বরে বলল, "আমি ভাবতেই পারি নি যে জাগুয়ারের সঙ্গে আমাদের দেখা হবে। তাই রাইফেল আনি নি।"

—"তোমার যে-রিভলবারটা সব সময় সঙ্গে থাকে, সেটা আছে তো ?"

—"না। সেটাকেও ভুলে ফেলে এসেছি।"

মারাত্মক ভুল! এখন আর উপায় নেই। ভরসার মধ্যে অ্যাণ্ডির হাতের একখানা বৈঠা বা দাঁড়। সেই দাঁড়কেই মুগুরের মতো বাগিয়ে ধরে অ্যাণ্ডি প্রস্তুত হ'ল।

চরম মুহূর্ত এগিয়ে আসতেই হঠাৎ অ্যাণ্ডির মনে পড়ল ডাইডোর কথা। যে-জন্তু ডাইডোর মতো প্রকাণ্ড শক্তিশালী হাউণ্ডকে বধ করতে পারে, মানুষ তো তার কাছে নিতান্তই তুচ্ছ জীব। জলের মধ্যে জাগুয়ারের কবলে তাদের দশা হবে ডাইডোর মতোই। অ্যাণ্ডির সর্বাঙ্গ দিয়ে ছুটে গেল আতঙ্কের শীতল শিহরণ···

জাগুয়ার কিন্তু এখনও তাদের আক্রমণ করার চেষ্টা করছে না। চাঁদের আলোয় তার চোখ দুটো জ্বলে জ্বলে উঠছে আর শিকারীদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে ক্যানোর চারপাশে সাঁতার দিয়ে বৃত্তাকারে ঘুরছে আর ঘুরছে···দারুণ আতঙ্কে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল অ্যাণ্ডি। তৎক্ষণাৎ তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে চেঁচিয়ে উঠল বাড। জ্বলন্ত চক্ষু মেলে জাগুয়ার কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল দুই বন্ধুর দিকে। তারপর নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে সাঁতার কেটে ক্যানোটাকে একবার প্রদক্ষিণ করে মন্থর গতিতে এগিয়ে চলল হ্রদের দূরবর্তী তীর লক্ষ্য করে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হ্রদের অপর পারে গাছপালার ছায়া-মাখা ঘন অন্ধকারের ভিতর মিলিয়ে গেল জাগুয়ারের দেহ। তৎক্ষণাৎ প্রাণপণে বৈঠা টেনে অ্যাণ্ডি ক্যানোটাকে চালনা করল তাঁবুর দিকে···

সেদিন রাতে তাঁবুর মধ্যে নৈশভোজের আসরে তর্কের ঝড় উঠল। জাগুয়ারের অদ্ভুত আচরণ শিকারীদের চমকে দিয়েছিল। যে বেপরোয়া জানোয়ার কুমির-ভরা জলার বুকে নির্ভয়ে সাঁতার কাটতে পারে এবং মানুষের দেখা পেয়ে যে পালিয়ে না গিয়ে কাছে আসতে চায়, তাকে এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ।—এই হ'ল অ্যাণ্ডি কুপারের অভিমত। স্থানীয় শিকারীরা একবাক্যে তাকে সমর্থন করল।

অ্যাণ্ডি আরও বলল, এই জন্তুটাকে কুকুরের দল ঘেরাও করলেই সে পাল্টা আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়বে—সেক্ষেত্রে কয়েকটা মূল্যবান কুকুরের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অতএব এই বিপজ্জনক জানোয়ারটার পিছনে তাড়া না করে অন্যান্য জাগুয়ারের পিছু নিলে সহজেই তারা সাফল্য লাভ করতে পারবে।।

স্থানীয় শিকারী দু'জন এবারও অ্যাণ্ডির পক্ষে ভোট দিল। কিন্তু বাড কারও কথায় কর্ণপাত করতে রাজী নয়। তার প্রিয় কুকুরকে যে-জানোয়ার হত্যা করেছে তাকে সে মারবেই মারবে। তার জন্য কুকুর তো দূরের কথা—নিজের প্রাণ বিপন্ন করতেও তার আপত্তি নেই।

অ্যাণ্ডি আর প্রতিবাদ করল না। সে বুঝল, বাড প্রতিহিংসা নিতে বদ্ধপরিকর, তাকে নিরস্ত করা যাবে না। "শোন অ্যাণ্ডি," বাড বলল, "হ্রদের একদিকে আটটা কুকুর নিয়ে থাকবে তুমি, অন্য পারে আরও আটটা কুকুর নিয়ে থাকব আমি। জাগুয়ার যেদিকেই থাকুক, আমাদের মধ্যে একজন কুকুরের দল নিয়ে তাকে ধরে ফেলতে পারবে। খুনীটা যদি জলে নামে তাহলেও তার রক্ষা নেই। এতগুলো হাউণ্ডকে ফাঁকি দিয়ে জাগুয়ার কিছুতেই পালাতে পারবে না।"

পরের দিন সকাল হ'তে-না-হ'তেই বাডের পরিকল্পনা অনুসারে অভিযান শুরু হ'ল। নড়বড়ে
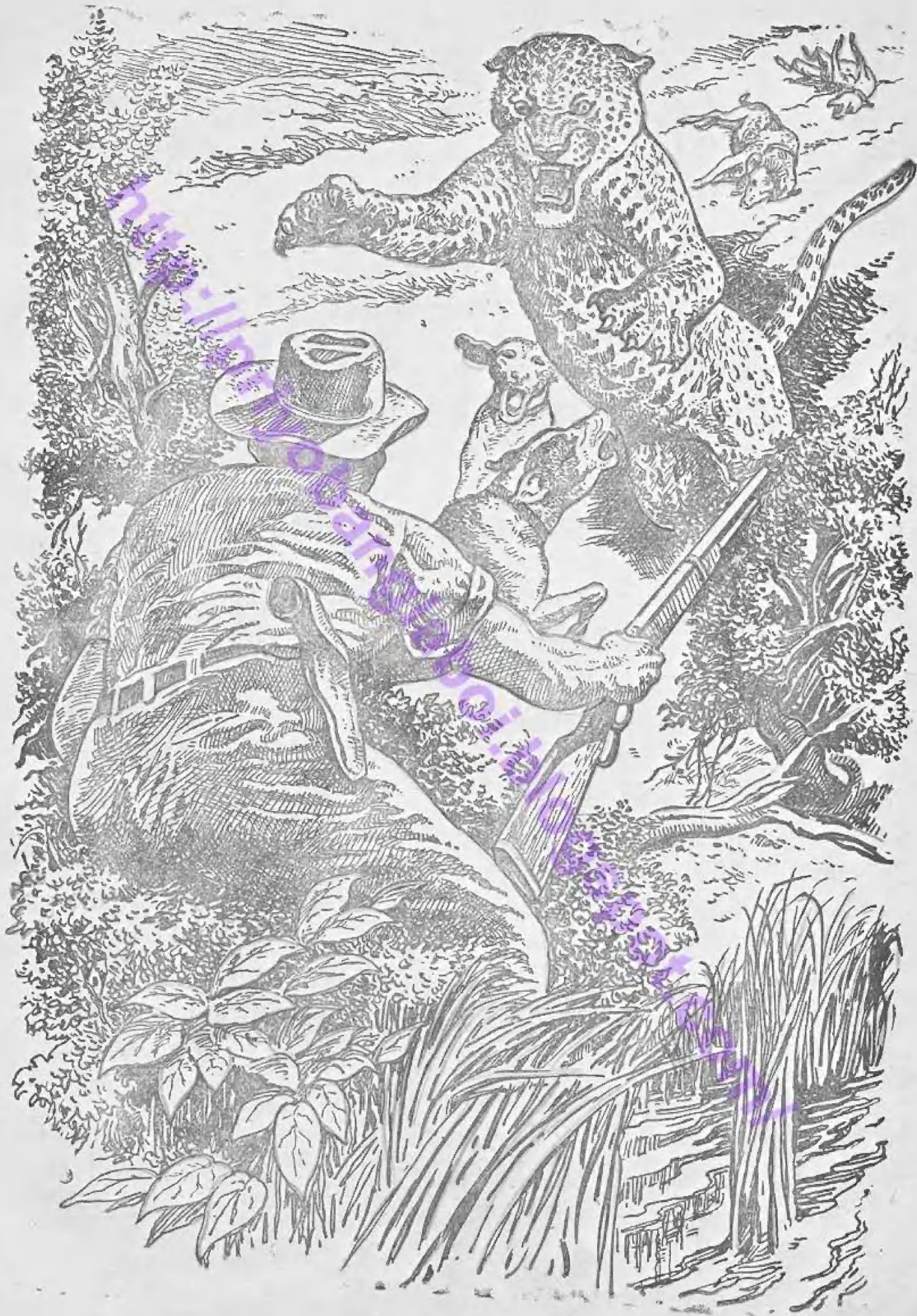
ক্ল্যানোটার সাহায্যে অতিকষ্টে ওপারে পৌঁছাল বাড আটটা কুকুর সঙ্গে নিয়ে। হ্রদের এপারে রইল অ্যাণ্ডি—তার সঙ্গে আটটা প্রকাণ্ড হাউণ্ড ছিল।

অ্যাণ্ডির সারমেয়-বাহিনীতে যে কুকুরটা নেতৃত্ব করছিল সে হঠাৎ চিৎকার করে জানিয়ে দিল জাগুয়ারের যাতায়াতের রাস্তা আর অজানা নেই—তার ঘ্রাণেন্দ্রিয় শ্বাপদের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে ফেলেছে। অ্যাণ্ডি তৎক্ষণাৎ কুকুরগুলোকে ছেড়ে দিল। তীরবেগে ছুটল কুকুরের দল এবং তাদের পিছনে ছুটল ক্লে আর দু'জন স্থানীয় শিকারী। কুকুরের পাল কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই শিকারীদের দৃষ্টিসীমার বাইরে অন্তর্ধান করল। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করল তিন শিকারী···

কিছুক্ষণের মধ্যেই সারমেয়-কণ্ঠের উল্লসিত চিৎকার শুনে শিকারীরা বুঝল, কুকুরের পাল জাগুয়ারের সাক্ষাৎ পেয়েছে। তার শব্দ লক্ষ্য করে প্রাণপণে ছুটল···

প্রথমেই জাগুয়ারকে দেখতে পেল অ্যাণ্ডি। তবু সে গুলি চালানোর সুযোগ পেল না। কুকুর-গুলো জাগুয়ারকে ঘিরে ধরার চেষ্টা করছে, কিন্তু তাদের চেষ্টা সফল হচ্ছে না। জাগুয়ার এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে লড়াই করতে রাজী নয়—সে ছুটছে আর লড়াই করছে, লড়াই করছে আর ছুটছে।

কুকুরগুলো খুব কাছে এসে পড়লেই পলাতক জাগুয়ার ঘুরে দাঁড়িয়ে শত্রু-বাহিনীকে আক্রমণ করে। তার প্রকাণ্ড দেহ অবিশ্বাস্যবেগে ঘুরতে থাকে সামনে-পিছনে বামে-দক্ষিণে। দন্ত ও নখরের সেই প্রখর ঝটিকার সামনে পিছু হটে যায় কুকুরের দল—তৎক্ষণাৎ আবার ছুট দেয় জাগুয়ার। কুকুরের দল না-ছোড়-বান্দা তারা আবার শিকারের পিছনে তেড়ে যায়, আবার দাঁড়ায় জাগুয়ার এবং একই ঘটনার হয় পুনরাবৃত্তি।

ছুটতে ছুটতে জাগুয়ার যেখানে এসে দাঁড়াল, সেইখানে হ্রদের জল পাশের বিশাল জলাভূমির দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। হ্রদ ও জলাভূমির সঙ্গমস্থলে জলের ধারে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে একঝাড় ম্যানগ্রোভ গাছ। জাগুয়ার ঐ ম্যানগ্রোভ ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করল। তার পিছনে তাড়া করে ঢুকে গেল কুকুরের পাল। মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল পলাতক শ্বাপদ ও চতুষ্পদ শিকারীর দল।

উদ্ভিদের বেড়াজাল ভেঙ্গে জলের ধারে উপস্থিত হ'ল অ্যাণ্ডি। কিন্তু তার দেরি হয়ে গেছে—জাগুয়ার আর সেখানে নেই। শুধু জলের ধারে দাঁড়িয়ে কুকুরগুলো গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে।

কি হ'ল? জাগুয়ার কি আবার ফাঁকি দিল? না, জাগুয়ার এখনও পালাতে পারে নি। জলা-শয়ের উল্টোদিকে তীরের খুব কাছাকাছি সে সাঁতার কাটছে। জলার বুকে তার ভাসমান মুণ্ডটা অ্যাণ্ডি দেখতে পেল। জন্তুটা এখনই ওপারে উঠে চম্পট দেবে—অ্যাণ্ডি নিশানা স্থির করে রাইফেলের ঘোড়া টিপল। লক্ষ্য ব্যর্থ হ'ল। জাগুয়ারের মাথার কাছেই অজস্র জলকণা ছিটকে উঠল গুলির আঘাতে। দ্বিতীয়বার গুলি চালানোর সুযোগ পেল না অ্যাণ্ডি—এক লাফে জল থেকে ডাঙ্গায় উঠে জাগুয়ার ছুটতে শুরু করল। কিন্তু পালাবে কোথায়? হ্রদের দুই তীরে মৃত্যুফাঁদ সাজিয়ে রেখেছে বাড।

গুলির আওয়াজ শুনে কুকুর-বাহিনী নিয়ে ছুটে এসে বাড দেখল, জাগুয়ার তার দিকেই

জলাভূমির পাড়ে উঠে পড়েছে। মানুষকে ফাঁকি দিলেও কুকুরের ঘ্রাণশক্তিকে জাগুয়ার ফাঁকি দিতে পারল না, কিছুক্ষণের মধ্যেই বাডের কুকুরগুলো জন্তুটার কাছে এসে পড়ল।

জাগুয়ার আর পালাতে চেষ্টা করল না। প্রতি-আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিদ্যুৎবেগে। অগ্রবর্তী দুটো কুকুরই জাগুয়ারের ঘাড়ের উপর এসে পড়ল। মাত্র একটি মুহূর্ত—এক কামড়ে ভেঙ্গে গেল একটি কুকুরের মাথার খুলি, ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল দ্বিতীয় কুকুরটার বুকের পাঁজর। দুটো কুকুরই মারা পড়ল তৎক্ষণাৎ। জাগুয়ার এবার অন্য কুকুরগুলোর সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য প্রস্তুত হ'ল···

ঝোপের শেষ বাধাটা উত্তীর্ণ হয়ে বাড যখন যথাস্থানে এসে পৌঁছাল, কুকুরগুলো তখন আবার জাগুয়ারকে আক্রমণ করেছে।

তখন গুলি ছুঁড়লে কুকুরের গায়েও লাগতে পারে। তাই রাইফেল নামিয়ে বাড সাগ্রহে দেখতে লাগল কুকুর ও জাগুয়ারের হিংস্র লড়াই।

জাগুয়ারকে মাঝখানে রেখে সারমেয়-বাহিনী অর্ধবৃত্তাকারে এগিয়ে এল। তাদের দেখলে তখন আর গৃহপালিত জীব মনে হয় না—চোখে চোখে জ্বলছে বন্য হিংসা, কণ্ঠস্বরে ফেটে পড়ছে হিংস্র আক্রোশ। উন্মুক্ত মুখবিবরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে হত্যাকারীর ছুরির মতো নিষ্ঠুর দাঁতের সারি।

অপরপক্ষে জাগুয়ার সম্পূর্ণ নীরব; শুধু লম্বা ল্যাজটা দুলছে মাটির উপর, আর থাবার নখগুলো বাইরে বেরিয়ে এসে বুঝিয়ে দিচ্ছে, আসন্ন যুদ্ধের জন্য সে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

কুকুরগুলো আক্রমণ করল। একটা হাউণ্ড পিছনের পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে জাগুয়ারের ঘাড়ে দাঁত বসাতে গেল। নিঃশব্দে আঘাত হানল জাগুয়ার। এক চপেটাঘাতে সে কুকুরটাকে ছিটকে ফেলে দিল।

বাড স্তম্ভিত বিস্ময়ে দেখল, কুকুরটা মাটিতে পড়ে আর উঠল না—তার ছিন্ন কণ্ঠনালী থেকে বেরিয়ে আসছে তপ্ত রক্তধারা!

কুকুরের দল ছিটকে সরে গেল। তারা ভয় পেয়েছে। তারা বুঝেছে, ঐ বুটিদার বিড়াল অতি ভয়ংকর জীব, তার সামনে গেলে মৃত্যু নিশ্চিত। তারা দূরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে লাগল।

বাড বুঝল, এই তার সুযোগ। কুকুরগুলো এখন দূরে সরে গেছে। এখন গুলি চালালে তাদের গায়ে লাগার সম্ভাবনা নেই। সে জাগুয়ারকে লক্ষ্য করে রাইফেল তুলল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে জাগুয়ারের চোখ পড়ল বাডের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝতে পারল, এই হচ্ছে তার আসল শত্রু, এই মানুষটাকে মারতে পারলেই আজকের যুদ্ধে তার জয় অনিবার্য—সে নিচু হয়ে লাফ মারার উপক্রম করল। বাড রাইফেল তুলে লক্ষ্য স্থির করতে লাগল। জাগুয়ার লাফ দিল।

তৎক্ষণাৎ অগ্নি-উদ্‌গার করে গর্জে উঠল রাইফেল।

জাগুয়ারের দেহ ছিটকে পড়ল মাটির উপর, তার সর্বাঙ্গ একবার কেঁপে উঠল, তারপরই হাঁড়ির মতো গোল মুণ্ডটা ধীরে ধীরে প্রসারিত একটা থাবার উপর নেমে এসে স্থির হয়ে গেল।

রাইফেলের ভারি বুলেট দুই চোখের মাঝখান দিয়ে মস্তিষ্কে প্রবেশ করেছে।

নয়টি ছুরির মালিক

আমেরিকার অন্তর্গত কলোরেডো প্রদেশের অরণ্যসঙ্কুল অঞ্চলে শিকারী বিল ব্রায়াণ্ট যে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল, সেই কাহিনী পরিবেশন করার আগে পুমা নামক জন্তুটি সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলা দরকার।

মার্কিন মুলুকের মানুষ বিভিন্ন নামে পুমাকে ডাকে। সবচেয়ে প্রচলিত নামগুলো হচ্ছে—পুমা, কুগার, 'মাউণ্টেন লায়ন' বা 'পার্বত্য সিংহ'। পুমা অবশ্য সিংহ নয়, যদিও গায়ের রং ও অবয়বে সিংহের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে। পুমা বিড়াল-জাতীয় জীব। কিন্তু বাঘ, সিংহ, লেপার্ড, জাগুয়ার প্রভৃতি মার্জার গোষ্ঠীর অন্যান্য জীবের মতো সে ভয়ংকর নয়। একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়লে সে লড়াই করে বটে, কিন্তু অধিকাংশ সময়ে সে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে চেষ্টা করে।

হলুদ ও ধূসর বর্ণের মিশ্রণে রঞ্জিত অতিকায় বিড়ালের মতো এই জন্তুটিকে জীববিজ্ঞানীরা নিরীহ আখ্যা দিয়েছেন। শিকারীদের মধ্যেও অনেকেই পুমাকে ভীরু ও নিরীহ মনে করেন। তবে সব নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে। কলোরেডোর পার্বত্য অঞ্চলে যে জন্তুটার কবলে শিকারী বিল ব্রায়াণ্টের জীবন বিপন্ন হয়েছিল, সেই পুমাটাও ছিল নিয়মের ব্যতিক্রম।

পুমা শিকারের জন্য কলোরেডোর বনাঞ্চলে পদার্পণ করে নি বিল, তার উদ্দেশ্য ছিল হরিণ শিকার। পাহাড়ের উপর একটা পাথরে ঠেস দিয়ে দূরবীনের সাহায্যে তলদেশে অবস্থিত উপত্যকার দিকে নজর রাখছিল বিল, পিছনে ঘাস খেতে খেতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তার ঘোড়া। হঠাৎ নাসিকা-ধ্বনিতে উত্তেজনা জানিয়ে ঘোড়াটা মাথা তুলে দাঁড়াল। বিল তার বাহনের দিকে তাকিয়ে দেখল ঘোড়ার চোখে আতঙ্ক ও বিস্ময়ের আভাস ফুটে উঠেছে—পরক্ষণেই জন্তুটা দৌড়ে পিছনের জঙ্গলে গা-ঢাকা দিল।

ব্যাপারটা এতই অপ্রত্যাশিত যে, বিল কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে রইল। সংবিৎ ফিরে আসতেই

ঘোড়াটাকে ধরে আনার জন্য সে উঠে দাঁড়াচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ নিচের উপত্যকার ঘাস-জঙ্গলের মধ্যে পীতাভ-ধূসর বর্ণের একটা চলন্ত শরীরের আভাস তার চোখে পড়তেই সে আবার বসে পড়ে সন্দেহ-জনক বস্তুটির দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

সঙ্গে সঙ্গে তার বাহনের আতঙ্কের কারণ বুঝতে পারল বিল। ঐ হলুদ-ধূসর দেহের অধিকারী হচ্ছে একটা পুমা। ঘাস-জঙ্গলের মধ্যে তার শরীরটা আগে বিলের চোখে পড়ে নি; বাতাসে শ্বাপদের গায়ের গন্ধ পেয়েই ঘোড়াটা ভয় পেয়ে ছুটে পালিয়েছে।

লম্বা লম্বা ঘাসের ভিতর আত্মগোপন করে পুমা এগিয়ে চলেছে নিঃশব্দে, অতি সন্তর্পণে। একটু দূরেই যে গরুটা ঘাস খাচ্ছে, পুমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে তারই দিকে।

বিল যদি চিৎকার করে তাহলে গরুটা রক্ষা পায়। মানুষের গলার আওয়াজ শুনলে পুমা নিশ্চয়ই পালিয়ে যেত। কিন্তু বিল মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে রইল পুমার দিকে। শ্বাপদের আকস্মিক আবির্ভাবে সে হতভম্ব হয়ে পড়েছিল।

তিন লাফে শিকারের কাছে পৌঁছে গেল পুমা। এক এক লাফে সে প্রায় বিশ ফুট জায়গা পেরিয়ে গিয়েছিল। গরুটা চমকে একবার মাথা তুলে তাকাল। আর কিছু করার সময় সে পেল না—পুমা ঝাঁপিয়ে পড়ল শিকারের পিঠের উপর, মাথা আর ঘাড়ের সন্ধিস্থলে প্রচণ্ডবেগে আঘাত করল ডান দিকের থাবা দিয়ে—গরুটা পড়তে পড়তে কোনোমতে সামলে নিল। সঙ্গে সঙ্গে বাঁ দিকের থাবার আঘাতে গরুর নাক চোখ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল, নখরযুক্ত থাবাটার প্রবল আকর্ষণে শিং সমেত মাথাটা উপর দিকে উঠে পিছনে হেলে পড়ল আর তৎক্ষণাৎ ঘাড়ের উপর নিষ্ঠুর দংশনে চেপে বসল একজোড়া দাঁতালো চোয়াল—পরক্ষণেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল গরুটার প্রাণহীন দেহ। এক কামড়েই শিকারের ঘাড় ভেঙ্গে দিয়েছে পুমা!

সমস্ত ঘটনা ঘটল নিঃশব্দে। প্রায় ৬০০ পাউণ্ড ওজনের গরুটাকে মারতে পাঁচ সেকেণ্ডের বেশী সময় নেয় নি মাংসলোলুপ শ্বাপদ!

পাহাড়ের উপর থেকে বিল দেখতে পেল দূরে উপত্যকার বুকে একপাল গরু নিশ্চিন্ত মনে ঘাস খেতে খেতে চরে বেড়াচ্ছে। বাতাস অত দূরে তাদের নাকে শ্বাপদের গায়ের গন্ধ পৌঁছে দিতে পারে নি, তাই সঙ্গীর শোচনীয় পরিণাম তারা জানতে পারল না। পুমা ততক্ষণে শিকারের মাংস ছিঁড়ে ভোজন শুরু করেছে। খাওয়ার ধরন দেখে বিল বুঝল জন্তুটা অতিশয় ক্ষুধার্ত।

হাতে রাইফেল থাকলে খুব সহজেই জন্তুটাকে গুলি চালিয়ে বিল মারতে পারত। দুঃখের বিষয়, রাইফেলটা বাঁধা ছিল ঘোড়ার জিনের সঙ্গে। পলাতক ঘোড়ার মতো রাইফেলটাও তাই এখন বিলের হাতছাড়া। অতএব নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে বিল পুমার কার্যকলাপ লক্ষ্য করতে লাগল।

পুমা এবার উঠে দাঁড়িয়ে সর্বাঙ্গ টান করে আড়মোড়া ভাঙ্গছে, রক্তাক্ত চোয়াল চেটে পরিষ্কার করছে···প্রসাধন শেষ করে অবলীলাক্রমে টানতে টানতে শিকারের গুরুভার মৃতদেটাকে নিয়ে চলেছে নিকটবর্তী গাছগুলির দিকে···

গাছের ছায়াতে বসে জন্তুটা তার ক্ষুধা নিবারণ করল। প্রায় আধঘণ্টা পরে ভোজনপর্ব সমাধা করে সে স্থান ত্যাগ করল। শ্বাপদ প্রস্থান করতেই বিল অকুস্থলে গিয়ে পুমার শিকার এবং জায়গাটাকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল।

গরুর দেহটা তখন ছিন্নভিন্ন হাড় আর মাংসের পিণ্ডে পরিণত হয়েছে। জায়গাটা রক্তে ভাসছে। তারই মধ্যে আততায়ীর পায়ের ছাপ পরীক্ষা করে বিল দেখতে পেল তার বাঁ পায়ে একটি আঙ্গুল নেই। পুমার সামনের দুই থাবায় প্রত্যেকটিতে পাঁচটি করে চারটি নখ থাকে ; দুই থাবায় থাকে দশটি। কিন্তু এই জন্তুটার বাঁ পায়ে একটি আঙ্গুল নেই বলে সে দশটির পরিবর্তে নয়টি নখের মালিক। অলঙ্কার দিয়ে বলতে গেলে বলা যায় নয়টি ছুরির মালিক। ছুরির সঙ্গে উপমা দিয়ে অলঙ্কার প্রয়োগে দোষ নেই —কারণ, ছুরির মতোই ধারালো এই নখগুলো দিয়ে পুমা তার শিকারের দেহ ছিন্নভিন্ন করে দেয়।

এর মধ্যে বিল তার কর্তব্য স্থির করে ফেলেছে। একবার গোহত্যা করেই পুমা ক্ষান্ত হবে না, সে নিশ্চয়ই আবার গরু মারবে। ফলে, এই এলাকার গরুর মালিকেরা হবে ক্ষতিগ্রস্ত। সুতরাং মাংসলোলুপ জন্তুটাকে অবিলম্বে হত্যা করা উচিত।

ঐ অঞ্চলে ওয়েব ট্যানার নামে একটি গোশালার মালিকের সঙ্গে বিলের পরিচয় ছিল। রাত্রি এগারটার সময়ে উক্ত ওয়েব ট্যানারের গোশালায় উপস্থিত হ'ল বিল এবং সমস্ত ঘটনা ওয়েবকে জানাল।

রাত তিনটের সময় গোশালা থেকে অশ্বারোহণে রওনা দিল বিল আর ওয়েব—সঙ্গে ওয়েব ট্যানারের চারটি প্রকাণ্ড শিকারী কুকুর।

অকুস্থলে গিয়ে সকাল নয়টার সময় কুকুরগুলো নিরুদ্দেশ পুমার গায়ের গন্ধ পেল। গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে চারটি কুকুরই এগিয়ে চলল উপত্যকার উপর অবস্থিত গিরিপথ ধরে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই শিকারীদের দৃষ্টির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই কুকুরের চিৎকার শুনে শিকারীরা বুঝল জন্তুগুলো পুমার সাক্ষাৎ পেয়েছে। চিৎকারের শব্দ সঙ্কীর্ণ গিরিপথের উপর দিয়ে দক্ষিণ দিকে চলে গেল। অর্থাৎ কুকুরগুলো ঐ দিকেই পুমাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শব্দ লক্ষ্য করে শিকারীরা ঘোড়া চালাল। মাঝে মাঝে ঘোড়া থামিয়ে তারা শব্দের গতি নির্ণয় করছিল। বিলকে তার সঙ্গে আসতে বলে ওয়েব হঠাৎ পূর্ব দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। লাল পাথরে ঢাকা গিরিপথটার তলায় তারা ঘোড়া থামিয়ে চুপ করে দাঁড়াল। অশ্বারোহী শিকারীদের মাথার উপর ঐ পার্বত্য পথে একটা তাকের মতো অবস্থান করছিল। ঐ পথ ধরেই দেখা দিল পুমা। সে ছুটে আসছিল দ্রুতবেগে।

আগেই বলেছি, পার্বত্য পথটা ছিল তাকের মতো আর সেই তাকের তলায় দাঁড়িয়েছিল দুই অশ্বারোহী—পুমা ঠিক মাথার উপর এসে পড়লে তাকের বেরিয়ে-আসা-অংশ তার শরীরকে আড়াল করে দেবে, তখন তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো সম্ভব হবে না—তাই তাকের তলা থেকে খোলা জায়গায় এসে দুই শিকারী পুমার দিকে সবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।
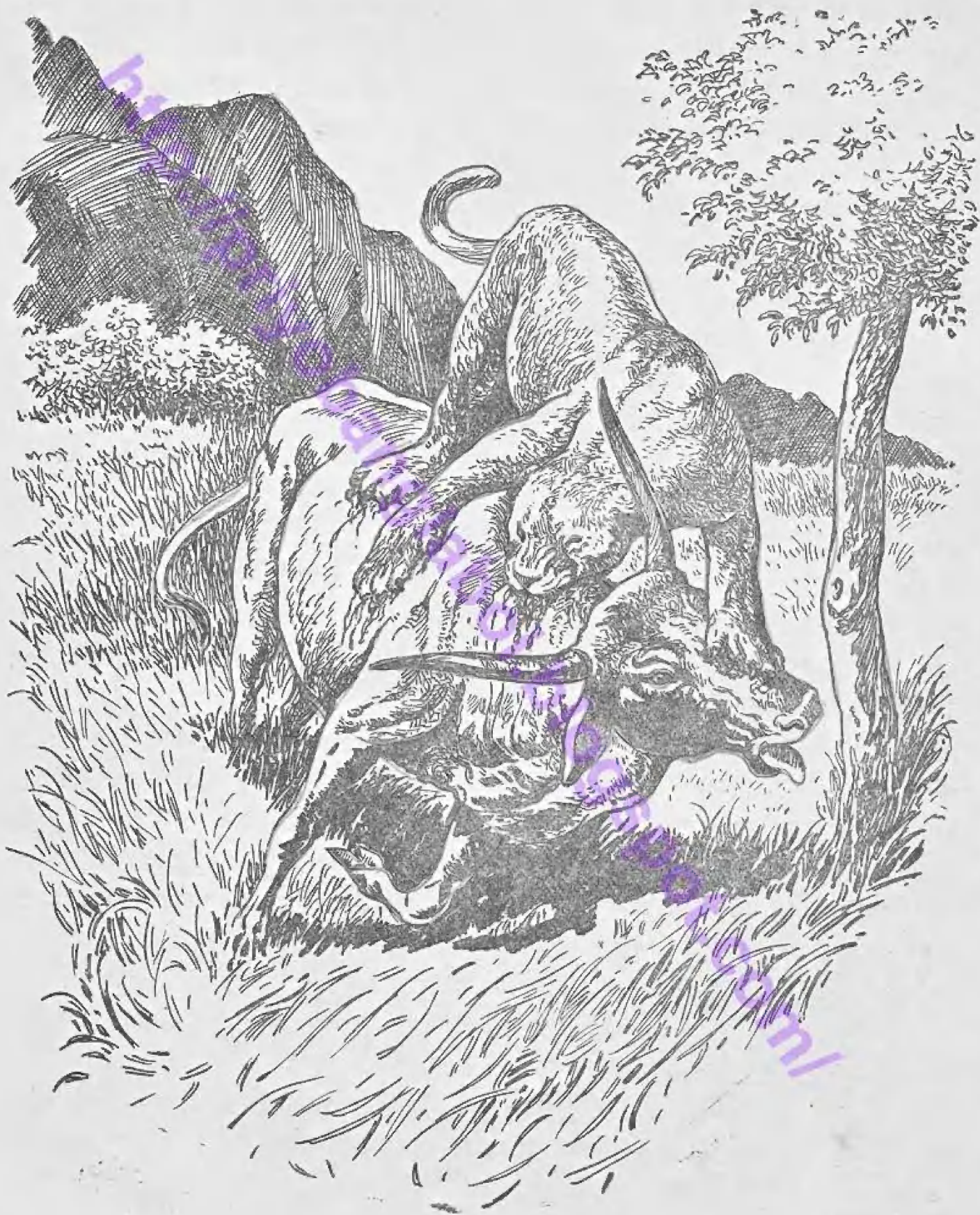
তিন চার মিনিট পরেই গিরিপথের উপর আত্মপ্রকাশ করল চারটি ধাবমান হাউণ্ড। তারা জানে, পুমা পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারবে না। পুমা অত্যন্ত ক্ষিপ্র ও দ্রুতগামী, কিন্তু সে বেশীক্ষণ জোরে ছুটতে পারে না। কুকুর পুমার মতো দ্রুতগামী না হলেও সমানবেগে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছুটতে পারে—কাজেই, দৌড়ের প্রতিযোগিতায় কুকুরের সাথে পুমার পরাজয় অনিবার্য।

একটু পরেই কিছুদূরে পাহাড়ের গা থেকে সারমেয়কণ্ঠের সমবেত চিৎকার শোনা গেল। দুই শিকারী চমকে উঠল। পুমা যেভাবে ছুটছিল তাতে এতক্ষণ তার একশো গজ দূরে চলে যাওয়ার কথা, কিন্তু কুকুরের চিৎকারের ধরন শুনে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে তাকের-মতো-বেরিয়ে-আসা গিরিপথটার উপরেই তারা পুমাকে ঘেরাও করেছে।

কুকুরের চিৎকার হঠাৎ ভয়ংকর হয়ে উঠল—লড়াইয়ের শব্দ! দুই শিকারী সচমকে মুখ তুলে দেখল তাদের মাথার উপর তাকের মতো পার্বত্য পথের উপর দাঁড়িয়ে আছে পুমা। সে পালায় নি। কুকুরের তাড়া খেয়ে গাছে উঠতেও সে রাজী নয়। তার কান দুটো চ্যাপটা হয়ে মাথার খুলির সঙ্গে মিশে গেছে। লম্বা ল্যাজটা এপাশে ওপাশে আছড়ে পড়ছে চাবুকের মতো—একেবারে 'রণং দেহি' মূর্তি!

বিল একবার রাইফেল তুলল। সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিল ওয়েব, "গুলি চালিও না।"

না, গুলি চালানোর উপায় নেই। কুকুরের গায়ে লাগতে পারে। কুকুরগুলো এখন পুমার কাছে এসে পড়েছে। তারাও দস্তুরমতো আশ্চর্য হয়ে গেছে। কুকুরের সামনে পুমা বড় একটা রুখে দাঁড়ায় না। দম ফুরিয়ে গেলে তারা গাছে উঠে কুকুরদের ফাঁকি দিতে চেষ্টা করে। সেই অবসরে শিকারী এসে তলা থেকে গুলি ছুঁড়ে পুমাকে হত্যা করে। কিন্তু এই বেপরোয়া পুমাটা চার-চারটে হাউণ্ডের সামনে রুখে দাঁড়িয়েছে, বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করতে সে রাজী নয়।

একটা প্রকাণ্ড লালচে-বাদামী রংএর কুকুর পুমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিদ্যুতের মতো থাবা চালাল পুমা। দারুণ যাতনায় আর্তনাদ করে উঠল আহত হাউণ্ড। থাবার ধারাল নখগুলো কুকুরটার পেট চিরে নাড়িভুঁড়ি বার করে দিয়েছে। পাহাড়ের গায়ে ছড়ানো পাথরগুলোর উপর ছিটকে পড়ল মরণাহত কুকুর।

পাগলের মতো চিৎকার করে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামল ওয়েব, তারপর গিরিপথের বেরিয়ে-আসা অংশটার উপর ওঠার চেষ্টা করতে লাগল। বিলও ঘোড়া ছেড়ে ওয়েবের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে সচেষ্ট হ'ল। মাথার উপর সঙ্কীর্ণ গিরিপথ থেকে ভেসে এল আরও একটা কুকুরের মৃত্যুকাতর আর্তনাদ। উপরে ওঠার চেষ্টা ছেড়ে ওয়েব রাইফেল তুলে শূন্যে আওয়াজ করল।

তাকের মতো জায়গাটায় এইবার তারা উঠে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পুমার ছিপছিপে শরীরটা তাদের কয়েক গজ দূর দিয়ে তীরবেগে লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে গেল।

এক লম্বা লাফ—বিল এসে পড়ল দুটি ঘোড়ার ঠিক মাঝখানে। কিন্তু ঘোড়ার পিঠে ওঠার আগেই ঘোড়া দুটো চিৎকার করে পিছনের পায়ে খাড়া হয়ে উঠল। তারপর দৌড়ে পালিয়ে গেল সেখান থেকে।
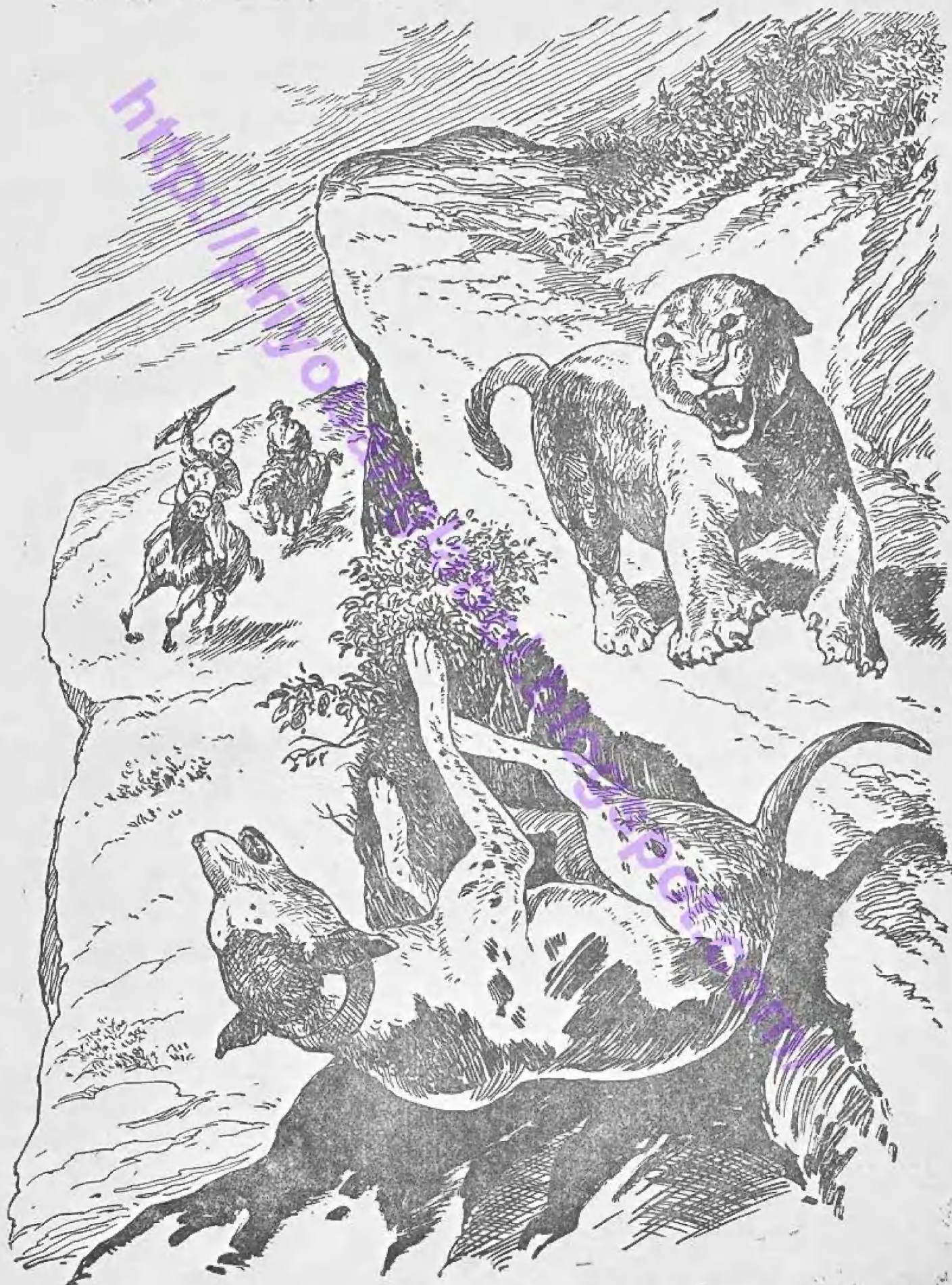
পুমাও লাফ মারল এবং তাকের মতো গিরিপথের তলায় তার ধাবমান দেহ অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের পলকে···

জীবিত কুকুর দুটোকে সঙ্গে নিয়ে ওয়েব ফিরে চলল। সঙ্গে বিল ব্রায়াণ্ট। পথ চলতে চলতে ওয়েব আপন মনেই বার বার বলছে, "বিশ্বাস হয় না। আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না।"

বিশ্বাস হওয়ার কথা নয়। নিতান্ত নিরীহ আর ভীরু বলে চিহ্নিত পুমার এমন বেপরোয়া হিংস্র আচরণ একেবারেই কল্পনাতীত, অবিশ্বাস্য।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পলাতক ঘোড়া দুটির সন্ধান পাওয়া গেল। সেই রাতটা শিকারীরা খোলা মাঠে শুয়ে কাটিয়ে দিল। কিছু খাদ্য তারা সঙ্গে এনেছিল, সেই খাবার কুকুরদের সঙ্গে ভাগ করে খেয়ে তারা কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ল।

খুব সকালে উঠে আবার তারা পলাতক শ্বাপদের সন্ধানে যাত্রা করল। প্রায় আঠার ঘণ্টা পরেও অকুস্থল থেকে পুমার গায়ের গন্ধ শুঁকে জন্তুটার যাত্রাপথ নির্ণয় করতে শিক্ষিত কুকুরদের একটুও অসুবিধা হ'ল না।

পুরো দুটি ঘণ্টা ধরে কুকুরের পিছনে পথ চলতে চলতে শিকারীরা এসে পড়ল একটা বড় জঙ্গলের মধ্যে। জঙ্গল কিছুদূর গিয়ে যেখানে শেষ হয়েছে, সেই জায়গাটা আবার নিচু হয়ে নেমে গেছে তলার দিকে। ঐ নিম্নভূমি আর ঢালু জায়গাটা পাথরে ভর্তি। ওয়েবের প্রস্তাব অনুসারে বিল ঘোড়া দুটোকে নিয়ে জঙ্গলের শেষপ্রান্তে দাঁড়াল আর কুকুরের পিছনে পায়ে হেঁটে ওয়েব নেমে গেল নিম্নভূমিতে। তলা থেকে ওয়েব আর কুকুর দুটোর তাড়া খেয়ে পুমা আবার জঙ্গলে ঢুকে পাহাড়ের দিকে পলায়নের চেষ্টা করতে পারে, সেই জন্যই বিলকে পাহারায় রেখে গেল ওয়েব।

অনেকক্ষণ ধরে ওয়েবকে লক্ষ্য করল বিল। প্রায় এক মাইল দূর থেকেও ওয়েবকে বিল দেখতে পাচ্ছিল। ওয়েব তখন একটা চলন্ত বিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

হঠাৎ বিলের ঘোড়া অস্বস্তি প্রকাশ করতে লাগল।

বাহনের এমন ভাবান্তরের কারণ অনুসন্ধান করার জন্য বিল এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। ডানদিকে পাহাড়ের গায়ে উপর দিকে দৃষ্টিপাত করতেই বিলের চক্ষুস্থির!

পাহাড়ের গায়ে অনেকগুলো ছোট বড় পাথর আর ঝোপঝাড়ের ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে একটা হরিণের শিং! বলাই বাহুল্য, একটা জীবন্ত হরিণ পাহাড়ের ঢালে মাথা দিয়ে ওভাবে শুয়ে থাকতে পারে না—সুতরাং ওটি যে মৃতদেহ এবং এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক যে একটি পুমা, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

দূরবীন চোখে লাগিয়ে বিল দেখল কুকুর দুটো গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে জঙ্গলের দিকেই ফিরে আসছে। অর্থাৎ শ্বাপদ ওখান থেকে এইদিকেই ফিরেছে। বিল বুঝল তাদের আসামী পলাতক পুমাই এই হরিণটাকে হত্যা করেছে। ঘোড়া দুটোকে বেঁধে বিল পাথর আর ঝোপঝাড় সরিয়ে হরিণের মৃতদেহটার গায়ে হাত রাখল। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ের চমক—শরীরটা এখনও গরম! অর্থাৎ কয়েক ঘণ্টা আগেই জন্তুটাকে মেরেছে পুমা!

পাহাড়টা খুব উঁচু নয়। ভরপেট খাওয়ার পর মাংসাশী পশুরা কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিতে চায়। পুমাও নিশ্চয় এখন কাছাকাছি কোথাও নিদ্রাসুখ উপভোগ করছে। ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে আবিষ্কার করতে পারলে সহজেই শ্বাপদের নিদ্রাকে চিরনিদ্রায় পরিণত করা যাবে—সুতরাং ওয়েবের জন্য অপেক্ষা না করে পদচিহ্ন অনুসরণ করে পাহাড়ে উঠতে শুরু করল বিল···

যেখানে এসে বিল থামল, সেটা একটা সঙ্কীর্ণ গিরিপথ। পথের দুই ধারে অবস্থান করছে দুটি প্রকাণ্ড পাথর। শক্ত পাথুরে জমিতে এখন আর পুমার পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ নিজের বোকামি বুঝতে পারল বিল। পুমা কাছাকাছি কোথাও থাকতে পারে, অথবা এখান থেকে এক বা একাধিক মাইল দূরেও অবস্থান করতে পারে—কুকুরের সাহায্য না নিয়ে তাকে ধরা অসম্ভব।

রাইফেল পিঠে ঝুলিয়ে বিল একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করল। ধোঁয়া টানতেই তার মনে হ'ল তামাকের গন্ধের সঙ্গে পুমার গায়ের দুর্গন্ধও তার নাকে আসছে। কিন্তু তা কি করে সম্ভব? মানুষের ঘ্রাণেন্দ্রিয় কুকুরের মতো প্রখর অনুভূতিসম্পন্ন নয়। মাত্র কয়েক ফুট দূর থেকে এমন তীব্র শ্বাপদ-গন্ধ মানুষের নাকে আসতে পারে। বিল এদিক-ওদিক তাকাল—নাঃ, কোথাও পুমার চিহ্নমাত্র নেই।

হঠাৎ একটা কুকুরের চিৎকার বিলের কানে ভেসে এল। বিলের মনে হ'ল ওদের সাহচর্য পেলে সে কিছুটা স্বস্তি বোধ করবে। ওরা কত দূরে আছে দেখার জন্যে পাহাড়ের ঢালের দিকে ঝুঁকে নিচের দিকে দৃষ্টিপাত করল বিল, স্বাভাবিকভাবেই তার চোখ পড়ল পায়ের দিকে—সঙ্গে সঙ্গে দারুণ আতঙ্কে তার হৃদ্‌পিণ্ড বুকের ভিতর চমকে উঠল!

মাথার উপর জ্বলছে মধ্যাহ্ন-সূর্য। পায়ের কাছে পড়েছে একটা ছায়া। ছায়ার মাথা আর কাঁধের ভঙ্গি দেখলেই বোঝা যায় যে, ছায়ার পিছনে যে কায়া রয়েছে সে এখন লাফ মারার উদ্যোগ করছে।

পুমা!

একটু আগে তারই গায়ের গন্ধ পেয়েছিল বিল।

এক মুহূর্তের জন্য দারুণ আতঙ্কে বিল স্থাণু হয়ে গেল।

পরক্ষণেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো পিঠ থেকে রাইফেল টেনে নিয়ে সে গুলি চালাল। না, ছায়ার দিকে নয়—পুমার নিরেট কায়া লক্ষ্য করেই গুলি চালিয়েছিল সে। পুমা তখন মাথার উপরের মস্ত পাথরটার উপর থেকে লাফ মেরেছে বিলকে লক্ষ্য করে—তার দেহ এখন শূন্যে, ধারাল দাঁতগুলো বেরিয়ে এসেছে মুখের ভিতর থেকে, নয়টি বাঁকা ছুরির মতো নয়টি ক্ষুরধার নখ প্রসারিত হয়েছে বিলকে ছিঁড়ে ফেলার জন্য।

রাইফেল সগর্জনে অগ্নিবর্ষণ করল। পুমার ডান থাবা—যে-থাবায় পাঁচটি নখই বর্তমান—সেই থাবাটা যেন ধাক্কা খেয়ে একপাশে ছিটকে সরে গেল। শূন্যপথেই একবার ঘুরপাক খেয়ে পুমার দেহটা এসে পড়ল বিলের গায়ের উপর এবং সংঘাতের ফলে দু'জনেই হ'ল ধরাশয্যায় লম্বমান।

প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে কারও অবস্থাই এখন খুব ভাল নয়। বিলের হাতের রাইফেল ছিটকে পড়েছে

বেশ কয়েক ফুট দূরে। সেটাকে তুলতে গেলেই আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু যে আক্রমণ করবে সেই পুমার অবস্থাও বেশ কাহিল। ডান দিকের কাঁধ ভেঙ্গে গেছে গুলির আঘাতে। সেই আঘাতের ফলে চৈতন্য একেবারে লুপ্ত না হলেও পুমা যেন কিছুটা আচ্ছন্ন ও অবশ হয়ে পড়েছে।

বিল জন্তুটার দিকে চাইল। আহত পুমা এখনই সামলে উঠবে সন্দেহ নেই। পুমার কাঁধ ভেঙ্গে গিয়ে ডান থাবা অবশ্য অকেজো, কিন্তু বাঁ দিকের থাবার চারটি ধারাল নখ এখনও অটুট—পিছনের পায়ের নখগুলো শত্রুর দেহ ফালা ফালা করে ছিঁড়ে ফেলতে পারে মুহূর্তের মধ্যে, দুই চোয়ালে সাজানো দাঁতগুলোই বা কম কি? নাঃ, তাকে সামলে উঠতে দিলে আর রক্ষা নেই—কোমর থেকে ছুরি নিয়ে পুমার পিঠের উপর লাফিয়ে পড়ল বিল।

বাঁ হাত দিয়ে পুমার গলা প্রাণপণে জড়িয়ে ধরে সে ডান হাতে সজোরে ছুরিকাঘাত করল। ছুরি বাঁট পর্যন্ত ঢুকে গেল পুমার পাঁজরে।

কিন্তু জন্তুটার দৈহিক শক্তি অসাধারণ। এমন সাংঘাতিক আঘাত খেয়েও সে মাটি নিল না। এমন জোরে সে লাফিয়ে উঠল যে তার পিঠের উপর থেকে বিল ছিটকে পড়ল কয়েক ফুট দূরে। সঙ্গে সঙ্গে বিকট চিৎকার—এমন বীভৎস রক্ত-জল-করা জান্তব ধ্বনি আগে কখনও বিলের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নি। তার সর্বাঙ্গ দিয়ে ছুটে গেল আতঙ্কের বিদ্যুৎপ্রবাহ।

সংঘাতের ফলে পুমাও ছিটকে পড়েছিল পথের উপর। কয়েকবার গড়াগড়ি খেয়ে সে উঠে পড়ল, গুঁড়ি মেরে বসে তীব্র দৃষ্টিতে চাইল শত্রুর দিকে। হিংস্র আক্রোশে জ্বলে উঠল দুই পিঙ্গল চক্ষু। বিল শুনতে পেল পিছনের থাবা দুটোর নখ পাথুরে জমির উপর সশব্দে ঘর্ষিত হ'ল, অর্থাৎ জমি আঁকড়ে ধরে জন্তুটা লাফ দেওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছে। সামনের দিকের ডান থাবাটা অকর্মণ্য। বাঁ থাবার প্রসারিত চারটি নখ বিলের নজরে পড়ল। নয়টির মধ্যে পাঁচটি ছুরি বুলেটের আঘাতে অকেজো, কিন্তু চারটি ছুরি এখনও শত্রুর দেহ ছিন্নভিন্ন করতে প্রস্তুত।

পুমার কাঁধ ভেঙ্গে গেছে গুলিতে, পাঁজর ফুটো করে ফুসফুস পর্যন্ত ঢুকে গেছে ছুরি—তার মৃত্যু নিশ্চিত। কিন্তু মৃত্যুর আগেই সে মরণ-কামড় বসাবে। ছুরির কোপ মেরে শ্বাপদের প্রতিহিংসাকে প্রতিহত করা যাবে না। রাইফেল নাগালের বাইরে, হাতের ছুরি শ্বাপদের নখদন্তের কাছে নিতান্তই তুচ্ছ; পিছনে পালানোর পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে পাথরের দেয়াল, সামনে মূর্তিমান মৃত্যুর মতো আহত পুমা—বিল জীবনের আশা ত্যাগ করল।

হঠাৎ কুকুরের চিৎকার ভেসে এল বিলের কানে। সচমকে মুখ তুলে সে দেখল যে-পাথরটার উপর থেকে পুমা একটু আগেই তার উপর লাফিয়ে পড়েছিল, সেইখানে দুটো কুকুর নিয়ে উপস্থিত হয়েছে ওয়েব। বিলের অবস্থা দেখে ওয়েব চিৎকার করে উঠল। পুমার জ্বলন্ত দৃষ্টি তবুও বিলের দিকেই নিবদ্ধ—কুকুরের চিৎকার এবং মানুষের গলার আওয়াজ শুনেও সে কিছুমাত্র বিচলিত হ'ল না।
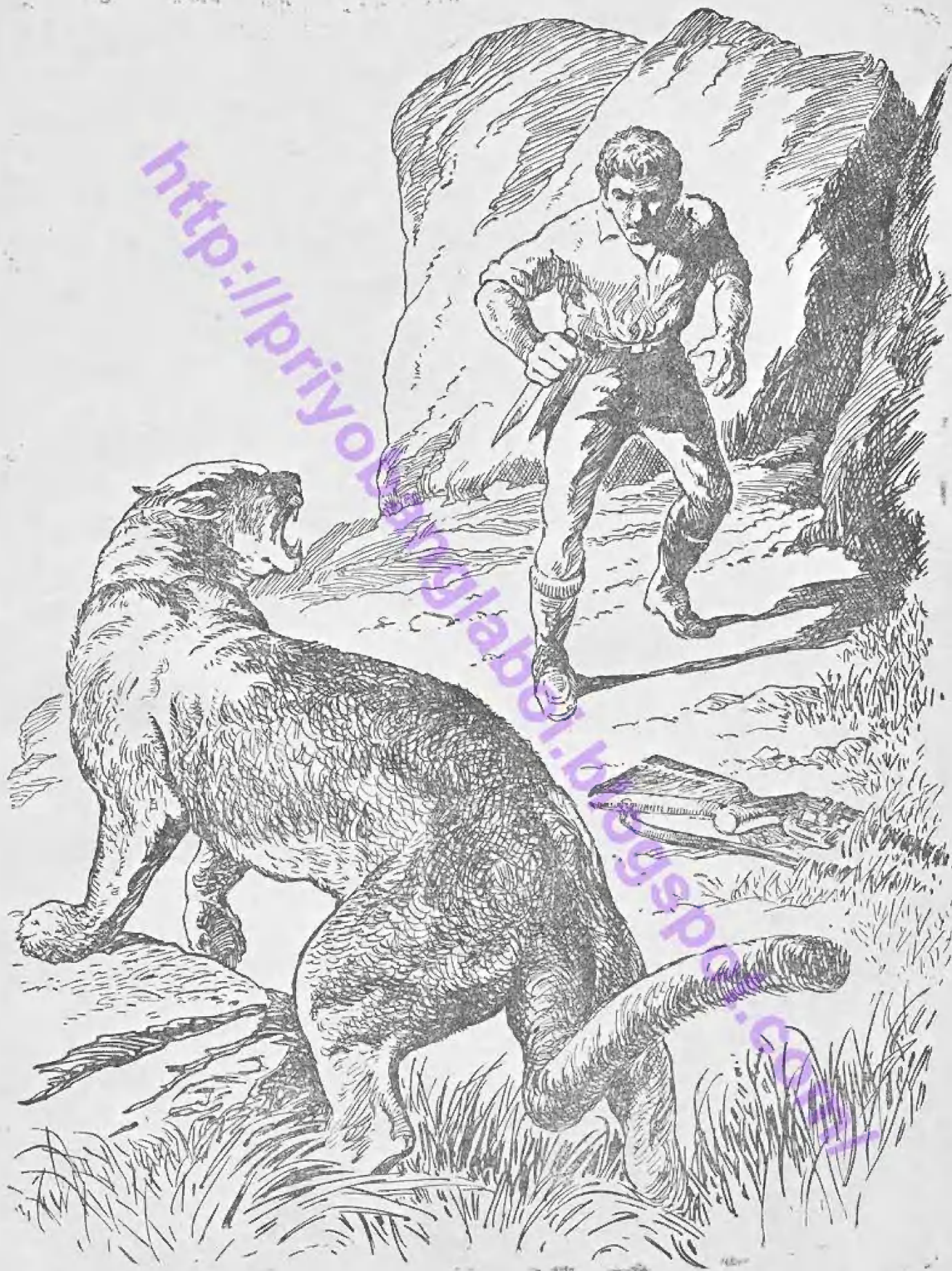
পুমা লাফ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হ'ল। বিল নিচু হয়ে শক্ত হাতে ছুরি বাগিয়ে ধরল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে অগ্নি-উদ্‌গার করে গর্জে উঠল ওয়েবের রাইফেল। সঙ্গে সঙ্গে উঁচু পাথরটার উপর থেকে লাফ মেরে নিচে নেমে এল কুকুর দুটো, বীরবিক্রমে দংশন করতে লাগল ধরাশায়ী পুমার দেহে।

পুমার দেহ নিস্পন্দ। বার বার কামড় খেয়েও তার সাড় হ'ল না। মখমলের মতো থাবা দুটোর ভিতর থেকে প্রতিহিংসার উদগ্র আগ্রহে একবারও বেরিয়ে এল না নয়টি বাঁকা বাঁকা নখ, ওয়েবের গুলি খেয়ে মরণ-ঘুমে ঘুমিয়ে পড়েছে নয়টি ছুরির মালিক।

আফ্রিকার
কেপ বাফেলো

মহিষগোষ্ঠীর কোন জানোয়ারকেই নিরীহ বলা চলা চলে না, মহিষমাত্রেই ভয়ঙ্কর জীব। গৃহপালিত মহিষও উত্তেজিত হয়ে মানুষের প্রাণ হরণ করেছে এমন ঘটনা খুব বিরল নয়, বন্য মহিষের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। তবে মহিষগোষ্ঠীর অন্তর্গত বিভিন্ন ধরনের জানোয়ারের মধ্যে সম্ভবতঃ 'কেপ বাফেলো' নামক আফ্রিকার মহিষই সবচেয়ে ভয়ানক জীব।

মহিষ পরিবারের সকল পশুরই প্রধান অস্ত্র শিং আর খুর। কেপ বাফেলো নামে আফ্রিকার অতিকায় মহিষও ঐ দুই মহাস্ত্রে বঞ্চিত নয়। উপরন্তু তার মাথার উপর থাকে পুরু হাড়ের দুর্ভেদ্য আবরণ। শিরস্ত্রাণের মতো মাথার উপর দৃশ্যমান ঐ সুকঠিন অস্থি-আবরণ ভেদ করে শ্বাপদের নখদন্ত অথবা রাইফেলের গুলি মহিষের মস্তিষ্কে আঘাত হানতে পারে না। ঐ অস্থি-আবরণের ইংরেজি নাম 'বস্ অব দি হর্নস্', সংক্ষেপে 'বস্'। বস্-এর দুইদিকে অবস্থিত শিংএর দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ ৩৬ ইঞ্চি থেকে ৪৫ ইঞ্চি। তবে ৫৬ ইঞ্চি লম্বা শিংও দেখা গেছে।

কেপ বাফেলো সাধারণতঃ দলবদ্ধ হয়ে বাস করে। দলের আধিপত্য নিয়ে পুরুষ মহিষদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই আছে। সদ্যযৌবনপ্রাপ্ত তরুণ মহিষদের আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে প্রাচীন মহিষরা অনেক সময় দল ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। দলছাড়া মহিষ যত্র তত্র ঘুরে বেড়ায় এবং পৃথিবীর যাবতীয় দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জীব সম্পর্কে প্রচণ্ড বিদ্বেষ পোষণ করে। নিঃসঙ্গ পুরুষ মহিষ সম্পূর্ণ বিনা কারণে মানুষ বা পশুকে আক্রমণ করতে পারে। সুদানের অরণ্যে এক অনভিজ্ঞ শ্বেতাঙ্গ যুবক ঐরকম একটি নিঃসঙ্গ মহিষ সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, সেই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার ভয়াবহ বিবরণ পাঠকদের সামনে উপস্থিত করছি।

কাহিনীটি ভুক্তভোগীর নিজস্ব জবানীতেই পরিবেশিত হ'ল ঃ

"আমার বয়স যখন কুড়ির কিছু বেশী, সেই সময় শিকার-কাহিনী, অভিযান-কাহিনী ও জীবজন্তু বিষয়ক প্রচুর পুস্তক পাঠ করে আমার ধারণা হ'ল ঐসব বিষয়ে আমি যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করেছি—এইবার একটা অভিযানে বেরিয়ে পড়লেই হয়। অতএব সকলের মতামত অগ্রাহ্য করে আমি উপস্থিত হ'লাম আফ্রিকায় অবস্থিত সুদানের খার্তুম নামক স্থানে।

কিছুদিনের মধ্যেই মহম্মদ আলি নামে একজন স্থানীয় মানুষের সঙ্গে আমার খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠল। আমার শুভার্থীরা সকলেই একবাক্যে ঐ লোকটির সঙ্গে মেলামেশা করতে নিষেধ করেছিলেন। তাঁদের মতে লোকটি হচ্ছে পয়লা নম্বরের মিথ্যাবাদী আর ধাপ্পাবাজ; অতএব তার সংশ্রব থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকাই নাকি মঙ্গলজনক। শুধু তাঁরা নন, সমগ্র খাতুমের সমস্ত অধিবাসী মহম্মদ আলিকে অতিশয় দুষ্ট চরিত্রের লোক বলেই মনে করত। কিন্তু আমার তখন অল্প বয়সের গরম রক্ত, তার উপর বিস্তর পড়াশুনা করে নিজেকে প্রায় সবজান্তা বলে মনে করছি—অতএব, কারও কথায় আমি কান দিলাম না। মহম্মদ আলির মুখে যে-সব ভয়াবহ ঘটনার চাক্ষুষ বর্ণনা শুনেছিলাম, সেইসব ঘটনা যে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণী না হয়ে ধাপ্পাবাজ মিথ্যাবাদীর মস্তিষ্ক-প্রসূত কল্পনাশক্তির উৎকৃষ্ট উদাহরণ হ'তে পারে, এমন কথা আমার মনে আসেনি—মহম্মদ আলি সম্বন্ধে জনসাধারণের অভিমত আমি ঈর্ষাকাতর মানুষের নিন্দা বলেই ধরে নিয়েছিলাম। সুতরাং শিকার অভিযানের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত সঙ্গী হিসাবে যে-লোকটিকে আমি বেছে নিয়েছিলাম, তার নাম মহম্মদ আলি।

খবর পেয়েছিলাম 'ফাংপ্রভিন্স' নামে সুদানের একটি অরণ্যসঙ্কুল অঞ্চলে বন্যমহিষের একটি বিরাট দল উপস্থিত হয়েছে। ঐ মহিষযূথকে স্বচক্ষে দর্শন করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলাম। মহম্মদ আলিকে প্রচুর পারিশ্রমিকের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারই তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছয়জন স্থানীয় অধিবাসীর সঙ্গে রওনা হলাম মহিষযূথের সন্ধানে। যে ছয়জন লোক মোট বহন করার জন্য আমার সঙ্গে চলল, তারা আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আদৌ অবহিত ছিল না। নির্দিষ্ট স্থানের কাছে এসে তাদের জানালাম মহিষযূথের সাক্ষাৎলাভ করতেই আমি ঐ অঞ্চলে পদার্পণ করেছি। আমার বক্তব্য শেষ হতে-না-হতেই ছয়জন মোটবাহকের মধ্যে শুরু হ'ল তীব্র কণ্ঠস্বরের প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা। আমি তখনও খুব ভালোভাবে স্থানীয় মানুষের ভাষা আয়ত্ত করতে পারিনি—সেই বিজাতীয় ভাষার তুমুল কোলাহল ভেদ করে তাদের বক্তব্যবিষয় আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। মহম্মদ আলিকে ডেকে তাদের এমন অসঙ্গত আচরণের কারণ জানতে চাইলাম। সে বলল, আমার প্রস্তাব শুনে অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে তারা উল্লাস প্রকাশ করছে। সুতরাং ঐ বিষয়ে আমার মাথা ঘামানোর দরকার নেই।

কিন্তু তিনদিন পরে এক মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হতেই আমি যখন আবিষ্কার করলাম

একমাত্র মহম্মদ আলি ছাড়া দলের প্রত্যেকটি লোকই তাঁবু ছেড়ে অদৃশ্য হয়েছে, তখন দস্তুরমতো মাথা ঘামাতে বাধ্য হলাম। মহম্মদ আলিকে ডাকলাম আমি। দলের সবাই পালিয়ে গেছে শুনে সে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠল। তৎক্ষণাৎ ঘোড়া সাজিয়ে সে জানাল, সবচেয়ে বড় মহিষের মাথাটা আমায় সংগ্রহ করে দেবে বলে যে প্রতিজ্ঞা সে করেছিল, সেই প্রতিজ্ঞা পালন করতে সে বদ্ধপরিকর—হতচ্ছাড়া পলাতকদের সে বুঝিয়ে দেবে কারও সাহায্যের ভরসা মহম্মদ আলি করে না, সে একাই কার্যসিদ্ধি করতে পারে।

তার বাক্যস্রোতে আমি তখন হতভম্ব। আমাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সে তড়াক করে ঘোড়ার পিঠে উঠে তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

হঠাৎ আমার মনে হ'ল, মহম্মদ আলি বোধহয় আমাকে ফাঁকি দিয়ে অন্যান্য সহচরদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চায়। আমার সন্দেহ সত্য, না কি, অন্যায়ভাবে মহম্মদ আলির সদিচ্ছায় সন্দিহান হয়ে তার সম্পর্কে আমি অবিচার করেছিলাম, সেকথা কোনদিনই জানা সম্ভব হবে না। কারণ, মুহূর্তের মধ্যে সমগ্র ঘটনা এগিয়ে গেল এক ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে।

মহম্মদ আলি তখনও ঘোড়ার পিঠে দৃশ্যমান, আমি হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে উঠে প্রাণপণে চিৎকার করে তাকে ফিরে আসতে বলছি—এমন সময়ে হঠাৎ ঝোপ-জঙ্গল ভেদ করে আমার থেকে প্রায় তিনশ' ফুট দূরে আত্মপ্রকাশ করল এক প্রকাণ্ড বন্যমহিষ।

যে-দলটিকে আমি অনুসরণ করতে চেয়েছিলাম, এই জন্তুটা সেই দলভুক্ত নয়। একটা দলছাড়া মহিষের একক উপস্থিতি ঘটনাস্রোতকে বদলে দিল মুহূর্তের মধ্যে।

মহিষ তার কর্তব্য স্থির করতে একটুও দেরি করল না, ঝড়ের বেগে ধেয়ে এল মহম্মদ আলির বাহন আরবী ঘোড়াটার দিকে।

চিৎকার করে মহম্মদ আলিকে সাবধান করে দিয়ে আমি তাঁবুতে ঢুকে রাইফেল নিয়ে এলাম। কিন্তু বড় দেরি হয়ে গিয়েছিল, গুলি চালানোর আগেই মহিষ একেবারে ঘোড়াটার গায়ের উপর এসে পড়ল। শৃঙ্গধারী জীব শিং দিয়ে আঘাত করার আগে মাথা নিচু করে চোখ মুদে ফেলে, কিন্তু এই জন্তুটা দেখলাম মাথা উঁচু করেই ছুটে এল শত্রুর দিকে—আঘাত হানার পূর্ব-মুহূর্তেই সে কেবল মাথাটাকে নিচু করেছিল।

পরে জেনেছিলাম কেপ বাফেলো শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মাথা উঁচু করে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করে এবং আঘাত হানার আগেও চোখ খুলে রাখে—কারণ, ভালোভাবে দেখে শত্রুর দুর্বল স্থানে আঘাত হানতে চায় কেপ বাফেলো।

গুলি চালানোর সুযোগ পেলাম না। প্রচণ্ড সংঘর্ষে মিলিত হ'ল মহিষ ও ঘোটক। ঘোড়াটার বুকের ভিতর শিং ঢুকিয়ে মহিষ তাকে শূন্যে তুলে ফেলল।

মহম্মদ আলি ছিটকে পড়েছিল কয়েক গজ দূরে। ছুটে পালানোর জন্য সে ভুমিশয্যা ত্যাগ

করে উঠে দাঁড়াতে সচেষ্ট হ'ল, কিন্তু সে মাটি ছেড়ে উঠে দাঁড়ানোর আগেই মহিষ তাকে লক্ষ্য করে ছুটে এল।

ঘোড়াটা তখনও মহিষের মাথার উপর শৃঙ্গাঘাতে বিদ্ধ অবস্থায় ছটফট করছিল। অবাক হয়ে দেখলাম ঘোটকের দেহভার মহিষের গতিরোধ করতে পারল না—শিংএ আটকানো ঘোড়াটাকে নিয়েই সেই ভয়ানক জানোয়ার এসে পড়ল মহম্মদ আলির উপর।

গুলি ছুঁড়লাম। রাইফেলের বুলেট কেপ বাফেলোর হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করে তাকে মৃত্যুশয্যায় শুইয়ে দিল। ঘোড়াটা তখনও শিংএ আটকে যাতনায় ছটফট করছিল। রাইফেলের দ্বিতীয় গুলি তাকে অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়ে মৃত্যুকে সহজ করে দিল। মহিষের দেহে প্রাণ ছিল না, গুলি লাগার সঙ্গে সঙ্গেই সে মারা পড়েছিল।

মহম্মদ আলিকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলাম। চেষ্টা সফল হ'ল না। মহিষ আর ঘোড়া জড়াজড়ি করে তার উপর পড়েছিল। ছ'টি বিশাল দেহের তলায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করল মহম্মদ আলি···

উপরে উল্লিখিত ঘটনার বিবরণ যিনি দিয়েছেন, সেই অখ্যাত যুবকের নাম ছিল আত্তিলিও গত্তি। সেদিনের সেই অখ্যাত যুবক পরবর্তীকালে প্রথম মহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষে যোগ দিয়ে 'কমাণ্ডার আত্তিলিও গত্তি' নামে খ্যাতিলাভ করেন। বিশ্বযুদ্ধের সর্বগ্রাসী অগ্নি নির্বাপিত হওয়ার পর কম্যাণ্ডার আত্তিলিও গত্তি আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে পর্যটন করেছিলেন এবং সেই ভ্রমণ-কাহিনীর বিবরণ দিয়ে একটি পুস্তক প্রকাশ করে বহু পাঠকের মনোযোগ আকৃষ্ট করেছিলেন। উক্ত পুস্তকে বর্ণিত ঘটনাগুলি অতিশয় রোমাঞ্চকর ও শিক্ষাপ্রদ বটে, কিন্তু সেইসব বিবরণী আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু নয়—তাই এই প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করলাম। এইবার মার্কিন মুলুকের এক আধুনিক শিকারীর অভিজ্ঞতার কাহিনী পাঠকদের পরিবেশন করছি।

শিকারীর নাম জন পি. বার্গার। আমেরিকানদের মধ্যে অনেকেরই শিকারের শখ আছে। এই সাংঘাতিক শখ চরিতার্থ করার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বনভূমিতে জীবন বিপন্ন করতেও তাঁরা ইতস্ততঃ করেন না।

আফ্রিকার অরণ্য বিভিন্ন জানোয়ারের প্রিয় বাসভূমি। তাই উক্ত অরণ্যকে 'শিকারীর স্বর্গ' বললে আদৌ অত্যুক্তি হয় না। আরও অনেকের মতোই বর্তমান কাহিনীর অন্যতম নায়ক বার্গার সাহেব শিকারীর স্বর্গ উপভোগ করতে অর্থাৎ আফ্রিকার জঙ্গলে শিকার করতে এসেছিলেন। তাঁর শিকার অভিযানের মেয়াদ যেদিন ফুরিয়ে গেল, তিনি যেদিন শিকারের পিছনে ছুটোছুটি থামিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম নেবেন বলে মনস্থ করলেন—সেইদিনই তিনি লাভ করলেন শিকারী জীবনের চরম অভিজ্ঞতা, কয়েক মুহূর্তের জন্য নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ালেন মিঃ বার্গার···

বার্গার সাহেবের আদেশে তাঁবু গুটিয়ে রাখা হ'ল। উত্তরদিকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে অবস্থিত পরবর্তী আস্তানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হবে, সুতরাং পথিমধ্যে মোটবাহকদের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করা দরকার। একটা ছোটখাটো অ্যান্টিলোপ (হরিণ জাতীয় পশু) মারতে পারলেই জন্তুটার মাংসে মোটবাহকদের ক্ষুণ্ণিবৃত্তি করা যায়—অতএব, শেষবারের মতো শিকারের উদ্‌যোগ করলেন মিঃ বার্গার।

খুব সকালে নয়জন নিগ্রো সঙ্গী নিয়ে মিঃ বার্গার চললেন অ্যান্টিলোপের সন্ধানে। খাদ্য ও পানীয় বলতে সঙ্গে নিলেন আধ গ্যালন জল, এক বোতল কফি আর ছ'টি আম। ছপুরের আগেই তিনি তাঁবুতে ফিরে আসবেন বলে স্থির করেছিলেন, তাই, খুব বেশী খাদ্যদ্রব্য বহন করার প্রয়োজন বোধ করেননি মিঃ বার্গার।

নিকটবর্তী একটা জলাশয়ে জন্তুরা জলপান করতে আসত, সেইখানেই বাঞ্ছিত জীবটির দেখা পাওয়ার আশা করেছিলেন শিকারী। কিন্তু যথাস্থানে পৌঁছে দেখা গেল জলাশয়ের কাছে সুদীর্ঘ

ঘাসজঙ্গলের উপর জ্বলছে লেলিহান অগ্নি—দাবানল। বনের কোথাও আগুন লাগলে কোন জানোয়ার সেই অগ্নিকাণ্ডের কাছাকাছি থাকে না। অতএব সেখানে একটিও জানোয়ারের দেখা পাওয়া গেল না। মিঃ বার্গার জানতেন কয়েক মাইল দূরে আর একটি জলাভূমির বুকে তৃষ্ণা নিবারণ করতে আসে বিভিন্ন জাতের জানোয়ার। সেই জলাশয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন বার্গার সাহেব তাঁর দলবল নিয়ে।

যথাস্থানে পৌঁছে তাঁরা অনেকগুলো জন্তুর দেখা পেলেন। সেখানে বিচরণ করছিল বিভিন্ন জাতের তৃণভোজী পশু। তাদের মধ্যে একটা কংগোনি জাতীয় পুরুষ অ্যান্টিলোপকে শিকার হিসাবে বেছে নিলেন মিঃ বার্গার। গুলি ছুঁড়তেই জন্তুটা মাটিতে পড়ে গেল। মহা উৎসাহে নিগ্রোরা ছুটে গেল জন্তুটার দিকে। কিন্তু তারা শিকারের কাছাকাছি যেতেই ধরাশায়ী পশু হঠাৎ লাফিয়ে উঠে ছুটে পালাতে লাগল।

সচমকে রাইফেল তুলে নিয়েই আবার উদ্যত অস্ত্র নামিয়ে নিলেন মিঃ বার্গার—গুলি চালানোর উপায় নেই। কারণ নিগ্রোরা এমনভাবে আহত কংগোনিকে অনুসরণ করছে যে, রাইফেল ছুঁড়লে তাদের গায়েও গুলি লাগতে পারে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আহত কংগোনি এবং তার অনুসরণকারী নিগ্রোরা বার্গার সাহেবের দৃষ্টির সীমানা ছাড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মিঃ বার্গার বুঝলেন আহত কংগোনিকে পাকড়াও করতে সময় লাগবে। তিনি জানতেন আফ্রিকার অ্যান্টিলোপ জাতীয় জানোয়ারগুলোর জীবনীশক্তি অসাধারণ, মারাত্মকভাবে আহত হয়েও ঐসব পশু অনেকক্ষণ অক্লান্তভাবে ছুটতে পারে। তবে জন্তুটাকে যে শেষ পর্যন্ত পাওয়া যাবে এ বিষয়ে তাঁর কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কারণ, অনুসরণকারী নিগ্রোদের মধ্যে ছিল দু'জন দক্ষ 'ট্র্যাকার' (যারা জানোয়ারের পায়ের ছাপ দেখে নির্ভুল লক্ষ্যে অনুসরণ করতে পারে)।

প্রায় একঘণ্টা পরে হতাশভাবে ফিরে এল অনুসরণকারীর দল। ট্র্যাকার দু'জন জানাল ঘন জঙ্গলের মধ্যে আহত পশুর সন্ধান করা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। অতঃপর তাঁবুতে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কিছু করার ছিল না, তাই নিরুপায় বার্গার সাহেব পিছু ফিরলেন নিতান্ত বিমর্ষ চিত্তে। পিছন থেকে নিগ্রোদের অসন্তোষের গুঞ্জন তাঁর কানে আসতে লাগল। কিন্তু যতই খারাপ লাগুক, এখন আর শিকারের সন্ধানে অনির্দিষ্টভাবে ঘোরাঘুরি করা সম্ভব নয়। বেলা মাত্র দশটা, এর মধ্যেই সূর্যের তাপ অসহ্য হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ কয়েকটা পায়ের ছাপ বার্গার সাহেবের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করল—মহিষের পদচিহ্ন। একটু নজর করেই তিনি বুঝলেন এক দল মহিষ জলাভূমিতে রাত্রে জলপান করতে এসেছিল, ভোরের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তারা স্থানত্যাগ করে প্রস্থান করেছে। খুব সম্ভব মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্যরশ্মির তাপ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য তারা ঘন জঙ্গলের ছায়ার তলায় চলে গেছে। নিগ্রোরা মহিষযূথের পদচিহ্ন আবিষ্কার করে ভারি খুশী, তারা তৎক্ষণাৎ দলটার সন্ধানে যাত্রা করতে প্রস্তুত। মহিষের মাংস তাদের প্রিয় খাদ্য।

বার্গার সাহেব মহিষ শিকারের কথা চিন্তাই করেননি, কিন্তু সকলের অনুরোধে মহিষযূথের অনুসরণ করতে সম্মত হলেন। বাস্তবিক, একটা মহিষ মারতে পারলে দলের লোকের ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা তো হবেই—কাছাকাছি গ্রামের অধিবাসীদেরও ভোজ দিয়ে খুশী করা যাবে। অতএব, দল বেঁধে পদচিহ্ন অনুসরণ করে সকলে চলল মহিষযূথের সন্ধানে···

সন্ধান পাওয়া গেল। গভীর অরণ্য যেখানে একটি বিস্তীর্ণ তৃণপ্রান্তরকে স্পর্শ করেছে, সেই অরণ্য ও মুক্তপ্রান্তরের সীমানায় অবস্থিত ছায়াচ্ছন্ন বনভূমির বুকে মহিষযূথের সাক্ষাৎ পেলেন শিকারী ও তাঁর অনুচরবর্গ।

দলটা খুব বড় নয়। অধিকাংশই স্ত্রীজাতীয় পশু, দুটি অল্প বয়সের পুরুষ আর দুটি প্রকাণ্ড পূর্ণবয়স্ক পুরুষ মহিষ নিয়ে গঠিত হয়েছে পূর্বোক্ত দল। বার্গার সাহেব সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন পূর্ণবয়স্ক মহিষ দু'টির গায়ের রং নীলাভ ধূসর। আফ্রিকার মহিষদের মধ্যে এমন অদ্ভুত গায়ের রং আগে কখনও বার্গার সাহেবের চোখে পড়েনি।

রং নিয়ে বেশীক্ষণ মাথা না ঘামিয়ে একটি বয়স্ক মহিষকে লক্ষ্য করে মিঃ বার্গার রাইফেলের ট্রিগার টিপলেন। সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গল ভেঙ্গে প্রান্তরের উপর দিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটল মহিষের দল। নীল রংএর মহিষ দু'টিও দলের সঙ্গে ছুটছিল। তাদের মধ্যে কোন্ জন্তুটা যে আহত হয়েছে বোঝা মুশকিল, দু'টি জন্তুই দেখতে একরকম। তবে গুলি যে লক্ষ্যভেদ করেছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই, কারণ মহিষের গায়ে গুলি লাগার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন মিঃ বার্গার।

ধাবমান পুরুষ মহিষ দু'টির মধ্যে একটি জানোয়ার পিছিয়ে পড়ল। বার্গার সাহেবের মনে হ'ল যে-জন্তুটা পিছিয়ে পড়েছে, সেটাই আহত হয়েছে। মিঃ বার্গার আবার গুলি ছুঁড়লেন পশ্চাদ্বর্তী মহিষকে লক্ষ্য করে। আহত পশু তৎক্ষণাৎ লম্বমান হ'ল ভূমিপৃষ্ঠে।

সঙ্গে সঙ্গে এক আশ্চর্য ব্যাপার। নীলবর্ণবিশিষ্ট অপর মহিষটিও হঠাৎ ধূলি উড়িয়ে ধরাশায়ী হ'ল সশব্দে। মিঃ বার্গার বুঝলেন ঐ জন্তুটাই আসলে প্রথমবার তাঁর গুলিতে আহত হয়েছিল। আঘাত অগ্রাহ্য করেই সে এতক্ষণ ছুটছিল, এখন জীবনীশক্তি ফুরিয়ে আসায় সে মাটি নিয়েছে ;—জন্তুটা একেবারেই নিশ্চল, তার দেহে প্রাণের স্পন্দন নেই কিছুমাত্র। কিন্তু একটু আগেই যে মহিষটা ধরাশয্যায় লুটিয়ে পড়েছিল, সে তখন দস্তুরমতো জীবিত এবং মাটি ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে প্রাণপণে।

মিঃ বার্গার আর জীবিত মহিষটির মধ্যবর্তী দূরত্ব তখন খুব বেশী নয়। একজন বন্দুকবাহকের হাত থেকে একটি হাল্কা রাইফেল টেনে নিয়ে তিনি মহিষের মাথা লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দিলেন।

গুলির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে একটু আগের 'মরা' মহিষটা ভীষণ রকম জীবন্ত হয়ে উঠল। তড়াক করে এক লাফ মেরে উঠে দাঁড়িয়ে সে ফাঁকা মাঠের উপর দিয়ে ছুটতে শুরু করল

দ্রুতবেগে। তাড়াতাড়ি রাইফেল বদল করে বার্গার সাহেব আবার গুলি ছুঁড়লেন। ততক্ষণে ধাবমান মহিষ শত্রুর কাছ থেকে বেশ কয়েক শ' গজ দূরে গিয়ে পড়েছে, অতএব শিকারীর নিশানা হ'ল ব্যর্থ।

আজকের ঘটনার স্রোত একেবারেই অভাবনীয়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দু'টো শিকার—একটা অ্যান্টিলোপ আর একটা কেপ বাফেলো—মিঃ বার্গারের গুলিতে মারা পড়ল, আবার তৎক্ষণাৎ জ্যান্ত হয়ে ছুটে পালাল। অ্যান্টিলোপ এখন শিকারীর নাগালের বাইরে পলাতক, কিন্তু আহত মহিষটাকে পালাতে দিতে রাজী হলেন না মিঃ বার্গার। মহিষের দেহ-নিঃসৃত রক্ত পরীক্ষা করে বোঝা যাচ্ছে সে মারাত্মকভাবে জখম হয়েছে; জন্তুটা যে বেশীক্ষণ জীবিত থাকবে না এ বিষয়ে বার্গার সাহেবের সন্দেহ ছিল না একটুও।

কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে অনুসরণ-পর্ব চলার পরও আহত মহিষের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। শিকারীরা তখন ফাঁকা মাঠ পেরিয়ে ঘন ঘাসঝোপ আর কাঁটা গাছের জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন··· আরও কিছুক্ষণ রক্তের চিহ্ন ধরে খোঁজাখুঁজি চলল···তারপর হঠাৎ বিদ্রোহ ঘোষণা করল নিগ্রো সঙ্গিদল। তারা ভয় পেয়েছে। ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। আহত মহিষ অনেক সময় ঘন জঙ্গলের মধ্যে বৃত্তাকারে ঘুরে এসে পিছন থেকে শিকারীকে আক্রমণ করে। শিকারী তখন মহিষের পদচিহ্ন অনুসরণ করছে, প্রতিমুহূর্তে সে মহিষের সাক্ষাৎলাভের আশা করছে সম্মুখে—অকস্মাৎ পিছন থেকে অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে সে বিহ্বল হয়ে পড়ে। হাতের অস্ত্র ব্যবহার করার আগেই তার দেহকে বিদীর্ণ করে দেয় বাঁকা তলোয়ারের মতো একজোড়া শিং।

এমন ভয়াবহ মৃত্যুর সম্ভাবনা মনে আসলে যে-কোন মানুষই ভীত হয়। মিঃ বার্গারের নিগ্রো অনুচররাও ভয় পেয়েছিল। তারা আর অগ্রসর হতে চাইল না। কিন্তু মিঃ বার্গারের মাথায় তখন শিকারীর খুন চেপেছে। তিনি কিছুতেই ফিরে আসতে রাজী হলেন না। বন্দুকবাহকের হাত থেকে ভারি রাইফেল টেনে নিয়ে তিনি এগিয়ে চললেন রক্তের চিহ্ন ধরে। বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখে নিগ্রোরা তাঁকে অনুসরণ করতে লাগল···

ঘন ঝোপঝাড় শেষ হয়ে কিছুটা জায়গা বেশ পরিষ্কার; সেই পরিষ্কার জায়গাটায় এসে মিঃ বার্গার চারদিক বেশ ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারলেন। অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গাটা পার হলেই আবার একটা ঘন কাঁটাঝোপ;—ঐ কাঁটাঝোপের ভিতরে আহত মহিষকে দেখতে পাবেন বলে আশা করছিলেন মিঃ বার্গার।

কিন্তু তিনি কাঁটাঝোপটার ভিতর প্রবেশ করার উপক্রম করতেই পিছন থেকে নিগ্রোরা প্রতিবাদ জানাতে শুরু করল। প্রধান ট্র্যাকার এন্‌দেজ জানাল ঐভাবে আহত মহিষকে অনুসরণ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক, কাঁটাঝোপের জঙ্গলে প্রবেশ করা উচিত নয়। মিঃ বার্গার কারও প্রতিবাদে কর্ণপাত করলেন না। তাঁর অভিমত হচ্ছে, যে পরিমাণ রক্তপাত হয়েছে তাতে মহিষের এতক্ষণ

বেঁচে থাকার কথা নয়, যদি সে বেঁচে থাকে তাহলেও রক্তস্রাবে অবসন্ন পশুটির লড়াই করার মতো প্রাণশক্তি অবশিষ্ট নেই।

ঘনসন্নিবিষ্ট ঝোপের মধ্যে বড় গাছ একটিও ছিল না। হঠাৎ আক্রান্ত হলে গাছে উঠে আত্মরক্ষার উপায় নেই দেখে নিগ্রোরা আর অগ্রসর হতে রাজী হ'ল না। মিঃ বার্গার রাইফেল বাগিয়ে একাই অগ্রসর হলেন এবং প্রবেশ করলেন ঝোপের ভিতর। প্রায় পঞ্চাশ গজ অগ্রসর হওয়ার পর একটা কাঁটা গাছের তলায় মহিষটাকে দেখতে পেলেন মিঃ বার্গার।

সগর্জনে অগ্নিবর্ষণ করল রাইফেল। শিকারীর নিশানা ভুল হয়নি, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রাইফেলের ট্রিগারে চাপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ মাথা তুলল মহিষ। ফলে ঘাড়ের মধ্যে বিদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে বুলেট ঘাড়ের চামড়া ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ ধেয়ে এল রুদ্রমূর্তি মহিষাসুর। প্রতিহিংসায় উন্মত্ত পশু এত দ্রুতবেগে ছুটে আসছিল যে, মিঃ বার্গারের রাইফেল আবার অগ্নিবৃষ্টি করার আগেই শিকার ও শিকারীর মধ্যবর্তী দূরত্ব কমে গেল সাংঘাতিকভাবে। মিঃ বার্গার যখন মহিষকে লক্ষ্য করে রাইফেল তুলেছিলেন সেই সময়ে তাঁর থেকে জন্তুটার দূরত্ব ছিল কম-বেশি প্রায় পঁচাত্তর গজ—দ্বিতীয়বার গুলি চালানোর পূর্ব-মুহূর্তে দুই শত্রুর ব্যবধান দাঁড়িয়েছিল পঞ্চাশ গজেরও কম। আহত মহিষের এমন ভয়ঙ্কর গতিবেগ আশা করেননি মিঃ বার্গার, কিন্তু পরবর্তী ঘটনা তাঁকে আরও চমকিত ও ভীত করে তুলল—দ্বিতীয়বার নিক্ষিপ্ত বুলেট সশব্দে মহিষের দেহে বিদ্ধ হ'ল, গুলি লাগার আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পেলেন শিকারী—তবু ক্ষিপ্ত মহিষের গতি রুদ্ধ হ'ল না।

আর গুলি চালানোর সময় নেই, মহিষ একেবারে সামনে এসে পড়েছে। অল্প বয়সে বক্সিং বা মুষ্টিযুদ্ধকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন মিঃ বার্গার—পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধা চোখের পলকে আত্মরক্ষা ও আক্রমণের উপায় স্থির করতে পারে—সেই বিদ্যা এখন কাজে লাগল।

মুহূর্তের মধ্যে তিনি বুঝে নিলেন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে মহিষের শৃঙ্গাঘাতে মৃত্যু অনিবার্য; কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন ঘাসজমির উপর ঠিক 'ড্রাইভ' দেওয়ার ভঙ্গিমায়। ডান পায়ের উপর একটা প্রচণ্ড আঘাত অনুভব করলেন তিনি, পরক্ষণেই তাঁর শরীরটা নিক্ষিপ্ত হ'ল শূন্যপথে।

সৌভাগ্যক্রমে মহিষের শিং তাঁর দেহকে স্পর্শ করতে পারেনি, ডান পায়ের উপর একটা ক্ষুরের আঘাত লেগে শূন্যপথে উড়ে গিয়ে তিনি ছিটকে পড়লেন মাটিতে। মাটির উপর পড়েই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন মিঃ বার্গার। আহত গণ্ডার বা হাতি অনেক সময় ভূপতিত শত্রুকে অতিক্রম করে যাওয়ার পর আর ফিরে এসে আক্রমণ চালায় না, কিন্তু মহিষ সর্বদাই ফিরে এসে ধরাশায়ী শত্রুর উপর শিংএর ধার পরখ করতে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত শত্রুর দেহে প্রাণের চিহ্ন প্রকাশ পায় ততক্ষণ নিরস্ত হয় না ক্রুদ্ধ মহিষ। উপুড় হয়ে শুয়ে থাকলে মানুষের দেহে শিংএর গুঁতো মারতে মহিষের অসুবিধা হয়, সেইজন্যেই ঐভাবে শুয়ে পড়েছিলেন মিঃ বার্গার।

কিন্তু মিঃ বার্গারের আততায়ী ফিরে এসে তাঁকে আবার আক্রমণের চেষ্টা করল না। মহিষের জীবনীশক্তি শেষ হয়ে এসেছিল, নিজের গতিবেগে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে সে সশব্দে লুটিয়ে পড়ল মাটির উপর, আর উঠল না।

মৃত্যুর পর মহিষের দেহ পরীক্ষা করা হ'ল। পরীক্ষার ফলে দু'টি মহিষের অদ্ভুত গায়ের রংএর কারণটাও জানা গেল। মহিষরা অনেক সময় কাদার মধ্যে গড়াগড়ি দেয়। এই মহিষ দু'টি নিশ্চয়ই একসময় কাদায় গড়াগড়ি দিয়েছিল। কাদা শুকিয়ে গেলে তার রং হয় নীলাভ-ধূসর—সেই শুকনো কাদার প্রলেপ দূর থেকে জন্তু দু'টিকে চিহ্নিত করেছিল নীলাভ-ধূসর বর্ণে।

আক্রমণকারী মহিষের বক্ষস্থলে বিদ্ধ হয়েছিল দু'দুটো বুলেট। ভারি রাইফেলের গুলি দু'দু'বার বুক ফুটো করে দেওয়ার পরেও জন্তুটা মারমুখো হয়ে তেড়ে এসেছিল শিকারীকে হত্যা করতে। নিতান্ত বরাতজোরেই নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন মিঃ জন পি. বার্গার।

বনরক্ষক মঁসিয়ে রেনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিগ্রো তরুণটিকে দেখতে লাগলেন।

বয়স উনিশ-কুড়ি, গায়ের রং কয়লার মতো কালো, যেমন লম্বা তেমনই চওড়া, দুই পেশীবদ্ধ বলিষ্ঠ বাহুতে প্রচণ্ড শক্তির আভাস।

নীরস স্বরে রেনে বললেন, "তোমার নাম কি ?"

তরুণ উত্তর দিল, "নাতাঙ্গা।"

"—মনে হচ্ছে তুমি এই গাঁয়ের মানুষ নও।"

—"বাওয়ানার ধারণা নির্ভুল। আমি উত্তর-কঙ্গো থেকে আসছি। জায়গাটা ভাল লাগছে। তাই এখানেই থাকছি।"

মসিয়ে রেনে আর-একবার তরুণটির সর্বাঙ্গ ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলেন—পেশীবহুল উর্ধ্বাঙ্গ সম্পূর্ণ নগ্ন, কটিদেশে লজ্জানিবারণ করছে চিত্রবিচিত্র একটি রঙ্গীন কাপড়, দুই বাহুর উপর জড়ানো রয়েছে লোহার অলঙ্কার। রেনে জানতেন আফ্রিকার সমাজে একমাত্র যোদ্ধারাই লৌহ-অলঙ্কার ধারণের অধিকারী। সাধারণ মানুষ কখনও পূর্বোক্ত অলঙ্কার ব্যবহার করে না।

রেনে বুঝলেন নাতাঙ্গা একজন যোদ্ধা।

হ্যাঁ, যোদ্ধার মতো চেহারা বটে, তবে নাতাঙ্গার হাতে বা কোমরে কোন অস্ত্র ছিল না।

রেনে প্রশ্ন করলেন, "নাতাঙ্গা, তুমি আস্কারিদের মেরেছ কেন ?"

উদ্ধতস্বরে উত্তর এল, "আস্কারিগুলো হচ্ছে বুনো কুকুর। সিংহের সামনে এসে কুকুরের দল ঘেউ ঘেউ করলে সিংহ তাদের থাবা মারবেই।"

ভ্রূকুঞ্চিত করে রেনে বললেন, "তার মানে ?"

—"আস্কারিরা গাঁয়ের মধ্যে ঢুকে লুঠপাট করে। ওরা আমার জিনিসেও হাত দিয়েছিল। তাই আমি ওদের মেরেছি। আমি সিংহের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয়ী হয়েছি। পশুরাজ সিংহকেও আমি ভয় পাই না। আমি সিংহজয়ী পুরুষ—আপনার আস্কারি কুকুরদের সাবধান করে দেবেন, তারা যেন আমাকে বিরক্ত না করে।"

রেনে কঠোরস্বরে বললেন, "আস্কারিরা সরকারের লোক। ভবিষ্যতে যদি কোনদিন শুনি তুমি
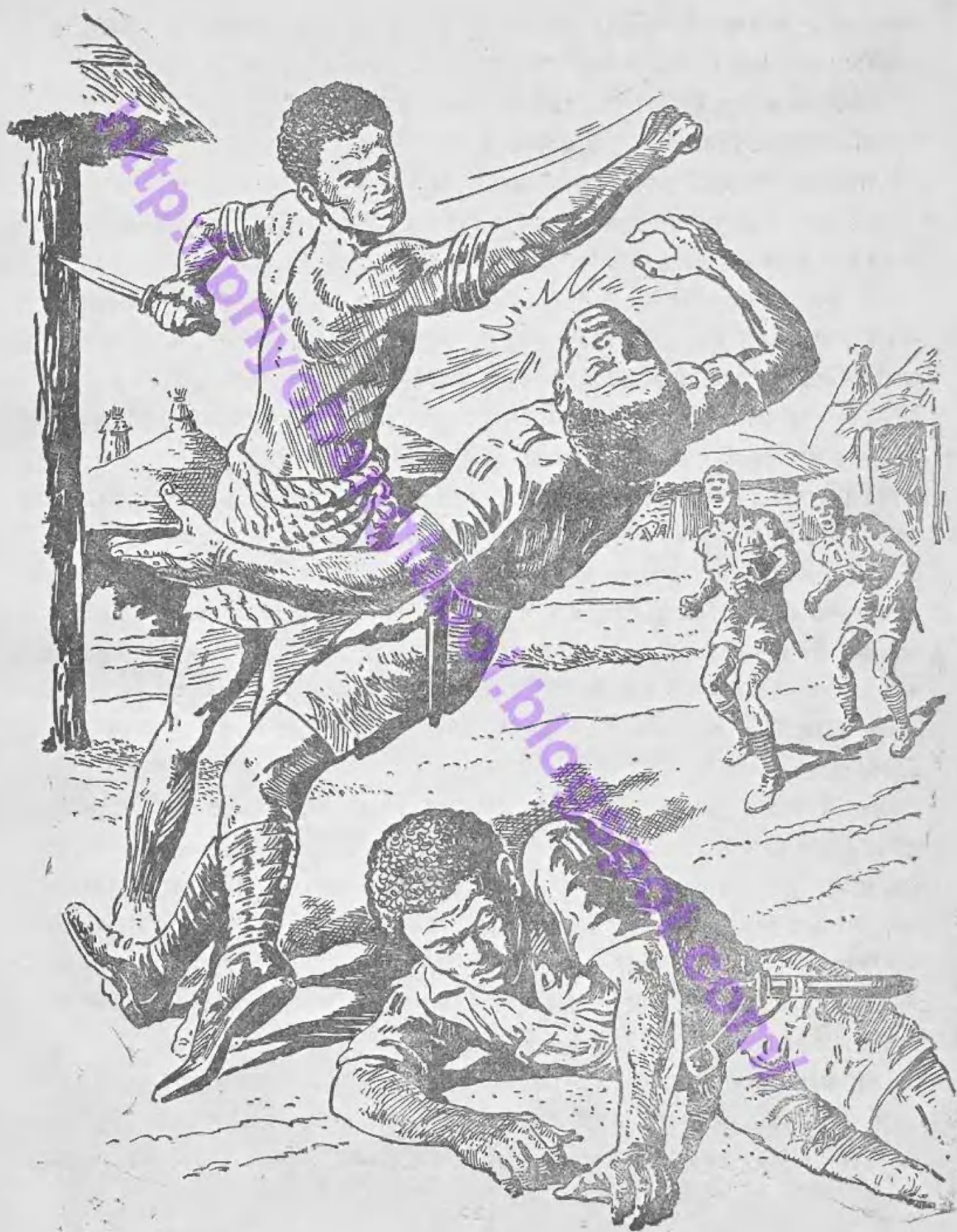
সরকারের পোশাকধারী আস্কারিদের গায়ে হাত তুলেছ, তাহলে তোমাকে সোজা জেলখানায় পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করব। আমার কথাটা মনে থাকবে, নাতাঙ্গা?"

অভিবাদন জানিয়ে নাতাঙ্গা বলল, "হ্যাঁ, বাওয়ানা—মনে থাকবে।"

গর্বিত পদক্ষেপে সে স্থানত্যাগ করে অদৃশ্য হ'ল···

আফ্রিকার 'অ্যালবার্ট ন্যাশনাল পার্ক' নামক বনভূমির বনরক্ষক মঁসিয়ে রেনে দ্য মর্সো এবং নিগ্রো তরুণ নাতাঙ্গার সাক্ষাৎকার কেন ঘটল? আস্কারিদের নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডার কারণটাই বা কি?—সে-সব কথা জানতে হ'লে পূর্ব-কথা নিয়ে একটু আলোচনা করা দরকার।

আফ্রিকা যে-সময়ে বিভিন্ন শ্বেতাঙ্গ জাতির অধীন ছিল সেই সময় অ্যালবার্ট ন্যাশনাল পার্ক নামক অঞ্চলে একটি অভয়ারণ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যথেচ্ছভাবে পশুহত্যা নিবারণের জন্যই ঐ উদ্‌যোগ। স্থানীয় নিগ্রোরা মাংস খাওয়ার লোভে জেব্রা, অ্যান্টিলোপ প্রভৃতি পশু শিকার করত। তাছাড়া হাতির দাঁতের লোভে শ্বেতাঙ্গ ও ভারতীয় ব্যবসায়ীরা স্থানীয় মানুষকে নানাভাবে প্ররোচিত করত। কিছু কিছু অসৎ প্রকৃতির ভারতীয় ব্যবসায়ী স্থানীয় অধিবাসীদের অবৈধ শিকারে প্রলুব্ধ করত। হাতির দাঁত আর গণ্ডারের খড়্গ চড়া-দামে চোরাবাজারে বিক্রি হয়, তাই চোরা-শিকারীদের (Poacher) হাতে পূর্বোক্ত দুই জাতের জানোয়ারের মৃত্যু ঘটত অধিকাংশ সময়ে। বনরক্ষক মঁসিয়ে রেনে দ্য মর্সো স্থানীয় নিগ্রোদের বুঝিয়েছিলেন সংরক্ষিত অঞ্চলের সীমানার মধ্যে শিকার করা বে-আইনী ব্যাপার—অবৈধভাবে শিকার করে ধরা পড়লে দণ্ড গ্রহণ করতে হবে। অবশ্য হাতি বা গণ্ডার নিতান্ত নিরীহ জীব নয়, আইনের রক্ষাকবচ ছাড়াও আত্মরক্ষার অস্ত্র প্রকৃতি দেবী তাদের সরবরাহ করেছেন—অতএব হস্তীর পদাঘাতে বা গণ্ডারের খড়্গাঘাতে চোরা-শিকারীদের মৃত্যুবরণের ঘটনাও নিতান্ত বিরল ছিল না। ঐসব দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে সেইজন্যও সর্বদাই তটস্থ থাকতেন মঁসিয়ে রেনে।

সম্প্রতি আবার দেখা দিয়েছিল নূতন এক উপদ্রব। এক সপ্তাহের মধ্যে দু'টি সিংহের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হ'ল। স্বাভাবিক মৃত্যু নয়—অস্ত্রাঘাতে বিদীর্ণ মৃতদেহ দু'টি দেখে সহজেই অনুমান করা যায় স্থানীয় মানুষদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ঐ সিংহ দু'টির হন্তারক। কিন্তু কে এই হত্যাকারী? কেন সে সিংহ-শিকার করল? সিংহচর্মের কিছু দাম আছে বটে, কিন্তু হত্যাকারী চামড়ার লোভে সিংহ মারেনি—কারণ, মৃত সিংহ দু'টির দেহের চামড়া তাদের দেহেই রয়েছে। শুধু তাদের গোঁফগুলি কেটে নেওয়া হয়েছে এবং দেহ দু'টিকে বুক থেকে পেট পর্যন্ত লম্বালম্বিভাবে চিরে ফেলা হয়েছে।

এই অনর্থক হত্যালীলার সঠিক কারণ অনুমান করতে পারেননি বনরক্ষক মঁসিয়ে রেনে। তাঁর মনে হয়েছিল কোন ওঝা হয়তো ভুতুড়ে অনুষ্ঠানের জন্যে সিংহ দু'টিকে হত্যা করেছে। আফ্রিকাতে এই ওঝা বা 'উইচ্‌ ডক্‌টর' নামক পুরোহিতদের মধ্যে নানারকম দুর্বোধ্য ও বীভৎস অনুষ্ঠান-পদ্ধতি

প্রচলিত আছে—অতএব স্বাভাবিকভাবেই মঁসিয়ে রেনে ভাবলেন স্থানীয় ওঝাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি সিংহ দু'টির মৃত্যুর জন্য দায়ী।

দ্বিতীয় সিংহের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হওয়ার পর কয়েকদিনের মধ্যেই আর একটি চমকপ্রদ ঘটনা ঘটল। মঁসিয়ে রেনের অধীন কয়েকজন আস্কারি (গভর্নমেন্টের নিযুক্ত সশস্ত্র রক্ষী) নিকটস্থ গ্রাম থেকে ফিরে এসে জানাল একটা লোক তাদের সঙ্গীন ছিনিয়ে নিয়ে প্রচণ্ড প্রহার করেছে এবং গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

মঁসিয়ে রেনে অবাক হলেন। অবাক হওয়ারই কথা—চার-চারটি সশস্ত্র আস্কারিকে যে-লোক প্রহার করতে পারে সে কেমন লোক !···মঁসিয়ে রেনে ঘটনাটা সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে লাগলেন।

অনুসন্ধানের ফলে আসল ব্যাপারটা জানা গেল। আস্কারিরা চিরকালই গাঁয়ে ঢুকে লোকের জিনিসপত্র (ডিম, হাঁস, মুরগি) কেড়ে নেয়। আফ্রিকার অলিখিত আইন অনুসারে আস্কারিরা হ'ল 'রাজার লোক'—যে-কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অধিকার তাদের আছে বলেই তারা মনে করে। স্থানীয় অধিবাসীরা তাদের জুলুম মেনে নিতে বাধ্য হয় অর্থাৎ তাদের বাধা দিতে ভয় পায়।

নাতাঙ্গা নামে তরুণটি আস্কারিদের ভয় পায়নি। আস্কারিরা যখন তাদের দু'টি মুরগি হস্তগত করতে চেয়েছিল, সে ভালো কথায় তাদের বোঝাতে চাইল অপরের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করা অনুচিত। আস্কারিরা চিরকাল যা বুঝে এসেছে, আজ অন্য রকম বুঝতে রাজী হবে কেন ? অতএব 'হাত থাকতে মুখ কেন !' এই নীতি অবলম্বন করল উভয়পক্ষ ; তার ফলে যা ঘটেছিল সে-কথা আগেই বলেছি।

মার খেয়ে কাবু হয়ে আস্কারিরা বনরক্ষক মঁসিয়ে রেনে ছ মঁসোর কাছে নালিশ জানাল। তারা অবশ্য নিজেদের দোষের কথা বেমালুম চেপে গিয়েছিল, কিন্তু অনুসন্ধানের ফলে সত্য ঘটনাটা বিশদভাবে জানতে পারলেন মঁসিয়ে রেনে।

গভর্নমেন্টের তকমাধারী আস্কারিদের গায়ে হাত দেওয়া বে-আইনী হলেও রেনে নিগ্রো তরুণটিকে বিশেষ দোষী মনে করতে পারলেন না ;—বরং চার-চারটি যোয়ান আস্কারিকে যে-লোকটি মেরে সঙ্গীন কেড়ে নিতে পারে তাকে চাক্ষুষ দেখার জন্য কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

অতএব রেনে সাহেব উপস্থিত হলেন সেই গ্রামে, যেখানে ঘটনাটা ঘটেছে।

গ্রামের মোড়লের সঙ্গে দেখা করে রেনে জানালেন যে-লোকটি আস্কারিদের মেরেছে তাকে তিনি একবার দেখতে চান।

রেনে সাহেবকে অভিবাদন জানিয়ে মোড়ল বলল, "বাওয়ানা, ওর নাম নাতাঙ্গা। ও এই অঞ্চলের মানুষ নয়। ও এখন বনের মধ্যে শিকারের খোঁজ করছে। নাতাঙ্গার গায়ে দারুণ জোর। সে কাউকে ভয় পায় না।"

কঠোর স্বরে রেনে বললেন, "তার সঙ্গে তোমার দেখা হলেই তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। তাকে বুঝতে হবে সরকারী লোকের গায়ে হাত দিলে ভয়ের কারণ আছে। তাকে বলে দিও ভবিষ্যতে এরকম ঘটনা ঘটলে আমি তাকে ঘাড় ধরে হাজতে পাঠিয়ে দেব।"

মোড়লের কাছে খবর পেয়ে নাতাঙ্গা দেখা করতে এসেছিল রেনে সাহেবের সঙ্গে। সেই সাক্ষাৎকারের ফলাফল প্রথমেই বলা হয়েছে।

নাতাঙ্গা চলে যাওয়ার পর হঠাৎ রেনে সাহেবের মনে হ'ল সম্প্রতি নিহত সিংহ দু'টির সঙ্গে নাতাঙ্গার একটা যোগসূত্র আছে। রেনে একটি লোককে ডেকে গোপনে নাতাঙ্গাকে অনুসরণ করতে আদেশ দিলেন।

চারদিন পরে ফিরে এল গুপ্তচর। তার মুখে যে-সংবাদ প্রকাশ পেল, তা যেমন আশ্চর্যজনক তেমনই ভয়াবহ। গুপ্তচর জানাল গ্রামের বাসিন্দারা নাতাঙ্গাকে সিম্বা (সিংহ) বলে ডাকে।

নাতাঙ্গা নাকি একাধিকবার সিংহের মাংস ভক্ষণ করেছে। তিনতিন ধরে নাতাঙ্গা সম্পর্কে নানারকম সংবাদ সংগ্রহ করেছে গুপ্তচর। তারপর চতুর্থদিন রাত্রে অর্থাৎ গত রাত্রে সে দূর থেকে নাতাঙ্গাকে অনুসরণ করে।

চাঁদের আলোতে সব কিছুই ছিল স্পষ্ট—হালকা ঘাসজমির উপর এক জায়গায় অনেকগুলো গাছ জড়িজড়ি করে দাঁড়িয়েছিল—গুপ্তচর দেখল সেইখানে এসে একটি গাছের উপর উঠে আত্মগোপন করল নাতাঙ্গা।

গুপ্তচর দূর থেকে নাতাঙ্গার অজান্তে তার কার্যকলাপ লক্ষ্য করতে লাগল। গাছের ডালপালা আর পাতার আড়ালে লুকিয়ে থেকে হঠাৎ জেব্রার কণ্ঠস্বর অনুকরণ করে নাতাঙ্গা চেঁচিয়ে উঠল। একবার নয়, বার বার চলল সেই অনুকরণের পালা।

জেব্রার মাংস সিংহের প্রিয় খাদ্য। খাদ্যবস্তু এমন সশব্দে অস্তিত্ব ঘোষণা করলে পশুরাজ আর কতক্ষণ অদৃশ্য থাকতে পারেন? অতএব কিছুক্ষণের মধ্যেই বনের রাজা জঙ্গলের আড়াল থেকে ফাঁকা ঘাসজমির উপর আত্মপ্রকাশ করলেন।

তিনি একা আসেননি; সঙ্গে রানীও এসেছিলেন। যে-গাছ থেকে নাতাঙ্গার কণ্ঠে নকল

জেব্রার কণ্ঠস্বর ভেসে আসছিল। সিংহ ছুটে এল সেই গাছটার দিকে। তৎক্ষণাৎ বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো একটা বর্শা উপর থেকে ছুটে এসে সিংহের শরীরটাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল।

সিংহী পিছন ফিরে ছুটল তীরবেগে, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তার ধাবমান দেহ অদৃশ্য হয়ে গেল গভীর অরণ্যের অন্তরালে।

আহত সিংহ পলায়ন করল না। গাছ বেয়ে উঠে সে আততায়ীকে আক্রমণ করতে সচেষ্ট হ'ল। অনেকক্ষণ ধরে চলল বৃক্ষারোহণের ব্যর্থ চেষ্টা, তারপর মরণাহত পশুরাজ রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে পড়ল মাটির উপর, আর উঠল না।

নাতাঙ্গা গাছ থেকে নেমে এল, সিংহের বুকে ছোরা বসিয়ে দেহটাকে চিরে ফেলল। রক্ত ছুটল ফিন্‌কি দিয়ে—সেই তপ্ত রক্তধারা পান করল নাতাঙ্গা, তারপর হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে এনে চিবিয়ে খেতে লাগল···

পশুরাজের তপ্ত রক্ত ও হৃৎপিণ্ডে পানভোজন শেষ করে নাতাঙ্গা উঠে দাঁড়াল—চাঁদের আলোতে শূন্যে বর্শা আস্ফালন করে উন্মুক্ত তৃণভূমির উপর সে নৃত্য করতে লাগল উন্মাদের মতো, চিৎকার করে বারংবার ঘোষণা করল নিজের বীরত্ব-কাহিনী—অবশেষে অকুস্থল ত্যাগ করে চলে গেল গ্রামের দিকে।

গুপ্তচরের বক্তব্য শুনে বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেলেন মঁসিয়ে রেনে। গুপ্তচর বিদায় গ্রহণ করে চলে গেল। রেনে ভাবতে লাগলেন এই ভয়ঙ্কর নাটকের শেষ দৃশ্যটা কি হতে পারে···

কয়েকদিন পরেই রেনে সাহেবের গৃহে উপস্থিত হ'ল সেই মোড়ল, যার গ্রামে গিয়ে নাতাঙ্গার সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন মঁসিয়ে রেনে। মোড়লের কাছে রেনে সাহেব শুনলেন গাঁয়ের মধ্যে একটি ভারতীয় ব্যবসায়ীর সঙ্গে নাতাঙ্গার দারুণ মারামারি হয়েছে। প্রহারের ফলে আহত ব্যবসায়ী মোড়লের কাছে নালিশ জানিয়েছে। মোড়ল এই ব্যাপারে হাত দিতে অনিচ্ছুক, সে বাওয়ানার কাছে বিচার প্রার্থনা করেছে।

মঁসিয়ে রেনে দু'জনকেই ডেকে পাঠালেন।

কলহের কারণও তিনি জানতে পারলেন। গ্রামের মানুষ যেভাবে নাতাঙ্গাকে সম্মান প্রদর্শন করে থাকে, ভারতীয় ব্যবসায়ীটি সেইভাবে তাকে সমীহ করতে নারাজ—উপরন্তু সে নাকি সিংহ শিকারের ঘটনা নিয়ে নাতাঙ্গাকে লক্ষ্য করে বিদ্রূপ বর্ষণ করেছিল।

কলহের কারণ তুচ্ছ হলেও কলহের পরিণাম তুচ্ছ হয়নি। প্রহারের ফলে ভারতীয়টির মুখ চোখ ফুলে উঠেছিল। মঁসিয়ে রেনে যখন বললেন ঐভাবে আঘাত করা নাতাঙ্গার অন্যায় হয়েছে, তখন সে উদ্ধতভাবে জানিয়ে দিল তার বিরুদ্ধাচরণ করলে সে কাউকে রেহাই দেবে না—সিংহের রক্তপান করে সে সিংহের চেয়েও শক্তিশালী।

ভারতীয় ব্যবসায়ী হঠাৎ ব্যঙ্গ করে বলে উঠল, "মরদের বাচ্চা মাটির উপর দাঁড়িয়ে সিংহশিকার করে, গাছের উপর লুকিয়ে চোরের মতো অস্ত্র ছুঁড়ে শিকার করে না।"

নাতাঙ্গার মুখ চোখ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। মনে হ'ল সে বুঝি এখনই ভারতীয় ব্যবসায়ীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

না, নাতাঙ্গা সে-রকম কিছু করল না। তীব্র দৃষ্টিতে প্রতিপক্ষের দিকে তাকিয়ে সে বলল, "নাতাঙ্গা মাটিতে দাঁড়িয়েও সিংহ মারতে পারে। আচ্ছা...এখন আমি কিছু বলব না, তবে"...

বাক্য অর্ধসমাপ্ত রেখে প্রতিপক্ষের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল নাতাঙ্গা, তারপর দ্রুতবেগে স্থান-ত্যাগ করে অদৃশ্য হ'ল।

নাতাঙ্গার উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন রেনে। প্রতিপক্ষের বিদ্রূপ নাতাঙ্গার মর্মস্থানে আঘাত করেছে। আজ রাতেই সে মাটির উপর দাঁড়িয়ে সিংহের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। সিংহ শিকারের পর ফিরে এসেই ভারতীয়টিকে ধরে সে যে প্রচণ্ড প্রহারে জর্জরিত করবে সে-কথাও বুঝতে পারলেন মঁসিয়ে রেনে। কিন্তু তিনি কি করতে পারেন? বর্শা হাতে সিংহের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামলে নাতাঙ্গার মৃত্যু যে অনিবার্য সে-বিষয়ে মঁসিয়ে রেনের সন্দেহ ছিল না কিছুমাত্র। তিনি একজন গুপ্তচরকে ডেকে নাতাঙ্গার উপর নজর রাখতে আদেশ দিলেন।

সেদিন রাতেই গুপ্তচর এসে জানাল নাতাঙ্গা বর্শা হাতে জঙ্গলের দিকে রওনা হয়েছে।

রেনে সাহেব তৎক্ষণাৎ বিছানার আরাম ছেড়ে উঠে পড়লেন এবং দূরবীন আর রাইফেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন—সঙ্গে রইল কয়েকজন আস্কারি।

নাতাঙ্গার উপর তাঁর ভীষণ রাগ হচ্ছিল বটে, কিন্তু জেনেশুনে একটা মানুষকে সিংহের কবলে মরতে দেওয়া যায় না।

গুপ্তচরের নির্দেশ অনুসারে কিছুদূর গিয়ে নাতাঙ্গাকে দেখতে পেলেন মঁসিয়ে রেনে।

দূরবীন চোখে লাগিয়ে তিনি ভালোভাবে তাকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

জ্যোৎস্নার আলো জ্বলছে বিস্তীর্ণ তৃণভূমির বুকে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে নাতাঙ্গার চলন্ত দীর্ঘ দেহ। ঘাসজমির উপর দিয়ে একটা ঝোপের পাশে পদচালনা করতে করতে সে চিৎকার করছে তীব্রকণ্ঠে। খুব সম্ভব তার জাতীয় ভাষায় পশুরাজকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানাচ্ছে।

মঁসিয়ে রেনে নাতাঙ্গার নাম ধরে চিৎকার করার উপক্রম করলেন, কিন্তু তার আগেই দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বানে সাড়া দিল পশুরাজ। ভীষণ গর্জনে চারদিক কাঁপিয়ে ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল এক প্রকাণ্ড সিংহ এবং তীরবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল নাতাঙ্গার উপর।

ক্ষিপ্রপদে সরে গিয়ে শ্বাপদের আক্রমণ ব্যর্থ করল নাতাঙ্গা। তারপর বর্শা বাগিয়ে রুখে দাঁড়াল। চাঁদের আলোতে ঝক্‌মক্ করে জ্বলে উঠল বর্শার ধারাল ফলা।

মৃত্যুপণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'ল এক হিংস্র মানব ও এক হিংস্র শ্বাপদ। গুলি চালানোর উপায় নেই, দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দ্রুতবেগে ঘুরছে, গুলি ফসকে নাতাঙ্গার গায়েও লাগতে পারে—নির্বোধের মতো রাইফেল কোলে নিয়ে বিচিত্র দ্বন্দ্বযুদ্ধের দৃশ্য দেখতে লাগলেন মঁসিয়ে রেনে।

সিংহ বৃত্তাকারে ঘুরছে শত্রুর চারপাশে, বর্শার ফলাটাও ঘুরছে সঙ্গে সঙ্গে। পশুরাজের সনখ থাবা বার বার এগিয়ে আসে বর্শা লক্ষ্য করে, কিন্তু লৌহফলক নখের আলিঙ্গনে ধরা পড়ে না—সরে যায় থাবার সামনে থেকে, পরক্ষণেই সিংহের মুখের সামনে চমকে ওঠে জ্বলন্ত বিদ্যুৎ-শিখার মতো।

ভীষণ উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠল নাতাঙ্গা। ক্রুদ্ধ গর্জনে সাড়া দিয়ে সিংহ জানিয়ে দিল সেও প্রস্তুত আছে।

বর্শার ফলা যেন নাতাঙ্গার হাতে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। চন্দ্রালোকে বিদ্যুৎ বর্ষণ করে নেচে নেচে উঠছে শাণিত লৌহফলক সিংহের মুখের সামনে, নাকের সামনে—ক্ষিপ্ত পশুরাজের থাবার শাণিত নখগুলি ঐ মারাত্মক বস্তুটিকে সরিয়ে দিতে পারছে না কিছুতেই।

সিংহ জানে ঐ চকচকে ঝকঝকে বস্তুটি অতিশয় মারাত্মক—ওটাকে এড়িয়ে যদি সে মানুষটাকে নখদন্তের আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরতে পারে, তাহলে এই যুদ্ধে প্রতিপক্ষের পরাজয় অনিবার্য।

রেনে বুঝলেন সিংহের ধৈর্য ফুরিয়ে এসেছে। ক্রুদ্ধ শ্বাপদ উদ্যত বর্শার শাসন আর মানতে চাইছে না।

আচম্বিতে বর্শাফলকের আস্ফালন উপেক্ষা করে সিংহ আক্রমণ করল। নাতাঙ্গা সরে গেল, বর্শাফলক দংশন করল সিংহের দেহে। আবার সগর্জনে ঝাঁপ দিল সিংহ। বর্শা এবার সিংহের বক্ষভেদ করল। সেই দারুণ আঘাত গ্রাহ্য না করে সিংহ দুই থাবার আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরল শত্রুকে, পরক্ষণেই শ্বাপদ ও দ্বিপদ জড়াজড়ি করে পড়ে গেল মাটির উপর···

বিস্মিত নেত্রে মঁসিয়ে রেনে দেখলেন সিংহের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে উঠে দাঁড়াল নাতাঙ্গা। কোন্ আশ্চর্য কৌশলে এমন অসম্ভবকে সে সম্ভব করল কে জানে!

বর্শা বাগিয়ে নাতাঙ্গা প্রস্তুত হ'ল সিংহের পরবর্তী আক্রমণের জন্য। ভূমিশয্যা ত্যাগ করে সিংহও উঠে দাঁড়িয়েছে এবং শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্যোগ করছে।

সিংহ আক্রমণ করল। বার বার বর্শার খোঁচা মেরেও তাকে রুখতে পারল না নাতাঙ্গা। দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর দেহ হিংস্র আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ল ভূমিপৃষ্ঠে।

রাইফেল তুলে ছুটলেন মঁসিয়ে রেনে। তিনি অকুস্থলে উপস্থিত হওয়ার আগেই ধরাশয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল নাতাঙ্গা।

সিংহ তখন কাত্ হয়ে শুয়ে চার পা ছুঁড়ছে। বর্শাফলক তার স্কন্ধদেশ ভেদ করে বসে গেছে, আর সেই বর্শাদণ্ডকে দুই হাতে সবলে চেপে ধরে পশুরাজকে শুইয়ে রাখার চেষ্টা করছে নাতাঙ্গা।

রেনে বুঝলেন সিংহকে বেশীক্ষণ চেপে রাখা যাবে না। মরণাহত সিংহ এবার উঠতে পারলে আর নাতাঙ্গার রক্ষা নেই—রেনে সিংহের মাথায় রাইফেলের নল লাগিয়ে গুলি চালালেন। পশুরাজের মৃত্যু হ'ল তৎক্ষণাৎ।

নাতাঙ্গা এবার মঁসিয়ে রেনের দিকে তাকাল। তার দুই চোখে ভেসে উঠল উন্মত্ত হত্যাকারীর অস্বাভাবিক দৃষ্টি। রেনের মনে হ'ল এই বুঝি সে বর্শাটা তাঁর বুকেই বসিয়ে দেয়।

না, সে-রকম কিছু হ'ল না। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এল নাতাঙ্গার চোখের দৃষ্টি। দুই বাহু বুকের উপর রেখে সে গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রেনের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করল।

মঁসিয়ে রেনে তখন নাতাঙ্গার দেহটাকে পর্যবেক্ষণ করছেন।

ভয়াবহ দৃশ্য।

সিংহের নখরাঘাতে তার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, শরীরের কালো চামড়া ভেদ করে দেখা দিয়েছে রক্তের লাল আলপনা।

রূঢ়স্বরে রেনে বললেন, "এখনই তুমি হাসপাতালে যাও। কাল আমার সঙ্গে দেখা করবে।"

দেখা হয়নি। হাসপাতালে গিয়ে প্রাথমিক শুশ্রূষা গ্রহণ করে সেই রাত্তেই গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল নাতাঙ্গা। তার সঙ্গে দেখা না হওয়ায় মনে মনে খুশী হয়েছিলেন মসিয়ে রেনে। নিরাপত্তা অঞ্চলের মধ্যে সিংহশিকার করা বে-আইনী—সুতরাং নাতাঙ্গার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটলে আইনের প্রতিনিধি হিসাবে তাকে গ্রেপ্তার করতে তিনি বাধ্য ছিলেন।

কিন্তু আইনের কথাই সব নয়—এমন সিংহজয়ী পুরুষকে জেল খাটাতে আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না বনরক্ষক রেনে গু মসোঁ।